বিকালের আসর

সম্পাদনায় আব্বাস আলী খান

বিকালের আসর
প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা
আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৭৬

৩য় প্রকাশ

শাবান	১৪৩২
আষাঢ়	১৪১৮
জুলাই	২০১১

বিনিময় ঃ ১২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BIKALER ASHAR (Evening Sitting)
Edited by Abbas Ali Khan. Published by Adhunik Prokashani,
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 125.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শতাব্দীর অন্যতম চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. প্রতিদিন বিকালে তাঁর ৫/এ যায়লদার পার্কের সবুজ ঘাসের আঙিনায় বসতেন আর দেশ বিদেশের বহু পরিচিত-অপরিচিত দর্শন-প্রার্থীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রশ্নগুলো ছিল জীবন ও জীবনবিধান, দেশ বিদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, দীন ও দীনি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। উর্দু সাপ্তাহিক 'আইন' এ বৈকালিক আসরের প্রশ্নোত্তরগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৬৫ সাল থেকেই তা ধারাবাহিকভাবে পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুসাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-গুলো সাপ্তাহিক 'আইন' থেকে বাংলা ভাষায় সম্পাদনা করেছেন।

বাংলাভাষী পাঠকরাও যেন এথেকে বঞ্চিত না থাকে সে দিকে লক্ষ রেখে আমরা এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী চিন্তানায়ক বিশ্ববিশ্রুত ও বিশ্ববিপ্লবী 'তাফহীমুল কুরআন', 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' এবং আরো শতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর চিরাচরিত আদত ছিল এই যে, তিনি তাঁর ৫/এ যায়লদার পার্কের বাসভবনের সামনে সবুজ শ্যামল ঘাসে ভরা আঙিনায় প্রতি বিকালবেলা বসতেন। চারিধারে সযত্নে লাগানো রঙ-বেরঙের ফুল গাছ থেকে সুরভি ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মাওলানার দর্শনপার্থী দেশ বিদেশের বহু পরিচিত-অপরিচিত লোক এখানে জমায়েত হন। তাঁদেরকে নিয়ে প্রতিদিন এক নিয়মিত বৈকালিক আসর জমে ওঠে। এ আসরে তাঁরা মাওলানাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন, জানতে চান দীন ইসলাম সম্পর্কে নানান কথা, ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ, জীবন ও জীবনবিধান সম্পর্কে জটিল তত্ত্ব ও তথ্য, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস ও নিজেদের জন্যে ভবিষ্যতের কর্মসূচী। মাওলানা সে সবের জবাব দেন।

ডনিশ'শ' পয়ষট্টির কথা

লাহোর থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক আইনের' প্রথম বছর চলছে। 'আইনের' কর্তৃপক্ষ মনে করলেন মাওলানার এ বিকালের বৈঠকের মূল্যবান কথাগুলো 'আইনের' পাঠককে পরিবেশন করা দরকার। যাঁরা এ বৈঠকে হাজির হতে পারেন না, তাঁরা ঘরে বসে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারবেন। 'আইন' সম্পাদক এ প্রস্তাবটি রাখেন জনাব নঈম সিদ্দিকীর কাছে। তিনি তখন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। প্রস্তাবটি অবশেষে জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

'বিকালের আসরের' আলাপচারি বা প্রশ্নোত্তর সঠিকভাবে এবং যথাযথ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক রফীউদ্দীন হাশমী। অতঃপর জনাব হাফীযুর রহমান আহসান।

বিকালের আসরের যতো কথা ১৯৬৫ সাল থেকে 'আইনে' প্রকাশিত হয়েছে তার কলেবর এতো বিরাট যে তার প্রকাশ কয়েক খণ্ডেই সম্ভব। যাহোক সেসব থেকে কিছুটা পাঠকদের সামনে পেশ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিকালের এ আসরে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের অধিকাংশ মাওলানাকে কোনো না কোনো প্রশ্ন করেন, অতএব আমরা 'প্রশ্ন' এবং 'উত্তর' এ দুটি শিরোনামে কথাগুলো প্রকাশ করবো।

প্রশ্ন–মাওলানা! ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আমেরিকায় ভালো চলছে, না ইংল্যাণ্ডে ?

উত্তর–কোথায় বেশী, কোথায় কম তা যাচাই করার সুযোগ হয়নি। তবে উভয় দেশেই মোটামুটি কাজ চলছে ভালো।

প্রশ্ন–আপনি রশীদ পার্কের বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমেরিকায় কারাগারের মধ্যেও ইসলামের প্রচার চলছে। সে আবার কেমন ?

উত্তর–সেখানে জেলখানায় বই পুস্তক পাঠাতে কোনো অসুবিধা নেই। সেজন্যে বেশী পরিমাণে ইসলামী সাহিত্য সেখানে পাঠানো হয়। এতে করে এসব সাহিত্য পাঠকের মধ্যে চিন্তার পরিবর্তন নিয়ে আসতে সহায়ক হয়।

প্রশ্ন–কোন্ কোন্ বই এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ?

উত্তর–বিভিন্ন গ্রন্থকারের বই তার মধ্যে আছে যার ইংরেজীতে তরজমা করা হয়েছে এবং এ কাজের জন্যে যেগুলোকে উপযোগী মনে করা হয় তাই পাঠানো হয়।

প্রশ্ন–এসবের মধ্যে কোন্ বইখানি সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে করেন ?

উত্তর–Towards Understanding Islam.

প্রশ্ন–আমেরিকায় ইসলামের কাজ কতটুকু চলছে এবং তা সুসংগঠিত ও সুসংহত করার জন্যে কোনো চেষ্টা চলছে কিনা ?

উত্তর–এটা তেমন সহজ কাজ নয়। তিন হাজার মাইল দীর্ঘ এবং দেড় হাজার মাইল প্রস্থ একটা দেশে এ কাজ সুসংগঠিত করার জন্যে যেসব উপায়-উপাদানের প্রয়োজন তার বড়ো অভাব সেখানে।

প্রশ্ন–মাওলানা! যারা সেখানে ইসলাম গ্রহণ করে, তাদেরকে দীনি তরবিয়ত দেয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর–এ বিষয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে এ জন্যে প্রয়োজন কিছু সংখ্যক সার্বক্ষণিক কর্মীর। কিন্তু আর্থিক কারণে এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মাওলানা! ওখানে আলীজাহ মুহাম্মদের অনুসারীদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার কোনো চেষ্টা চলছে কি ?

উত্তর–এর জন্যে অবশ্য বিশেষ কোনো চেষ্টা চলছে না। ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণভাবে যে কাজ করা হচ্ছে তার প্রভাব তাদের উপরেও পড়ছে বৈ কি। স্বয়ং আলীজাহ মুহাম্মদের ছেলে তার বাপের মতবাদের সাথে একমত নয়।

তিনি আমেরিকার সামাজিক জীবনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, ইহুদীরা সেখানে নানাভাবে তাদের দুরভিসন্ধিজাল বিস্তার করে রেখেছে। অতপর ইহুদীদের অতীত বর্তমানের কিছু দুষ্কৃতির উল্লেখ করে মাওলানা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন–

I think their future in America will be like their past in Germany.

ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করেন–

অমুসলিম দেশ থেকে কোনো রাষ্ট্রীয় মেহমান অথবা কোনো ভ্রমণকারী মুসলিম দেশে এলে তাকে আমাদের মসজিদগুলো দেখাবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় ; অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার দেয়া কি সংগত ?

উত্তর–এতে কোনো দোষ নেই—একথা বলে মাওলানা ছাত্রটিকে লক্ষ করে বলেন–অমুসলিমগণ যদি মসজিদে–নববীতে এসে নবী পাক সা.-এর সাথে দেখা করতে পারে, তাহলে তাদের জন্যে মসজিদের দরজা বন্ধ করবো কেন ?

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত ইন্দোনেশীয় ছাত্রটি আরবী ভাষায় পুনরায় প্রশ্ন করেন—তারা তো মসজিদে নববীতে আসতো ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে, ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়।

উত্তর–এ তত্ত্বটি হয়তো আপনার জানা নেই যে, কত অমুসলিম আমাদের মসজিদগুলোতে আমাদের ইবাদাতের পদ্ধতি, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, সাদা-কালোকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড়তে দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তাই তাদের জন্যে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিবেন না। মসজিদগুলোও ইসলামী তাবলীগে অংশগ্রহণ করছে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! করাচী এবং লাহোরে আপনাকে অভ্যর্থনা করার সময়ে কেউ কেউ 'পীর মওদূদী' এবং এ ধরনের কিছু শ্লোগান দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ?

www.pathagar.com

উত্তর–এ ধরনের সম্ভাষণ থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমি কোনো দিন এসব আমার জন্যে পসন্দ করিনি। আমি চাই, যতটুকু ইসলামের খেদমত আমি করতে পারি করে যাই। দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমার এ খেদমত কবুল করেন। এর চেয়ে বেশী কিছু আমি চাইনা।

জনৈক যুবকের প্রশ্ন—মাওলানা ! পাকিস্তানের অবস্থা দেখে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে, এ দেশটার ভবিষ্যত কি হবে ; পাকিস্তান তরী যেন একটির পর একটি ঘূর্ণাবর্তের শিকার হচ্ছে। শেষটায় কি হবে ?

উত্তর–ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। আপনার সকল প্রচেষ্টা তো পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্যেই হওয়া উচিত। তরী যদি নিমজ্জিত হয় তো নিমজ্জনকারীদের দলভুক্ত হওয়া আপনার উচিত নয়। আপনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে থাকুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের কাজ করে যান।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মাওলানা পুনরায় বলেন, আমি তো নৈরাশ্যের কোনো কারণ দেখছি না।

প্রশ্ন–কায়েদে আযম মরহুম পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বার বার একথা বলেন যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন হবে। কিন্তু যা হলো তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

উত্তর–আমার মনে হয় মরহুম কায়েদে আযম যা কিছু বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর পূর্ণ আন্তরিকতা ছিল। তিনি ঈমানদারীর সাথেই এ আশা পোষণ করতেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যত রূপ ইসলাম ভিত্তিকই হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে যা উপলব্ধি করা হয়নি তা হলো এই যে, কোন্ ধরনের টীম এবং কোন্ ধরনের চরিত্রের লোক এ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারতো সেই ধরনের চরিত্রবান–লোক তৈরী করা হয়নি ; তার ফলশ্রুতি এই হলো যে, পাকিস্তানোত্তর কালে কায়েদে আযম মরহুম তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে মজলুম ব্যক্তি হয়ে পড়লেন। আর গণপরিষদে মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী মরহুমেরও একই অবস্থা ছিল।-(৩০শে আগষ্ট–১৯৭৪)

৫/এ যায়লদার পার্কের নামাযের সময়টি ইসলামী আন্দোলনের মেজাজ প্রকৃতির মূর্তপ্রতীক। শুধুমাত্র ফেকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদপন্থী, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকই এ নামাযের কাতারে

www.pathagar.com

দণ্ডায়মান হন না। বরং ইসলামী দুনিয়ার নেতৃবর্গ ও সুধীবৃন্দ, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলমান এবং বিভিন্ন দেশের নওমুসলিম ও ছাত্র উক্ত কাতারে শামিল হয়ে বিশ্বস্রষ্টার দরবারে সেজদায় নিজেদেরকে লুটিয়ে দেন। ৫/এ যায়লদার পার্কের বৃক্ষলতা, গাছপালা এবং নীরব ঘর-দোর বার বার দেখেছে এবং দেখছে এ প্রাণমাতানো দৃশ্য।

কিছু দৃশ্য আবার আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য ও একক।

তিপ্পান্ন সালের মে মাসের একটি সকাল। ফজর নামাযের প্রস্তুতি চলছে। হঠাৎ পাশের কামরায় ক্রীং ক্রীং করে বেজে উঠলো টেলিফোন। তড়িঘড়ি রিসিভার উঠালেন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত আমীর। অন্যদিকের কথা তাঁর কানে এলো আপনি খবর জানেন কি ?.....তারা তো মাওলানাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনিয়ে দিয়েছে। .....এ খবর পাননি ?.....

বাইরে সবুজ শ্যামল ঘাসে ভরা বাগানে একামতে সালাতের জন্যে তাকবীর চলছে। টেলিফোনের খবর রিসিভার উত্তোলনকারীর মন-মস্তিষ্কের দুনিয়াটাকে ওলট পালট করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু সকলে হাত বেঁধে দীন ও দুনিয়ার প্রভুর সামনে নতশিরে দাঁড়িয়ে। তাঁদের কেউ কারো মনের অবস্থা জানেন না। জানেন শুধু আলিমুল গায়েব।

****

আরেকটি ঘটনা।

চৌষট্টির ৬ জানুয়ারীর সুবেহ্ সাদেক।

৫/এ যায়লদার পার্কের ভেতর ও বাইরে পুলিশের জীপ ও অন্যান্য গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ দেখছেন মাওলানা মওদূদীর পেছনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্যগণ সারিবদ্ধ হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পেশোয়ার থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে প্রতিরক্ষায় রয়েছে দেশের উভয় অঞ্চলের জেলখানাগুলো। পুলিশ প্রতীক্ষায় রয়েছে নামায শেষ হওয়ার। কিন্তু নামায কি কখনো শেষ হবার ? বড়জোর এতটুকু হতে পারে—নামাযের কিছু সেজদার স্থান মুক্ত ও স্বাধীন আবহাওয়া ও পরিবেশ থেকে—স্থানান্তরিত হবে বন্দীশালায়। এতে করে নামাযের ধারাবাহিকতা কতটুকুই বা ব্যাহত হবে ?

www.pathagar.com

সত্তরের সেপ্টেম্বর

একটা হাট্টাগোট্টা তাগড়া যুবক আপন বস্ত্রের মধ্যে শানিত অস্ত্র লুকিয়ে ৫/এ যায়লদার পার্কের বিকালের আসরে ঢুকে পড়ে এবং সকলের অলক্ষে এক পাশে আসন গ্রহণ করে।

আসরের আলাপ আলোচনা সে মন দিয়ে শুনতে থাকে। মাওলানার মিষ্টি মিষ্টি কথায় প্রতিটি প্রশ্নের জবাব তার মনে সৃষ্টি করে বিস্ময়, আলোড়ন ও পরিবর্তন। বুকখানা তার ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। নিজেকে অপরাধী মনে করে ধরা পড়ার ভয়ে চারদিকে তাকায়। কিন্তু কই, ভয়ের তো কোনো কারণ নেই। কারণ সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে যে, সে এখন এমন এক পরিবেশে যা প্রেম-ভালোবাসা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব রসে সিঞ্চিত। মাওলানার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী জবাব তাকে মুগ্ধ করে। মাওলানা সম্পর্কে তার ধারণা দ্রুত বদলাতে থাকে। অতঃপর দাঁড়িয়ে যায় মাগরিবের জামায়াত। যুবকটি যাকে হত্যা করার নিয়তে আগমন করে, দ্বিধাহীনচিত্তে নামায আদায় করে তাঁরই পেছনে। তার মনের সকল কুয়াশা দূর হয়ে যায়। অনুতপ্ত হয় মনে মনে এবং যখন সভাস্থল ত্যাগ করে তখন যে বস্তু সে চিরদিনের জন্য মন থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে তাহলো তার হত্যার সংকল্প যা নিয়ে সে এসেছিল এ দরবারে।

একটি বিশেষ মহলের মাওলানার বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারণায় যুবকটি বিভ্রান্ত হয়। মাওলানাকে কাদিয়ানী থেকেও মারাত্মক বলে প্রচার করা হয়। এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ মনে করে যুবকটি এসেছিল। সে তার ধারালো অস্ত্র মাওলানার সামনে রেখে দেয়, অনুতপ্ত হয়, তাওবা করে এবং হক পথে থাকার জন্য মাওলানার দোয়া নিয়ে বিদায় গ্রহণ করে।

এমনি কত কথা, কত স্মৃতি, কত ব্যথা-বেদনা ইসলামী আন্দোলনের কত ইতিহাস কত চড়াই-উৎরাই, কত সুদূর প্রসারী ঘটনা জড়িয়ে আছে ৫/এ যায়লদার পার্কের এ ক্ষুদ্র অনাড়ম্বর গৃহটির সাথে—সবুজ ঘাসের মখমল বিছানো এ মুক্ত অংগনটির সাথে।

****

www.pathagar.com

সাড়ে চার মাস চিকিৎসার জন্যে বিদেশে থাকার পর মাওলানা দেশে ফিরেছেন। ৫/এ যায়লদার পার্কের বিকালের আসর ক'মাস পর আবার জমজমাট হয়ে উঠেছে। জনৈক আরব দেশীয় ছাত্রের প্রশ্ন–

খবর জানার জন্যে আমরা যখন কোনো ইংরেজী দৈনিক খরিদ করি তখন তার পৃষ্ঠাগুলোতে নগ্ন ও অশ্লীল নারী চিত্র দেখে ঘেন্নাও লাগে ব্যথাও পাই। বলুন আমরা কি করতে পারি ? মনে হয় যেন আমরা সংবাদ পত্র খরিদ করছি না গোনাহ খরিদ করছি।

উত্তর–আপনারা অনেক কিছু জানার জন্যে এবং দুনিয়ার পরিস্থিতির সাথে ওয়াকিফহাল থাকার জন্যে সংবাদপত্র পড়ুন। নগ্ন নারী চিত্রের জন্যে আপনারা দায়ী নন।

কথাবার্তা চলছিল আরবী ভাষায়, একদিকে একজন আরব যুবকের এ ধরনের দীনি অনুভূতি এবং অন্যদিকে আপন দেশের সংবাদপত্র সংস্থার নোংরা ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ পাকিস্তানীগণকে কিছুক্ষণের জন্যে নীরবে মাথা নীচু করতে বাধ্য করলো।

প্রশ্ন–মাওলানা ! এই যে একুশবার তোপধ্বনী করে অভিবাদন জানানো হয়, এ পদ্ধতি কোথা থেকে আমদানী হলো ? একবার আপনাকেও এভাবে তোপধ্বনী দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়।

উত্তর–তোপধ্বনী করে অথবা পটকা ফুটিয়ে সালাম বা অভিবাদন জানানোর এ পদ্ধতিটা পাশ্চাত্য দেশ থেকেই আমদানী করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী কোনোদিনই এ পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। এবার কিছু বাইরের লোক আপন ইচ্ছায় এরূপ আচরণ করে। আমি অবশ্য এটাকে কখনোই ঠিক মনে করিনি।

প্রশ্ন–মাওলানা ! কুরআন পাকে এমন কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় কি যার ভিত্তিতে চোরাচালানকে নাজায়েয বলা যেতে পারে ?

উত্তর–কুরআন পাকে খেয়ানত নিষিদ্ধ রয়েছে। এতে সব ধরনের খেয়ানতই এসে যায়। স্মাগলিং বা মালামাল পাচারও এক ধরনের খেয়ানত এবং বিশ্বাস ভংগের কাজ। বরং পাচার যদি কোনো শত্রু দেশে করা হয় তাহলে তা খেয়ানতের সাথে আপনাদেশের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতারও শামিল হবে।

প্রশ্ন–মাওলানা! আজকাল Identity কার্ড বা পরিচিতি পত্রের ওপর খুব জোর দেয়া হচ্ছে। এতে ফটো লাগিয়ে দেয়া হয়। এ ধরনের কার্ড পকেটে থাকলে নামায হবে ?

www.pathagar.com

উত্তর–এতে কোনো দোষ নেই। আপনার পকেটে যে কারেন্সী নোট থাকে, তার মধ্যেও তো ফটো বা ছবি থাকে।

জনৈক ফিল্ম ব্যবসায়ী প্রশ্ন করেন–মাওলানা! কোনো মহিলার উপার্জিত অর্থ যদি হালালভাবে হয়ে না থাকে, তাহলে সে কি হজ্জে যেতে পারে?

উত্তর–এটা ভালো হয় যদি সে হজ্জের জন্যে জায়েয ও হালালভাবে উপার্জিত অর্থ আলাদা করে রাখে। তা না করলেও আপনি তার হজ্জে বাধা দিবেন না।

একটু নীরব থাকার পর মাওলানা আবার বলেন, নবী করীম সা.-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, সে দিনে নামাজ পড়ে, রাতে চুরি করে। নবী সা. বললেন, তাকে তার অবস্থায় থাকতে দাও। চুরি তার নামায ছাড়িয়ে দেবে অথবা নামায তার চুরি ছাড়িয়ে দেবে।

****

মাহে রমজান সমাগত। এবার গরমের মধ্যে রমজান। বৈঠকে এ নিয়ে বলাবলি হচ্ছিল, এমন সময় মাওলানা বলেন ঃ

"এ আমার জীবনে তৃতীয়বার গরমে রমজান এলো। আমার মনে আছে জীবনে প্রথম রোযা বর্ষায় শুরু করেছিলাম। এ হলো হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের বর্ষা।–এলে আর যেতে চায় না।"

রমজান প্রসংগটি শেষ হতেই শুরু হলো চাঁদ দেখার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা। মাওলানা বলেন ঃ

"এবার আমরা শাবানের চাঁদ দেখেছিলাম বিমান থেকে, নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন ফেরার সময়। বিমানটি তখন পঁচিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছিল।"

প্রশ্ন–মাওলানা! যেখানে ছমাস রাত এবং ছমাস দিন হয় সেখানে নামায ইত্যাদির সময় কিভাবে ঠিক করা হয়?

উত্তর–ওখানে যদি দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মের সময়, খানা-পিনার সময় নির্ধারিত করা যেতে পারে তাহলে শুধু নামাযের বেলায় মুস্কিলটা কোথায়? এটা ঠিক যে, সেখানে সকালে নাস্তা করার পর দুপুরের খানা তিনমাস পর অথবা খানা ছমাস পর খাওয়া হয় না। যখন প্রত্যেকটি কাজ তার স্বাভাবিক পন্থায় করা হয়ে থাকে, তখন

www.pathagar.com

দীনে-ফিৎরাতের ব্যাপারে কিইবা অসুবিধা হতে পারে ? এসব অঞ্চলে নামাযের সময় নির্ধারণের দু'রকম নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এক হচ্ছে যে, মক্কার নামাযের সময় অনুযায়ী সেখানে নামাযের সময় নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়তঃ যে নিকটতম শহর অথবা জনপদে স্বাভাবিকভাবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় সেখানকার সময় ধরে নেয়া।

প্রশ্ন–কিন্তু মাওলানা! নামাযের সময়ের জন্যে যেসব নিদর্শন বলা হয়েছে তা উপেক্ষা করে কি নামাযের সময় নির্ধারণ করা যায় ?

উত্তর–প্রশ্ন এটা যে, প্রকৃত গুরুত্ব কোন জিনিসের ? প্রকৃত গুরুত্ব কি নামাযের না সময় নির্ধারণের ? এখন যে অঞ্চলে এসব নিদর্শন পাওয়া যায় না সেখানে কি নামায থেকে মুক্ত হওয়া যাবে ?

(২০ সেপ্টেম্বর–১৯৭৪)

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর ৫/এ যায়লদার পার্কে গত তিন বছর ধরে জনৈক বাংলাদেশীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর গুঞ্জরিত হচ্ছে।

কুমিল্লা জেলা নিবাসী হাফেয হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন এখানে তিন বছর ধরে তারাবীর নামায পড়াচ্ছেন। লাউডস্পীকার তাঁর এক-একটি শব্দ প্রতিটি নামাযীর কানে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। লাউডস্পীকারের ভলিউমের এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছিল যাতে করে তার আওয়াজ শুধু নামাযীদের মধ্যেই সীমিত থাকে এবং পার্শ্ববর্তী লোকালয় অথবা অন্য কোনো নামাযীর ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।

হাফেয মঈনুদ্দীনের কণ্ঠস্বরসহ এ তারাবীর নামাযের প্রতিটি মুহূর্ত ৫/এ যায়লদার পার্কে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গত বছর এমনি রমজানের দিন মধ্যপ্রাচ্যে সতেরো দিন ব্যাপী এক যুদ্ধের সূচনা হয়। ৮ রমজান মিসর বাহিনী সুয়েজখাল পার হয়ে ইসরাঈলী বাহিনীর ওপর এক চরম হামলা চালায়। অপর দিকে জুলান পর্বতমালার ওপর বোমারু বিমান, ট্যাংক ও গোলাগুলীর মাধ্যমে সিরিয়া ও ইসরাঈল মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রথম প্রথম যুদ্ধের যেসব খবর আসে তা খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল সাতষট্টির জুনের। সে যুদ্ধের খবর প্রথমে ভালোই ছিল, কিন্তু ৯৬ ঘন্টা পর খবর এলো একেবারে উল্টো। এ জন্যে তিয়াত্তরের অক্টোবরে সূচিত যুদ্ধ সম্পর্কে খুশীর খবর শুনা গেলেও মনে কেমন যে একটা অস্বস্তির ভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ৫/এ যায়লদার পার্কে

www.pathagar.com

তারাবী নামাযের পর মাওলানা যখন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তখন মনের আশংকা-অস্বস্তি অনেকটা কেটে যায়। মাওলানা বলেন, এবারের যুদ্ধের সূচনা যেভাবে হয়েছে, তাতে অনেক সুফল আশা করা যায়। অতঃপর তিনি সাতষট্টির যুদ্ধের সাথে এ যুদ্ধের (১৯৭৩) তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন ঃ

আল্লাহ তা'আলার শোকর যে, এবার ইসরাঈল আগের মতো সে সুযোগ পায়নি যে, মিসরের বিমান বাহিনী গ্রাউণ্ডের ওপরেই খতম করে দেবে। এবার মিসর ও সিরিয়া বাহিনী নিজ নিজ বিমান বাহিনীর সহযোগিতা লাভ করবে এবং আশা করা যায় যে, ইরাকের বিমান বাহিনীও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। তার কাছে বর্তমানে অতি আধুনিক বিমান আছে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! এ যুদ্ধের সূচনা রমজান মাসে হয়েছে। তাই মনের মধ্যে নানান আশংকা হচ্ছে। কি জানি, খোদা-না-খাস্তা, এ আশংকা আবার ফলে না যায় !

উত্তর–বদরের যুদ্ধও তো এ রমজান মাসেই হয়েছিল। সিরিয়া ফ্রন্টে ইসরাঈলের ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির সংবাদ শুনে বড়ো উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ১৪ অক্টোবরে একটি যুবকের সর্বপ্রথম প্রশ্ন এ ধরনের ছিল।

প্রশ্ন–মাওলানা ! সিরিয়ার ওপর ইসরাঈলের ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির খবর আসছে। সিরিয়া কি আত্মরক্ষা করতে পারবে ?

উত্তর–ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন–মাওলানা ! এখন পর্যন্ত যেসব খবর এসেছে তাতে করে ইসরাঈলের ষ্ট্রাটেজী এটাই মনে হচ্ছে যে-সে মিসর ফ্রন্টে ডিফেন্স চালু রেখে—প্রথমে সিরিয়াকে ঘায়েল করবে।

উত্তর–ইসরাঈলের ষ্ট্রাটেজী তা হতে পারে। কিন্তু সিরিয়া ফ্রন্টে এখন ইরাক, সৌদি আরব, জর্দান, আলজিরিয়া এবং মরক্কোর সেনাবাহিনী যথাসময়ে যুদ্ধে নেমে ইসরাইলের ষ্ট্রাটেজী ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এভাবে যুদ্ধের পূর্ণ চিত্র আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হলো। এমনকি এ যুদ্ধে যেসব অস্ত্রের ব্যবহার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, মাওলানা সেসবেরও বিশদ বিবরণ দেন। নেপম বোমা কি ধরনের তাতে কোন্ কোন্ উপাদান ব্যবহৃত হয়, তার প্রতিক্রিয়া কোন ধরনের। মিজাইল কিভাবে কাজ করে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মিজাইলগুলো কিভাবে কাজ করেছে, সেখানে আমেরিকার চার পাঁচ হাজার বিমান কিভাবে ধ্বংস হলো অথচ প্রতিপক্ষের কোনো বিমান বাহিনীই ছিল না—মাওলানা একজন সুদক্ষ রণ-বিশারদের ন্যায় এসব

www.pathagar.com

বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রোতাদেরকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেন। কখনো আলোচনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে পড়তো। মাওলানা এক প্রশ্নের জবাবে বলছেন, নেপম বোমাটা কোন ধরনের। আবার পর মুহূর্তেই বর্ণনা করছেন রমজানের মাসয়ালা-মাসায়েল। কোনো প্রশ্ন করা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কিত প্রস্তাবের ওপর, আবার অন্য এক প্রশ্ন করা হচ্ছে কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ দীনি মাসয়ালা সম্পর্কে। মাওলানা প্রতিটি প্রশ্নের স্নেহমাখা ভাষায় জবাব দেন।

এ হলো গত বছরের কিছু টুকিটাকি। এ বছরও তারাবীর নামায ও তৎসম্পর্কিত ঘটনাগুলো তার ঐতিহ্যসহ বিদ্যমান। ক্বারী হাফেয হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন কুরআন তেলাওয়াত করছেন। নীরব ও পুত-পবিত্র পরিবেশে তাঁর প্রতিটি শব্দ সকলের কানে পৌঁছুচ্ছে। নামাযের পর সংক্ষিপ্ত আসর জমে এবং এভাবে লোকদের দু'বার করে মাওলানার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। একবার আছর নামাযের পর এবং দ্বিতীয়বার এশা-তারাবীর পর।

প্রশ্ন–মাওলানা ! চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্যে মৃতদেহ কেটে ছিন্ন ভিন্ন করা কি ঠিক ?

উত্তর–শরীয়তে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। আমি যতোটা ইসলামী ইতিহাস পড়াশুনা করে দেখেছি তার মধ্যে এমন কোনো কিছুর বর্ণনা পাইনি। মুসলমানরা চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট প্রশংসনীয় কাজ করেছে। মানব জাতির বিরাট সেবা করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় তারা কারো পেছনে নয়। কিন্তু তারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিংবা গবেষণা ক্ষেত্রে মৃতদেহ কেটে ছিন্ন ভিন্ন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। স্বয়ং ইউরোপেও এটা পছন্দ করা হতো না। বিগত শতক পর্যন্ত অবস্থা এ ছিল যে, মৃতদেহ চুরি করে এ কাজ সংগোপনে করা হতো। লাশ চুরি করার একটা দল থাকতো যারা এ ধরনের চিকিৎসা গবেষণায় সাহায্য করতো।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ময়না তদন্তের জন্যেও তো লাশ কাটতে হয়।

উত্তর–এ কাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্যে হোক অথবা ময়না তদন্ত কাজ সমাধার জন্যে ; কিন্তু দেখতে পাবেন যে, শুধু হতভাগ্য গরীবদের লাশই এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও গান্ধিজি উভয়েই আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু কই তাঁদের লাশ কি ময়না তদন্তের জন্যে কেটে ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়েছিল ? মনে হচ্ছে যে, এ চিকিৎসা শাস্ত্রের এমন এক অগ্রগতি এবং আইনের এমন এমন এক প্রয়োজন যা গরীব এবং লা-ওয়ারিশ লাশ দিয়েই পূরণ করা হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মৃত্যুর পর চোখ, হাত-পা, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অংগ-প্রত্যংগ মানব-সেবার জন্যে দান করা কি ?

উত্তর– এখন প্রশ্ন এই যে, স্বয়ং মানবতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ? একদিকে একজন মৃত্যুবরণ করছে ও তার বাড়ীতে কারবালার মাতম শুরু হয়েছে, অপরদিকে চোখওয়ালা মৃতের চোখ খুলে নিতে এসেছে, হাত-পা বিভাগের লোক তার হাত-পা কেটে নিতে এসেছে, হৃৎপিণ্ড বিভাগ থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে তার বুক ফেঁড়ে হৃৎপিণ্ড বের করে নেয়ার জন্যে। বলুন তো মানবতা কি সত্যিই এ শিক্ষা দেয় ?

মুসলমান সমাজে এ প্রচলনটা হয়ে গেলে বলতে পারি না যে অবস্থাটা কি হবে। আত্মীয়-স্বজন কি মুর্দার দেখতে আসবে ? সামনে কোন্ জিনিস রেখে জানাজার নামায পড়া হবে ? আর কবরে কোন্ বস্তুটিই বা দাফন করা হবে।

(পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করে বিষয়টি সম্পর্কে মুসলমানদের চিন্তা ভাবনা করে দেখা দরকার।–সম্পাদক)

* * **

বৈঠকে কিছুক্ষণ পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করার পর একজন প্রশ্ন করেন। –মাওলানা ! কিছুলোক তো খুশী হয়ে চোখ ইত্যাদি দানের কথা ঘোষণা করে। তাহলে কি অনুমতি দেয়া হবে না ?

উত্তর–আসল প্রশ্ন এই যে, আপনি আপনার দেহের মালিক কবে থেকে হলেন ? ধর্ম কেন, স্বয়ং আইনও আপনাকে দেহের মালিক বলে স্বীকার করে না। নতুবা আপনি আত্মহত্যা করতে পারেন না কেন ? নিজেকে বিক্রি করতে পারেন না কেন ? আপনার জীবদ্দশায় যে দেহের ওপর আপনার এতটুকু ইখতিয়ারও নেই সে দেহের কোনো অংগ-প্রত্যঙ্গ হস্তান্তর করার আপনার কি অধিকার থাকতে পারে, যখন আপনি তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন ? সে সময়ে আইন যদি এ ধরনের অনুমতি দেয়, তাহলে তা হবে আইনের মতিভ্রম, ধর্মের মতিভ্রম নয়।

আজকাল বার বার এ প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, কানে ওষুধ দিলে রোযা ঠিক থাকে কিনা ? মাওলানার অভিমত এই যে, কানে ওষুধ দিলে রোযা নষ্ট হয় না। কারণ, কান থেকে কণ্ঠনালি অথবা দেহের মধ্যে সে ওষুধ প্রবেশ করার কোনো পথ নেই মাওলানা এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত দেন

www.pathagar.com

যে, যদি চোখে কোনো রঙিন ঔষধ দেয়া হয় তাহলে কিছুক্ষণ পর থুথুর মধ্যে সে রঙের মিশ্রন দেখা যায়।

ইনজেকশনে রোযা নষ্ট হয় কিনা জিজ্ঞেস করা হলে মাওলানা বলেন, এতে রোযা নষ্ট হবে। কারণ ইনজেকশনের সাহায্যে সব রকমের ভিটামিন, গ্লুকোজ এবং অন্যান্য শক্তিবর্ধক বস্তু দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়, যার দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যে রোযা থাকা অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া জায়েয নয়।

কথা চলাকালে একজন এক মজার প্রশ্ন করেন–

মাওলানা ! বোলতা কাটলে কি রোজা নষ্ট হয় ? তার হুলটা তো ইনজেকশনের মতোই কাজ করে–

উত্তর–বোলতা কাটলে রোজা নষ্ট হবে না। তার দ্বারা রোজার ওপর কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয় না। আপনি ভুলে কিছু পানাহার করলে যেমন রোজা নষ্ট হয় না। তেমনি বোলতা কাটলেও রোজা নষ্ট হয় না।

একটি ছাত্রের প্রশ্ন–মাওলানা ! আমাদের কলেজের কিছু ছাত্র বলে যে, সফরে রোজা না রাখলেও চলে। এখন এ জীবনটাও তো একটা সফর মাত্র। অতএব আমরা রোজা কেন রাখবো ?

পাশে বসা মাওলানা গোলজার আহমদ বলে উঠলেন—আপনার বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করুন, কুরআনে যে রোজার হুকুম দেয়া হয়েছে তা কি মরণের পর করার জন্যে। মাওলানা বলেন—আপনি যখন জীবনের সকল প্রকার দায়িত্বই পালন করেন, বিদ্যা শিক্ষা করেন, জীবনযাপনের চিন্তা-ভাবনা করেন, থাকার বাড়ী-ঘর তৈরী করেন, আত্মীয়তা, বিয়ে-সাদী, বাচ্চা-কাচ্চার ভরণ-পোষণ ইত্যাদি করেন, তখন একমাত্র আল্লাহর দীনই কি এ উদ্দেশ্যে রয়ে যায় যে, তার ওপর আমল করার পরিবর্তে এদিক সেদিক থেকে কোনো কিছুর অবলম্বন গ্রহণ করা হবে এবং তাঁর হুকুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এ ধরনের বাহানা তালাশ করা হবে ?

প্রশ্ন–মাওলানা ! মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে কি পাক-ভারতের মতো তারাবীর নামাযের এন্তেজাম করা হয় ?

উত্তর–জি হাঁ। তারবীর ব্যবস্থাপনা সব দেশেই করা হয়। অবশ্যই যেখানে দীনি অনুভূতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে সেখানে আমাদের দেশের মতো ততোটা উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায় না।

www.pathagar.com

তুরস্ক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মাওলানা বলেন, তুরস্কে তারাবীর জন্যে মসজিদগুলো ভরে যায়। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এখানকার অবস্থা ভিন্ন এবং উৎসাহব্যঞ্জক।

প্রশ্ন–মুহতারাম মাওলানা ! ফেতরার টাকা-পয়সা জমা করে বিধবার জন্যে সেলাই মেশিন খরিদ করে দেয়া যায় কিনা ?

উত্তর–সদকায়ে ফেতরের সম্পর্ক বিশেষ করে ঈদের সাথে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঈদের সময় অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা। কাউকে সেলাই মেশিন খরিদ করে দিতে চাইলে তার জন্যে অন্য প্রকারের সদকা খয়রাত রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি এ কাজ সদকায়ে ফেতর থেকে করতে চান, তাহলে চিন্তা করুন যে, কতজনের ফেতরার পয়সা জমা করে একজনকে সেলাই মেশিন দেবেন ? এভাবে ফেৎরার মোটা অংক এক স্থানে ব্যয় করা হলে বহু সংখ্যক হকদারের হক নষ্ট করা হয়। সদকায়ে ফেতর তো এ জন্যে যে, গরীব লোকেরাও ঈদ পালন করুক এবং ঈদের খুশীতে শরীক হোক।

প্রশ্ন–মাওলানা ! কুরআন থেকে 'ফাল' বের করা কি ?

উত্তর–কুরআন কি 'ফাল' বের করার জন্যে নাযিল হয়েছিল ?

(একটু পরে) কুরআন পাঠানো হয়েছিল হেদায়াতের জন্যে। তাঁর থেকে হেদায়াত গ্রহণ করুন। ভবিষ্যতের জ্ঞান আল্লাহ তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আপনি ভবিষ্যত বক্তা হবার চেষ্টা করবেন না।

একদিন তারাবীর নামাযে মুনাফিকদের সাথে সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করা হলে নামাযের পর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

প্রশ্ন–কুরআন পাকে মুনাফিকদের জন্যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি আছে যে, নবী করীম সা.-এর যমানায় নামকরা মুনাফিকদের মধ্যে কেউ তওবা করেছে ?

উত্তর–এমন কোনো দৃষ্টান্ত তো পাওয়া যায় না। সম্ভবত নেই।

প্রশ্ন–তার কারণ কি হতে পারে ?

উত্তর–কারণ তো সুস্পষ্ট। তাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান ছিলেন। আল্লাহর কালাম এবং 'অহী' ভিত্তিক সবকিছুই তারা নবী পাক সা.-এর মুখে শুনছিল। তারপর সে সমাজের চিত্রও তাদের চোখের সামনে ছিল। তারপর ঈমানদারদের পুরাতন ও নতুন জীবনের পার্থক্যও তারা লক্ষ্য করছিল। এতসব দেখার পরও যখন তারা

www.pathagar.com

ঈমানের সঠিক ধারণা পোষণ করেনি, তখন এর পর আর কোন্ জিনিস তাদেরকে মুনাফেকী থেকে দূরে রাখতে পারে ?(৩০ সেপ্টেম্বর-১৯৭৪)

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমরা যে অবস্থার ভেতর চলছি তাতে অপরাধী কি ব্যক্তি, না সমাজ ?

উত্তর–উভয় উভয়ে অধঃপতনের জন্যে অংশগ্রহণ করছে। সমাজ ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করছে এবং ব্যক্তি সমাজের অধঃপতনের ইন্ধন যোগাচ্ছে।

প্রশ্ন–অবস্থার যাচাই-পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, অনেক সময় ব্যক্তি একেবারেই নিরপরাধ।

উত্তর–একেবারে দায়িত্ব থেকে মুক্ত তো কেউ হতে পারে না। একের দায়িত্ব অপরের দায়িত্ব থেকে অবশ্যই পৃথক। একজন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন। অন্যজন শ্রমিক। একথা সত্য যে, উভয়ের দায়িত্বের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। এ কারণেই এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাদের মধ্যে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি এবং ধর্মীয় নেতাগণ শামিল আছেন।

প্রশ্ন–মাওলানা ! তাস খেলা কি হারাম ?

উত্তর–অন্ততঃপক্ষে হালাল তো নয়ই। যে ব্যক্তি তাস খেলায় তার সময় ব্যয় করে, সে এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে যে, সে কোন্ কাজে তার সময় ব্যয় করেছে ? সময় কাটাবার জন্যে জীবনযাপন করা ঠিক নয়। সময় কাটানো কোনো মুসলমানের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

মাওলানা আরও বলেন, আসলে আয়ূ সম্পর্কে কিছু লোকের ধারণাই ভ্রান্ত। আয়ূ তো এমন এক অবকাশ যা আমাদের জীবন পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য দেয়া হয়েছে। তার গুরুত্ব অবিকল সে সময়ের ন্যায় যা পরীক্ষার কামরায় আপনাকে প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে দেয়া হয়। এখন যদি এ সময়টা অথবা তার কিয়দাংশ আপনি বেহুদা কাজে ব্যয় করেন, তাহলে আপনি 'ফেল' করার জন্যেই ব্যয় করেছেন, পাশ করার জন্যে নয়।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমার এক আত্মীয় সপরিবারে আমেরিকায় থাকেন। তিনি লিখেছেন যে, ইহুদী-খৃষ্টান মহিলারা ওখানকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের বাড়ী আসে। তারপর তারা ইসলামের কঠোর সমালোচনা এবং খৃষ্টধর্ম ও ইহুদী ধর্মের মহত্ব বর্ণনা করতে থাকে। আমার আত্মীয় লিখেছেন যে, তাঁদের মেয়েরা শিক্ষিতা। কিন্তু খৃষ্টান-ইহুদী মিশনারীদের

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে আগত এসব মহিলাদের কথার জবাব দেয়ার জন্যে তাদের যুক্তি ও জ্ঞানের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আপনার হেদায়াত চাই।

উত্তর–কিছু বই পুস্তক আছে যা ওখানেই পাওয়া যাবে। এসবের তালিকা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। একটা হচ্ছে Modern English translation of Bible with Apocrypha. দ্বিতীয় Jewish Bible encyclopadea Britanica-তে খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারা যাবে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! যেহেতু আমার আত্মীয়ের কাছে 'তাফহীমের' প্রথম খণ্ড আছে। আমি তাঁকে লিখেছি যেন প্রথম খণ্ড পড়াশুনা করেন।

উত্তর–এ উদ্দেশ্যে প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড বেশ উপকারী হবে।

আমেরিকার ন্যায় ইংল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের দ্বীনি সমস্যাবলীও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়লো। ইংল্যান্ড থেকে আগত এক ভদ্রলোক বলেন, ইংল্যান্ডে বিভিন্ন শহরে বহু সংখ্যক মুসলমান বাস করে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, তাদের ছেলেমেয়েদের দ্বীনি শিক্ষার কোনোই ব্যবস্থা নেই। বর্তমান বংশধর তো তাদের মুরব্বীদের কাছ থেকে মুসলমান হওয়ার অনুভূতিটুকু লাভ করেছে এবং তাই নিয়ে চলছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধর যারা এখানে জ্ঞান চক্ষু খুলছে এবং এখানে পালিত ও বর্ধিত হচ্ছে আল্লাহই জানেন, তারা কোন রঙে রঞ্জিত হবে।

মাওলানা বলেন—এ এক বিরাট সমস্যা। ইংল্যান্ডবাসী মুসলমানদের বার বার আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমার মনে হয় ওখানকার মুসলমানরা যদি তাদের দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং তার ফলে তাদের সন্তান-সন্ততি দ্বীন থেকে দূরে চলে যেতে থাকে, তাহলে দুনিয়া তাদের কোনো কাজেই লাগবে না। ইংল্যান্ডে বিরাট সংখ্যক মুসলমান বাস করে। আর্থিক অবস্থাও তাদের এমন যে, সকলে মিলে নিজেদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে পারে। এ ব্যাপারে সেখানে কোনো বাধা নিষেধও নেই। তারা তাদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Recognised) করিয়ে নিতেও পারে। এ অবস্থায় এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম না করার কোনোই কারণ থাকতে পারে না, যেখানে তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে মুসলমান হয়ে জীবনযাপন করার ব্যবস্থাও থাকে। যদি আপনাদের 'দ্বীন' নিজেরাও মেনে চলেন এবং তদনুযায়ী সন্তানদেরকেও তরবিয়ত দিতে চান, তাহলে কোনো কিছুই এ পথে অন্তরায় হতে পারে না।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে মাওলানা ইংল্যান্ডে অবস্থানকালীন একটা ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ইংল্যান্ডে আমাদের এক বন্ধুর মেয়েরা বোরকা পরে। আমি একদিন তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মা, বলোতো, বোরকা নিয়ে এখানে তোমাদের কোনো অসুবিধায় পড়তে হয় না তো ?

সে বলল, না, আমাদের কোনো অসুবিধা তো মোটেই হয় না বরং পর্দা মেনে চলার কারণে এখানকার সমাজের কাছে আমাদের যথেষ্ট আদর-কদর আছে। বাসে উঠলে অন্যান্য মেয়েদের বসার জায়গা মিলুক আর না মিলুক আমাদের দেখলেই তৎক্ষণাৎ সিট খালি করে দেয়া হয়। এমনিভাবে কোনো দোকানে বা ষ্টোর থেকে কিছু খরিদ করার বেলায়ও আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না, সবখানে আমাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখা হয়।

প্রশ্ন–হকপন্থীদের সাফল্য কিভাবে হতে পারে ?

উত্তর–হকপন্থীদের সাফল্য এই যে, তারা সর্বদা হকের উপর কায়েম থাকবে।

প্রশ্ন–পাকিস্তানের অবস্থা দেখে একথা কি বলা যায় যে, এখানে যারা হকের জন্যে কাজ করছে তারা তাদের সংগ্রামের সাফল্য কোনো দিন দেখতে পাবে ?

উত্তর–হকের জন্যে সংগ্রাম এ শর্তে করবেন যে তার যাবতীয় সুফল নিজ চোখে দেখতে পাবেন—এমন ধারণা করা ঠিক নয়। হকের জন্যে যারা সম্মুখে অগ্রসর হয় তারা এ ধরনের কোনো শর্ত আরোপ করে না। বদর ও ওহোদের যুদ্ধে যেসব হকপন্থী শহীদ হয়েছেন, তাঁরা এমন সময়ে শাহাদাতবরণ করেন যখন আরব ভূখণ্ডে কুফরী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে কি বলতে চান যে, এসব শহীদানের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে ?

আর একজনের প্রশ্ন-মাওলানা ! আসল কথা এই যে, অনেকে যখন একদিকে হকপন্থীদেরকে অনেক বিপদ-আপদ এবং অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে হাবু-ডুবু খেতে দেখে এবং অন্যদিকে শুনতে পায় যে, অবশেষে হকেরই জয় হয় ; তখন তাদের মনের মধ্যে এ ধরনের প্রশ্ন জাগে। তখন তারা জয়-পরাজয়ের পরিভাষায় চিন্তা করতে থাকে

উত্তর–চিন্তার এ ধরনটা কিন্তু ভাল নয়। হকপন্থীরা অগ্নি পরীক্ষার মুকাবিলা অবশ্যই করছে। কিন্তু এসব অগ্নি পরীক্ষায় তাদের অবিচলতারই অভিব্যক্তি ঘটে এবং একথা ঠিক যে, এ অবিচলতাকে তাদের পরাজয় বলা যেতে পারে না। হকের ব্যাপারটাই এমন যে, সেখানে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নই নেই। হক কখনো পরাভূত হবার বস্তুই নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–একজন কাফের, কিন্তু ভালো কাজ করে। অন্য একজন মুসলমান, কিন্তু সবসময়ে অপকর্মই করে থাকে। অর্থাৎ সে ফাসেক-ফাজের। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর–উভয়ের পার্থক্য একজন বিদ্রোহী এবং একজন অপরাধীর পার্থক্যের মতো। একজন যদিও ভালো কাজ করে কিন্তু সরকারের বিদ্রোহী। তার যে পরিণাম ফল হবে তা তো ঐ ব্যক্তির হবে না যে অপরাধী বটে ; কিন্তু বিদ্রোহী নয়। সবচেয়ে খারাপ জিনিস হলো কুফরী। যদি কোনো ব্যক্তি এ খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে তার কোন্ কাজটাই বা তার পরিণামে কাজে লাগবে ?

মাহে-রমজান বিদায় নিয়েছে। তারাবীর নামাযের পর মাওলানার সাথে মিলিত হবার যে সুযোগ ছিল, এখন এক বছরের জন্যে ৫/এ যায়লদার পার্কে আগমনকারীগণ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।

রমজানের শেষ ক'টি দিন ছিল বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে তারাবীর ১৯ শে রাতটি। এ রাতে ক্বারী হাসান মঈনুদ্দীনের কণ্ঠ ছিল বেদনায় ভারাক্রান্ত। রুকু' ও সেজদার মাধ্যমে যতোই তিনি সূরায়ে নাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ততোই চারদিকের পরিবেশটিতে নীরবতা ও গাম্ভীর্য বেড়েই চলছিল।

এ রাতে নামায শেষে দোয়াটিও ছিল বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। জীবনের যতো কিছু চাওয়া এবং পাওয়া, যতো আশা-আকাংখা, কামনা ও বাসনা সবই উজাড় করে পেশ করা হলো, দ্বীন-দুনিয়ার মালিক প্রভুর দরবারে। দোয়া করা হলো পাকিস্তানের পাক ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে। দোয়া ছিল বুকের তাজা খুন উৎসর্গ করা শহীদানের জন্যে, সকল ইসলামী সংগ্রামের নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের জন্য, মুহতারাম মাওলানার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্যে। দোয়া করা হলো ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে এবং সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে, যেন তাঁদের মধ্যে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং আল্লাহ তাঁদেরকে এ কাজের তৌফিক দান করেন। (২৩ অক্টোবর-১৯৭৪)

প্রশ্ন–মাওলানা ! আত্মরক্ষা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি ?

উত্তর–কারো ওপরে যদি কেউ মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে হামলা করে তবে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি আত্মরক্ষার জন্যে হামলাকারীর অস্ত্র দিয়েই তাকে হত্যা করে তাহলে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না।

প্রশ্ন–যদি আক্রান্ত ব্যক্তির কাছেও অস্ত্র থাকে এবং সে যদি আক্রমণকারীর

www.pathagar.com

অস্ত্রের পরিবর্তে তার নিজের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণকারীকে হত্যা করে তাহলে একে কি আত্মরক্ষা বলা হবে ?

উত্তর–আসলে অবস্থা যদি এই হয় যে, হয় আপনি শেষ হয়ে যাবেন অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা করেই আপনি আত্মরক্ষা করতে পারেন। এখন তাকে হত্যা আপনি তার অস্ত্র দিয়ে করুন অথবা আপনার অস্ত্র দিয়ে করুন তাতে কিছু যায় আসে না। উভয় অবস্থাকেই আত্মরক্ষা বলে গণ্য করা হবে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! চিকিৎসা গবেষণার জন্যে কোনো ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা করা অথবা নিজেকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় কিনা ? কারণ এ এমন এক কাজ যার জন্যে অনেক সময় জীবনও দিতে হয়। কোনো চিকিৎসক যদি তার ওপরে এমন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, তাহলে তা কি আত্মহত্যার শামিল হবে ?

উত্তর– আজ পর্যন্ত যতোই চিকিৎসা গবেষণা হয়েছে তাতে চিকিৎসকগণ প্রতিটি নতুন বস্তুকে সাধারণত তাদের নিজেদের ওপরেই ব্যবহার করেছে অথবা তার স্বাদ গ্রহণ করে দেখেছে যে, তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং কি পরিমাণ তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এ এমন এক কাজ যার জন্যে কোনো না কোনো বিপদের ঝুঁকিও নিতে হয়। কিন্তু যেহেতু তার নিয়ত আত্মহত্যার থাকে না বরং চিকিৎসা গবেষণার, সেজন্যে এরূপ কোনো পরীক্ষা-নিরিক্ষায় যদি কেউ প্রাণ হারায় তাহলে তাকে আত্মহত্যা বলা হবে না।

ডাক্তার ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদেরকে তাদের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় কোন্ কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে কতোখানি নিষ্ঠাসহকারে নিমগ্ন থাকতে হয় সে সম্পর্কে মাওলানা জনৈক ডাক্তারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ডাক্তার একবার একটি বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় বাঘে তাকে আক্রমণ করে এবং একটি বাহু চিবিয়ে থেঁতলা করে দেয়। তার সাথীগণ অবশ্যি তাকে বাঘটির কবল থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর সে ডাক্তার সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো এই যে, বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত হবার সময়ের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, বাঘ যখন আমার বাহুতে তার দাঁত বসিয়ে চিবাতে শুরু করে তখন আমার কষ্ট হচ্ছিল ঠিক ঐ অপারেশন রোগীর মতো যাকে ক্লরোফরম করা হয়েছে কিন্তু তার ক্রিয়া এখনো ভালোভাবে শুরু হয়নি। ডাক্তার তার বর্ণনায় একথাও

www.pathagar.com

বলেন যে, অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে পারা যায় যে, স্রষ্টা বাঘের নখর ও দাঁতে এমন কিছু বিশেষ উপাদান রেখে দিয়েছেন যার দ্বারা শরীরের আক্রান্ত অংশটি ক্রমশঃ অবশ ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে, যেখানে বাঘ তার দাঁত বসিয়ে চিবাতে থাকে। আত্মরক্ষা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সাতচল্লিশের দাংগার সময়ের আত্মরক্ষার দিকে আলোচনার মোড় ফিরে গেল। একজন নিম্নোক্ত প্রশ্ন করেন ঃ

প্রশ্ন–মাওলানা ! সাতচল্লিশে ভারত বিভাগের পর যখন মুসলমানদের ওপর হিন্দু ও শিখদের পক্ষ থেকে হামলা শুরু হলো, তখন আক্রান্ত বস্তির বহু মুসলমান মেয়েলোক নিজেদের ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্যে আত্মহত্যা করে। তাদের কি হবে ?

উত্তর–এ ধরনের প্রতিটি ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তার সঠিক ফায়সালা করবেন। আত্মহত্যা সম্পর্কে কথা এই যে, একথা ভালো করে মনে রাখতে হবে—ইসলাম কখনো এ কাজের অনুমতি দেয় না। আত্মহত্যা নরহত্যারই শামিল এবং নরহত্যার অনুমতি কখনোই দেয়া যেতে পারে না। সাতচল্লিশ সালে পাঠান কোট দারুল ইসলামে একবার আমাদেরকে একটা বড়ো সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। একবার এমন এক খবর এলো যে, আজ রাতেই আমাদের বস্তির ওপর হামলা হবে। আমরা বস্তির সব মেয়ে মানুষকে একটা বড় ঘরে একত্র করলাম। কেরোসিন ভর্তি কতকগুলো পাত্র ঘরে রেখে দিলাম। বাঁশ ও লম্বা লম্বা বাতার মাথায় কাপড় জড়িয়ে বে'ধে দেয়া হলো। তারপর মেয়েদেরকে বলা হলো হামলাকারীরা আমাদেরকে শেষ করে তোমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ঐ সব বাঁশ ও বাতার মাথা কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। তাই দিয়ে তাদেরকে এমনভাবে হামলা করবে যেন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তোমাদেরকে হত্যা করতে বাধ্য হয়।

একটি যুবকের প্রশ্ন-মাওলানা! সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের হুকুম কি ?

উত্তর–আল্লাহর নবী সা. বলেন, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র উৎখাত করার জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। যুবকটি কয়েকজন বুজর্গানে দ্বীনের নাম করে বলেন যে, তাঁদের একজন সেতার বাজাতেন। অন্যান্যরাও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এ সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে ?

মাওলানা—কোনো ব্যক্তির কথা ও কাজকে নবীর কথা ও কাজের মোকাবিলায় পেশ করা যেতে পারে না।

প্রশ্ন–কিছু লোক বলে যে, সংগীত রুহের খোরাক।

উত্তর–সংগীত রূহের খোরাক হলে সর্বপ্রথম আম্বিয়ায়ে কেরামগণ (আ) এর

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করতেন। যেহেতু কোনো নবীই সংগীতের কোনো ব্যবস্থা করেননি, অতএব এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, সংগীত কখনো রূহের খোরাক হতে পারে।

মাওলানা আরও বলেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে যেসব জিনিসেরই প্রয়োজন হতে পারে, আল্লাহর শেষ নবী সা. তা বলে দিয়েছেন। তারপর আমরা আত্মার খোরাকের জন্যে অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবো কেন ?

****

প্রশ্ন–মাওলানা! জামায়াতে ইসলামী যখনই সরকারের কোনো ভুল পদক্ষেপের সমালোচনা করে, তখনই তার বিরুদ্ধে মন্ত্রীগণ এবং অন্যান্য দলগুলো বিবৃতির বাণ ছুঁড়তে থাকেন। এসব আজকালও পুরোদমে চলছে। এমন কি কোনো কোনো মন্ত্রী বাহাদুর তো জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণার কথাও বলেছেন। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

উত্তর–এসব কথা শুনে মনে হয় এসব লোকেরা জামায়াতে ইসলামীকে বুঝতেই পারেনি।

প্রশ্ন–মাওলানা ! একটা প্রশ্ন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মরহুম সম্পর্কে করতে চাই। আমি জানতে চাই যে, ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাওলানা আজাদ মরহুম কোন্ নীতির ওপর কাজ করছিলেন ?

উত্তর–তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে জড়িত এবং বছরের পর বছর ধরে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করছিলেন। কংগ্রেসে তাঁর বিশিষ্ট স্থান ছিল।

প্রশ্ন–তাহলে কি মাওলানা আজাদ মরহুমও জামায়াতে ইসলামীর ঐরূপ বিরোধিতা করছিলেন, যেমন আজকাল করা হচ্ছে ?

মাওলানা ধীর ও গম্ভীর স্বরে বলেন—মাওলানা আজাদ মরহুম অত্যন্ত ভদ্র ও উদারচেতা ছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁরা গালি শুনেন কিন্তু তাঁদের মুখে কোনোদিন কারো জন্যে গালি শুনা যায় না।

****

www.pathagar.com

কথায় কথায় জামায়াতে ইসলামী ভারত-এর প্রসংগ এসে পড়লো।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ভারত বিভাগের সময় জামায়াতের কতজন রুকন (সদস্য) ভারতে রয়ে গেলেন ?

উত্তর–দুই শত চল্লিশ।

প্রশ্ন–এখন সেখানে রুকন কতো ?

উত্তর–দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'রেডিয়েন্স' পত্রিকার মতে এখন ভারতে রুকন সংখ্যা দু'হাজার ।

প্রশ্ন–তাঁদের এ অগ্রগতিতে কি আপনি খুশী ?

উত্তর–জী হাঁ। বিভাগোত্তরকালে ওখানে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল তাহলো এই যে, হয় তাদেরকে হিন্দু সমাজের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে হবে ; নতুবা তাদের মর্জি মতো চলতে হবে, অথবা কমিউনিষ্ট-সোশ্যালিষ্টদের দলভুক্ত হতে হবে—এ অবস্থাতে সেখানে কিছু লোক এ সকল পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের কাজ চালু রাখেন। এ তো আনন্দেরই বিষয়, নৈরাশ্যের বিষয় নয়।

****

চুয়াত্তরের ৩রা নভেম্বর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ দীর্ঘ দিন বিদেশ ভ্রমণে থাকার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করলে লাহোর বিমান বন্দরে তাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। অতপর তিনি ৫/এ যায়লদার পার্কে মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং ক্যানাডার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পেশ করেন। মাওলানা বলেন, আপনি তো দেখছি ইবনে বতুতাকে হার মানিয়েছেন।

(২০ নভেম্বর–১৯৭৪)

এ দিনের আলাপ শুরু হলো এভাবে যে, আমেরিকায় কালা আদমীদের বসতি কবে থেকে এবং কিভাবে হলো, মাওলানা বলেন, এ কাজ ষোল থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত চলেছে। সভ্যতার দাবীদার জাতিগুলোর বড় দলগুলো আফ্রিকার বিভিন্ন জনপদে হঠাৎ করে চড়াও করতো। তারপর চালাতো অমানুষিক হত্যাকান্ড। অতঃপর যারা বেঁচে যেতো এবং আত্মসমর্পণ করতো তাদেরকে গরু-ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে সমুদ্র তীরে জমা করতো। সেখানে তাদেরকে আটকে রাখার জন্যে ছোট ছোট খোঁয়ার ঘর তৈরী করে রাখা হতো।

www.pathagar.com

যতোদিন কোনো জাহাজ তাদেরকে নিয়ে যেতে না আসতো, ততোদিন তাদেরকে সেখানে পশুর মতো আবদ্ধ করে রাখা হতো। ক্ষুৎ-পিপাসায় এবং অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনে এসব হতভাগ্য কয়েদীদের বহুসংখ্যক পটল তুলতো। তথাপি তাদের প্রতি উৎপীড়নের কমিকমা হতো না। পথে জাহাজের মধ্যেও তাদের সাথে এ ধরনের পাশবিক আচরণ করা হতো। তাদেরকে সে কালের জাহাজের খোলের মধ্যে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে পুরে রাখা হতো এবং দিনের পর দিন আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। জাহাজের মধ্যেও বিভিন্ন কাজে তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হতো। সকলের হাতে পায়ে বেড়ী পরানো হতো। রুগ্ন হয়ে পড়লে বিশ্রাম অথবা কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। এ ধরনের যুলুম-নির্যাতনের ভেতর জাহাজ বোঝাই করে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ আফ্রিকা থেকে যে হতভাগ্যদেরকে শিকার করে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হতো তাদের বড়জোর একসিকি জীবিতাবস্থায় আমেরিকা পৌছতে পেরেছে। মানবতার সাথে এ ধরনের আচরণ ইতিহাসের কোনো বর্বরতম যুগে এবং তাহজিব-তামদ্দুন থেকে বঞ্চিত কোনো কালে করা হয়নি। এসব তথ্য ও পরিসংখ্যান ঐসব তথাকথিত সভ্য জাতিগুলোর বই-পুস্তকে স্বীকার করা হয়েছে।

অতঃপর মাওলানা আরো বলেন, কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার অবস্থা এই যে, সেখানকার সাদা চামড়ার লোকেরা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের জনসংখ্যা হ্রাস করছে। বহু প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তাতে ভর্তি করাবার ছেলেমেয়ে নেই। পক্ষান্তরে এসব কালা আদমীরা ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে চলেছে। তারা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজী নয়। আজকাল যদিও আমেরিকায় স্বেতাংগরা ইসলাম গ্রহণ করছে, কিন্তু কালোদের মধ্যে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এসব কালো-মুসলমানদেরকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার মধ্যে একটি এই যে, আলীজাহ মুহাম্মদের অনুসারীদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বর্বর হামলা চালানো হচ্ছে। একবার তারা একটি মসজিদে হামলা চালিয়ে নামাযরত লোকদেরকে শহীদ করে দেয়। তারপর থেকে কৃষ্ণ মুসলমানগণ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয় এবং বর্তমানে তারা পুরোপুরি সশস্ত্র ও সজাগ।

মাওলানা তার আমেরিকা ভ্রমণকালীন একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নিউইয়র্কের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সম্মেলনে আমাকে ভাষণ দিতে হয়। সেখানে মাগরিবের সময় হলো। নামাযীগণ কাতারবন্দী হতে লাগলো এবং একদল যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পাহারায়

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে গেল। আমরা নামায পড়ে ফেললাম। যারা নামায পড়লো তাদের মধ্যে একদল যুবক পাহারায় দায়িত্ব নিলে প্রথম দল নামায পড়লো।

আমেরিকার মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনাকালে কথা এসব গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যদিকে চলে গেল। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকালে ভ্রমণকারীদেরকে তাদের ঘড়ির কাঁটা বদলাতে হয়, এমন কি একই দেশের সীমানার মধ্যে ঘড়ির কাঁটা বদলাতে হয় সে প্রসংগও এসে পড়লো। মাওলানা বলেন, আমেরিকায় তিনটি এবং রাশিয়ায় এগারটি টাইম জোন আছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে যখন স্বয়ং দিনেরও পরিবর্তনের কথা উঠলো তখন মাওলানা বলেন, তার জন্যে একটা ডেডলাইন নির্ধারিত আছে এবং তা জাপান এবং আমেরিকার মধ্যবর্তী একস্থানে অবস্থিত।

দিন, ঘন্টা ও আবহাওয়ার আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ ফুলের কথা উঠলো। মাওলানা বলেন, আমাদের দেশে মধুর মধ্যে যে একটা সুঘ্রাণ পাওয়া যায় তা আমেরিকার মধুতে নেই। তার কারণ, সে দেশের ফুলে কোনো সুবাস নেই। অতএব মধুতে সুঘ্রাণ আসবে কোথা থেকে ? প্রায় এমনি অবস্থা ইংল্যান্ডের ফুল ও মধুর।

তারপর অন্য প্রশ্ন শুরু হলো। একটি ছাত্র প্রশ্ন করে ঃ

প্রশ্ন–মাওলানা ! পৃথিবীর আবর্তন করা অথবা স্থির থাকা সম্পর্কে কুরআনে কোনো উল্লেখ আছে কি?

উত্তর–কুরআনে এমন কোনো আলোচনা করা হয়নি। কুরআন এসব আলোচনার জন্যেও অবতীর্ণ হয়নি। কুরআনে বিশ্বপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশের উল্লেখ থাকলেও তা এ দিক দিয়ে যে সকল নিদর্শনাবলী ও বহিঃপ্রকাশ তৌহিদের সাক্ষ্যদান করছে। একথা ঠিক যে, কুরআন মানুষের হেদায়াতের জন্যে নাযিল হয়েছে, পদার্থবিদ্যা ভূগোল শিক্ষা দেয়ার জন্যে নয়। তারপর প্রত্যেক কাল ও যুগের কিছু সর্বজনস্বীকৃত ধারণা থাকে। আপনি চিন্তা করে দেখুন যে, সে সময়ে যদি বলা হতো যে, পৃথিবী অনবরত ঘুরছে বা সূর্যের চারধারে আবর্তন করছে তাহলে সে যুগের লোকেরা একথার ওপরে এবং একই সাথে কুরআনের দাওয়াতের ওপরে ঈমান আনা কতো কঠিন হতো। পক্ষান্তরে যদি বলা হতো যে, পৃথিবী স্থির আছে, তাহলে আজ ইসলামের প্রচারকগণের জন্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের সামনে ইসলাম প্রচার কতোইনা কঠিন হতো।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ব্যাংকে টাকা জমা রাখার ফলে কিছু সুদ প্রাপ্য হলো। এখন সুদ থেকে বাঁচার জন্যে গোটা এ সুদের টাকা খয়রাত করা যায় কি ?

www.pathagar.com

উত্তর–জি হাঁ। এ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু এটা তখনই সঠিক হতে পারে যখন কেউ ভুলবশতঃ এমন একাউন্টে টাকা জমা দেয় যেখানে সুদ পাওয়া যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একাউন্টে এ ধারণায় টাকা জমা দেয়া যে, পরে প্রাপ্য সুদের টাকা খয়রাত করা হবে, তাহলে তা ঠিক ঐ লোকের কাজের মতোই হবে যে কারো পকেট মেরে তা খয়রাত করতে চললো এবং মনে করলো এতে কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন–মাওলানা ! মহিলাদের চুল ছাঁটা সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশ আছে কি না ?

উত্তর–না, এমন নির্দেশ নেই। এখন দেখতে হবে যে, এ প্রচলনটা কোথা থেকে এলো এবং কাদের কাছ থেকে শিক্ষা করা হচ্ছে। তারপর যেসব মহিলাদের দেখাদেখি এ প্রথা অবলম্বন করা হচ্ছে তারা তো চুল ছাঁটা থেকে অগ্রসর হয়ে মাথা মোড়াবার পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাহলে এ কাজও কি করতে হবে ?

দু'টি যুবক মাওলানার নিকটে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁদের একজন বললেন ঃ

মাওলানা ! আমরা একটি দোকানে আপনার কিছু বই দেখতে পেলাম যা ভারত বিভাগের পূর্বে ছাপা হয়। তার মধ্যে রয়েছে 'মাসালায়ে কাওমিয়াত', 'তানকিহাত' এবং অন্যান্য বই। দোকানদারদের কাছে বইগুলো চাইলে তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি বিশ-বাইশ বছর আগে বইগুলো রেখে গেছেন। আমরা বইগুলোর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে চাইলাম, কিন্তু দোকানদার বললেন যে, বইয়ের মালিক অনুমতি না দিলে তিনি কিছুতেই তা বিক্রি করবেন না।

মাওলানা একটু মুচকি হেসে বলেন, এ ব্যাপারে আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি।

যুবক–মাওলানা ! দোকানদারের কথা এই যে, বইগুলো বিশ-বাইশ বছর ধরে তাঁর কাছে আছে। তিনি কি এখনো আমানত রক্ষা করার জন্য বাধ্য ?

মওলানা–আমানত সব সময়েই আমানত।

অন্য যুবক—যদি এসব বইয়ে পোকা ধরতো বা এখন যদি ধরে তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এমন কোনো উপায় কি নেই যে, তিনি আমাদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারেন ?

মাওলানা–যদি এ ব্যাপারে কোনো একটি ঘোষণা দেয়া হতো অথবা এখন দেয়া হয়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর দোকানদারের তা বিক্রি করার ইখতিয়ার হতে পারে।

www.pathagar.com

অন্য একজনের প্রশ্ন– মাওলানা ! এতো হলো বইয়ের ব্যাপার, যা এতোদিন পরও ঠিক আছে। কিন্তু যদি এমন কোনো জিনিস হতো যা অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেতে পারতো, যেমন শাকশব্জি, ফলমূল ইত্যাদি অথবা এমন খাবার জিনিস যা পচে যেতে পারতো, তাহলে কি হতো ?

উত্তর–এমন ধরনের কোনো জিনিস হলে আমানতদারীর তাগিদ এই যে, তা পঁচে নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। এর সঠিক পন্থা এই যে, তা নষ্ট হবার আগেই বিক্রি করে দিতে হবে অথবা তার দাম ধরে নিজে ব্যবহার করবে। পরে প্রকৃত মালিক এসে গেলে সে দাম তাকে দিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন–যদি রাস্তায় কোনো জিনিস যেমন 'টাকা-পয়সা', সোনা-দানা ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে তা উঠিয়ে নেয়া যায় কিনা ? কারণ তার মালিক তালাশ করা সম্ভব নয়।

উত্তর–আপনি তা উঠাবেনইবা কেন ? তা উঠিয়ে নেয়ার পর যদি তা মালিকের নিকট পৌছাইতে না পারেন, তাহলে সঠিক পন্থা এই যে, তাকে ওখানেই পড়ে থাকতে দিন। তাহলে এটা হতে পারে যে, তার মালিক খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌছুতে পারে। কিন্তু উঠিয়ে নেয়ার পর এ সুযোগও তার থাকে না।

প্রশ্ন–মাওলানা! আপনি আপনার বক্তৃতায় বহুবার একথা বলেছেন যে, আল্লাহ চাহেতো পাকিস্তানের জন্য ইসলামী সমাজব্যবস্থা আল্লাহর লিখনে পরিণত হয়েছে। আজ অবস্থার গতিধারা যে দিকে ছুটেছে এবং স্বচক্ষে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এ প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি যে, এখনো কি আপনি সেই মত পোষণ করেন ?

উত্তর–জি হাঁ। আর আমার এ মত পরিবর্তন করারও কোনো কারণ দেখতে পাই না। এখনো যদি কোনো দেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার অবকাশ সবচেয়ে বেশী থাকে তাহলে তা পাকিস্তান। হতে পারে যে, যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরা কাজ করছি তা হয়তো আমাদের জীবদ্দশায় হবে না। কিন্তু তা একদিন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৩০ নভেম্বর-১৯৭৪)

২৩ নভেম্বর এবং ২৬ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাওলানা বাইরে বেরুতে পারেননি। যার ফলে বিকালের আসরও জমেনি। তার কারণ, জ্বর, সর্দি এবং ভীষণ কাসিতে মাওলানা আক্রান্ত হন। এর ফলে তাঁর শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। কোনো কোনো দিন এমনও হয়েছে যে, তিনি যোহর ও আসরের নামায বাইরে পড়তে পারেননি। ৬ ডিসেম্বর শরীর

www.pathagar.com

কিছুটা ভালো হলে সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ আবার মাওলানাকে তাদের মধ্যে দেখতে পান। আল্লাহর শুকরিয়া যে, এখন আর মাওলানার কোনো অসুখ নেই, যার জন্যে দশ দিন যাবত দর্শন প্রার্থীগণ মাওলানার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। হাঁটুর ব্যাথাও এতোটা কমে গেছে যে, এখন তিনি ঠিকমতো নামাযে সেজদা করতে পারেন এবং আত্তাহিয়াতুর জন্য বসতেও পারেন।

আপনি দুনিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, জাপান এশিয়ার এক প্রান্তে এবং নরওয়ে ইউরোপের একেবারে শেষ সীমায়। জাপানকে বলা হয় সূর্যোদয়ের দেশ এবং নরওয়ে মিড নাইট সান (Mid night Sun)। আর এটাই তাদের মধ্যে দু'টি মহাদেশের ব্যবধান তুলে ধরে। কিন্তু এ দুটি দেশে যারা ইসলামের দাওয়াত ও তবলীগের জন্য কাজ করছেন, কিছুদিন যাবত ৫/এ যায়লদার পার্কে তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে। এ দুটি দেশের মুসলমানদের সংগঠনের প্রতিনিধিগণ তাদের আপন আপন স্থান থেকে ৫/এ যায়লদার পার্কের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করছেন। সেখানকার কাজের রিপোর্ট তাঁরা দেন। তাঁদের সমস্যাবলীর কথা বলেন। মুসলমান ও নওমুসলিম কিভাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করবে এ ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণও তাঁরা দেন। মুসলিম বিশ্বের একটা বড় সমস্যা হলো ঈদুল আযহার দিন। এ দু'টি দেশের আবহাওয়ার কারণে ঈদের নতুন চাঁদ দেখা সম্ভব নয়। জাপানীগণ এ পরামর্শ চাচ্ছেন তাঁরা সৌদি আরবের সাথে যোগাযোগ করে ঈদুল আজহার দিন নির্ধারণ করতে পারেন কিনা ? মাওলানা এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ ব্যাপারে তাঁদেরকে ইন্দোনেশিয়ার সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কারণ, সৌদি আরব ও জাপানের মধ্যে শুধু সময়েরই তো ছ'ঘন্টা ব্যবধান। এ দিক দিয়ে এটাই ভালো মনে করা হয়েছে যে, জাপানের মুসলমান এ উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়ার সাথে যোগাযোগ করবে।

একটি যুবকের প্রশ্ন– মাওলানা! কুরআন মজিদে আল্লাহর নেক ও ফরমাবরদার বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কখনো কখনো মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, জান্নাতে তাদের বাসস্থান কতদিনের জন্যে হবে।

উত্তর– জেলখানায় শাস্তির জন্যে মুদ্দৎ নির্ধারিত থাকে। সে মেহমানদারীর মুদ্দৎ কি করে নির্ধারিত হতে পারে যার মেজবান স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা।

আর একটি যুবকের প্রশ্ন ॥ ওলানা! কুরআন মজিদে আমাদের বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আছে। এরপরে জীবনের নিরাপত্তার জন্যে এতো সব কেন ?

www.pathagar.com

উত্তর–মৃত্যুর সময় নির্ধারিত থাকার অর্থ এই নয় যে, আপনি রেল লাইনের ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন এবং মনে করবেন যে, মৃত্যুর সময় যেহেতু নির্ধারিত আছে, অতএব আমি জীবনের জন্যে এতো চিন্তিত হবো কেন ? অথবা বন্যা এলে আপনি নিজের পরিবারের লোকদের প্রাণরক্ষার জন্যে কোনো চিন্তা-ভাবনা করবেন না এজন্যে যে, মৃত্যুর দিন তারিখ তো নির্ধারিত আছেই। মৃত্যুর দিন নির্ধারিত হবার অর্থ যদি এ হতো তাহলে আত্মহত্যা অথবা হত্যা করাকে গোনাহ এবং অপরাধ বলা হতো কি ? নিহত ব্যক্তি তো সে দিনই মৃত্যুবরণ করে যে দিন তার জন্যে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এর বাহানায় কারো আত্মহত্যা অথবা অপরকে হত্যা করার পথ উন্মুক্ত করা যায় না। কথা অবশেষে সীরাতে-পাক প্রসংগে এসে পড়লো।

প্রশ্ন–মাওলানা ! সীরাতের কাজ কতদূর ?

উত্তর–মক্কীস্তর শেষ হতে চলেছে। শুধু হিজরতের বর্ণনা বাকী আছে। আশা করি তাও শীগ্‌গির শেষ হবে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! প্রথম খণ্ডের কেতাবাৎ (শিল্পীর হাতে লেখা) কি শেষ হয়েছে ?

উত্তর–প্রথম খণ্ডতো ছাপার জন্যে প্রেসে পাঠানো হচ্ছে। দ্বিতীয় খণ্ডের কেতাবাতের কাজও ইনশাআল্লাহ শীগ্‌গিরই শেষ হবে।

প্রশ্ন–এ কাজ মোট কয় খণ্ডে সমাপ্ত হবে ?

উত্তর–আনুমানিক চার খণ্ডে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! এ কাজের জন্যে কি অন্যান্য সীরাতের বইয়ের সাহায্য নিচ্ছেন ?

উত্তর–এ কাজে আমার লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত গ্রহণযোগ্য জিনিসগুলো অর্থাৎ হাদীসের বই -পুস্তক এবং সীরাতের ওপরে লেখা মুহাদ্দিসগণের বই–পুস্তক।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমাদের পরিবেশ এতোটা উচ্ছৃংখল হয়ে পড়েছে যে, বাপ-মা তাদের সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে কোনো ফলপ্রসূ পন্থা অবলম্বন করতে পারছে না। এর কি উপায় হতে পারে ?

উত্তর–বাপ-মা তাদের সন্তানের তরবিয়াতের জন্যে সবচেয়ে ফলপ্রসূ কাজ তাদের নিজেদের দৃষ্টান্তের দ্বারা করতে পারে। আপনারা আপনাদের সন্তানের জন্যে স্বয়ং আদর্শ হয়ে পড়ুন। বাস্তব সাক্ষ্যের বিকল্প অন্যকিছু নেই। সন্তানের জন্যে পিতাই তার আইডিয়াল বা আদর্শ। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, চারিত্রিক অধঃপতন হলেও আদর্শ পিতার জীবন ও আচার-আচরণ লক্ষ্য করে কোনো না কোনো এক সময়ে সন্তানগণ নিজেদেরকে সামলিয়ে নিয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সাল

মুহতারাম মাওলানার স্বাস্থ্য এবং বুকের পীড়া সম্পর্কে যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি[১] প্রকাশিত হয়, তারপর থেকে নিকট এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত দর্শনপ্রার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ডাক্তারের পক্ষ থেকে যে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ ঠিক মতো মেনে চলছেন। সম্মানিত ব্যক্তিগণ এবং সুধীগণও আছর থেকে মাগরিবের মধ্যেই সাক্ষাতের জন্যে আসছেন এবং এতে করে মাওলানার বিশ্রামলাভের কোনোই ব্যাঘাত হচ্ছে না। মাওলানার জন্যে কিছুটা কষ্টকর হলেও বিকালের আসর আবার জমজমাট হয়েছে।

মাওলানা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, ডাক্তার ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন যে, এ ব্যাথা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত, Organic (দেহ-যন্ত্র সম্পর্কিত) নয়।

মাওলানা আর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বুকের ব্যথা প্রায় বিশ মিনিট ছিল এবং তার জন্য দুর্বলতা বেড়ে যায়।

এ ধরনের ব্যথা যখনই মাওলানার হয়েছে, তখন তাঁর শরীর ও স্নায়ু মণ্ডলীর ওপর খুব চাপ পড়েছে। চুয়াত্তরের এপ্রিলের লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাবার সময় বিমানের মধ্যে এ ধরনের ব্যথা শুরু হয় এবং এক ঘন্টা স্থায়ী থাকে। অবশেষে বিমানেই অক্সিজেন প্রয়োগে ব্যাথা কম হয়। বাহাত্তরে যখন প্রথম এ রোগের আক্রমণ হয়, তখন অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, ডাক্তার শুধু সাক্ষাতই বন্ধ করে দেননি, বরং মাওলানার জন্যে লেখাপড়া করা এবং সংবাদপত্র পাঠ করা পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। ১৮ ফেব্রুয়ারী দিনগত রাতে এ ব্যাথা শুরু হয় এবং প্রায় আড়াই ঘন্টাকাল স্থায়ী থাকে।

ওপরে জাপান এবং নরওয়ের প্রসংগে বলা হয়েছিল যে, তাঁরা টেলিফোনে যোগাযোগ করে মাওলানার প্রয়োজনীয় হেদায়াত নিয়েছেন। এবার নরওয়ে থেকে ৫/এ যায়লদার পার্কে এলেন জনৈক পাকিস্তানী, যিনি নরওয়েতেই বাস করেন। নরওয়ে দুনিয়ার এমন এক প্রান্তে অবস্থিত। যেখানে দনরাতের সময়ের মধ্যে ভয়ানক কম বেশী হয়ে থাকে। শীতকালে দিন মাত্র

১. পঁচাত্তরের ২ জানুয়ারী রাতে মাওলানা বুকের ব্যথায় ভুগতে থাকেন। ব্যথা তেমন বেশী না হলেও ডাক্তার সকল সাক্ষাতকার বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দেন। কারণ, এর ফলে মস্তিষ্কের ওপর চাপ পড়তে পারে। ইসিজি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাঃ মুহাম্মদ আলমগীর খান বলেন, হৃৎপিণ্ডে কোনো প্রকার ক্ষতের জন্য এ ব্যাথা নয়। সে জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্যে ডাক্তার মাওলানার যাবতীয় সাক্ষাতকার ও কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু আছর থেকে মাগরিবের সময়টুকুতে সাক্ষাত চলতে পারে।

www.pathagar.com

সাত ঘন্টার হয় এবং গরমের সময়ে দু-তিন সপ্তাহ এমনও যায় যখন রাত মাত্র সাড়ে চার ঘন্টার হয়। সময়ের এ চড়াই উৎরাই নামাজের সময় সম্পর্কে খুবই জটিলতা সৃষ্টি করে। নরওয়ে থেকে আগত যুবকটির আলোচনা প্রধানত এ বিষয়েই ছিল। আর একটি মজার কথা শুনা গেল, তাহলো এই যে, সূর্যাস্তের পরও আলো অবশিষ্ট থাকে। এমনকি মধ্যরাত পর্যন্ত অন্য কোনো আলো ব্যতিরেকেই পড়াশুনা পর্যন্ত করা যায়। এ অবস্থায় এটা ঠিক করা মুস্কিল যে, কোন্ সময়টা মাগরিবের সময় বলা যাবে এবং কোন্টা এশার সময়। তারপর ফজরের সময়ই বা কি করে ঠিক করা যাবে ?

মাওলানা বলেন, নরওয়ের মিড-নাইট সান (Mid night Sun) তো দুনিয়ার মশহুর। এখানে সূর্যাস্তের পরও আলো অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওখানে সময় নির্ধারণ আলোর কমবেশীর ওপরে না করে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে করতে হবে। ওখানে নিয়মিত সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় ঘোষণা করা হয়। এর ভিত্তিতে মাগরিব এবং ফজরের সময় নির্ধারণ করা যায়।

নরওয়েতে অবস্থানকারী মুসলমানদের অযু এবং পবিত্রতা (তাহারাৎ) সম্পর্কেও অসুবিধার কথা বলা হয়। মাওলানা বলেন, আমল করার সদুদ্দেশ্য থাকলে মানুষ কোনো না কোনো পথ বের করতে পারে। মাওলানা এ প্রসংগে ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য অংশের মুসলমানদের উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা বিচক্ষণতার সাথে এসব সমস্যার সমাধান করে নিয়েছেন। আসল প্রশ্ন হলো দৃঢ় সংকল্পের। সুযোগ সুবিধা তালাশের আগে দেখতে হবে যে, দ্বীনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনুযায়ী কাজ কিভাবে করা যায়।

প্রশ্ন–মাওলানা ! একজন আর একজনের প্রতি খুব অবিচার করছে। তার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। তাকে সব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর পরেও যখন এ জালেম মৃত্যুবরণ করছে তখন মজলুম ব্যক্তি তার জানাজায় শরীক হচ্ছে, তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করছে। এটা কি ঠিক ? এভাবে কি জালেমের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে ?

উত্তর–তার গোনাহ মাফ হোক বা না হোক, মজলুম ব্যক্তি তার আচরণের প্রতিদান নিশ্চয়ই পাবে। তার কারণ এই যে, সে এতোটা ক্ষমাশীলতার আচরণ প্রদর্শন করেছে।

প্রশ্ন–মাওলনা! আমি যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য আমার হক ছেড়ে দেই, তাহলে কি তাকে মাফ করে দেয়া হবে ?

উত্তর–কেউ যদি আপনার কাছে কর্জ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও অপারগ হয় এবং এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে

www.pathagar.com

আপনি তার কর্জ মাফ করে দিলে আল্লাহও তাকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু অবস্থা যদি এই হয় যে, তার পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে পরিশোধ না করে খুশী থাকে, তাহলে আপনি তাকে মাফ করে দিন বা না দিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সে তার এ ধরনের আচরণ, অবিচার ও বিশ্বাসভংগের শাস্তি পাবে।

অপর একজনের প্রশ্ন- মাওলানা ! আমাদের গ্রামে একজন বলেন যে, আযাব ও শাস্তি এসব শুধু ভয় দেখানোর জন্য। আসলে আল্লাহ সবাইকেই মাফ করে দেবেন। তা সে যেমন ধরনের পাপই হোক না কেন।

মাওলানা মৃদু হেসে বলেন- বোধ হয় সে একথাই বলতে চায় যে, আল্লাহ শুধু জান্নাতই বানিয়েছেন, আর জাহান্নামের কোনো অস্তিত্বই নেই।

প্রশ্ন-মাওলানা ! ঘুমের বড়ি কি মাদক দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে না ?

উত্তর-মাদক দ্রব্য তাকেই বলে যার দ্বারা মানুষের ইচ্ছা শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভালো-মন্দের তারতম্য দূর হয়ে যায়। তারপর সে কিছুই বুঝতে পারে না, সে কি করছে এবং কি বলছে। এ দিক দিয়ে ঘুমের বড়ি মাদক দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে না।

প্রশ্ন-যদি ঘুমের ঔষধ খাবার জন্য সে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ?

উত্তর-শুধু অভ্যাস মাদকতার নাম নয়। এ রকম অভ্যাসের দ্বারা ভালো-মন্দ তারতম্য করার অনুভূতিও শেষ হয়ে যায় না।

(৩১ ডিসেম্বর-১৯৭৪ ও ৮ জানুয়ারী-১৯৭৫)

প্রশ্ন-মাওলানা ! আমি করাচী থেকে এসেছি। আমরা এক সমস্যায় পড়েছি। এ ব্যাপারে একজন আপনার সাথে দেখা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আমাদের পিতা ছিলেন কাদিয়ানী। বিশ বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি এবং আমার ভাই কাদিয়ানী মতবাদ থেকে তওবা করেছি। সমস্যা এই যে, আমরা আব্বার কবরে যাই এবং তাঁর জন্য দোয়া করি। এখন জানতে চাই যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো দোষ নেই তো ?

উত্তর-আপনারা আপনাদের পিতার কবরে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর জন্য দোয়া করতে পারেন না। প্রশ্নকারী মাথানত করলেন। মাওলানা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি আপনাকে বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য একটা কথা বলতে চাই। এর থেকে বিষয়টির ধরন আপনি বুঝতে পারবেন। মনে করুন আপনার পিতা জীবিত। তাঁর জীবদ্দশায় আপনি

www.pathagar.com

কাদিয়ানিয়াত থেকে তওবা করেছেন এবং তারপর আপনার মৃত্যু হয়েছে এমতাবস্থায় পিতা আপনার জানাযায় শরীকও হতেন না এবং জানাযার নামাজও পড়তেন না। বলুন ঠিক কিনা ?

যুবকটি একথা শুনে তার সত্যতা স্বীকার করে মাথা নাড়লেন। এতে স্পষ্ট মনে হলো যে, বিষয়টি তার বোধগম্য হয়েছে।

ইতিহাসের জনৈক ছাত্রের প্রশ্ন–মাওলানা ! ইতিহাস আমাদের কিভাবে পড়া উচিত ? কোন্ পর্যায়ে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসের ইতিহাস শেষ হচ্ছে এবং শুধু মুসলমানদের ইতিহাস রয়ে যাচ্ছে ?

উত্তর–প্রত্যেক যুগেই ইসলামের ইতিহাস রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অবশ্যি বিভিন্ন যুগের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। এর থেকে একথা বলা যায় না যে, ইসলামের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। প্রথম যুগের ইতিহাস পূর্ণাংগ ইসলামের ইতিহাস। সে সময়ে শাসনতন্ত্র ছিল ইসলামের, আইন ছিল ইসলামের এবং নেতৃত্ব ছিল ইসলামের। পরবর্তীকালে ইসলামী নেতৃত্ব রইলো না, শাসনতন্ত্রের ধরনও বদলে গেল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আইন ইসলামেরই রয়ে গেল। নেতৃত্বের ব্যাপারেও এ গৌরব একমাত্র ইসলামেরই যে, বাদশাহীর (রাজতন্ত্র) যুগে বিভিন্ন সময়ে যতো আল্লাহভীরু ও সত্যের অনুসারী শাসক দেখতে পাওয়া যায় ততো অন্য কোথাও দেখা যায় না। পরবর্তী যুগে ইসলাম এরূপ নিয়ে বিদ্যমান ছিল যে, মুসলিম জাতি তাদের দ্বীন সম্পর্কিত হেদায়াতের জন্য বাদশাহদের দিকে ফিরে তাকায়নি। বরং ঐ সকল আয়েমমায়ে কেরাম (র.)-এর দিকে ধাবিত হয়েছে যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির কোপানল ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে ঐ সব বিষয়ই পেশ করেছেন যা তাঁরা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং তা-ই সর্বসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

ইতিহাস অধ্যয়ন কিভাবে করা যায় এ প্রসংগ চলাকালে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নিযুক্ত সিনেট সদস্য মাওলানা ফজলে মা'বুদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৪০ সালে আবদুল্লাহ বাট প্রণীত টিপু সুলতান গ্রন্থে মুহতারাম মাওলানার লিখিত ভূমিকায় এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে।

অন্য একজনের প্রশ্ন– মাওলানা! জামায়াতে ইসলামীতে মুত্তাফিকদের (বাংলাদেশে সহযোগী সদস্য) ভোটের অধিকার নেই কেন ?

উত্তর–আপনি অধিকারের কথা বলেছেন। আমরা তো তাদেরকে

www.pathagar.com

রুকনিয়াতের অধিকার দিতে চাই এবং বলি আসুন জামায়াতের রুকন (সদস্য) হয়ে জামায়াতের যাবতীয় ব্যাপারে অন্যান্য রুকনদের ন্যায় অংশগ্রহণ করুন। জামায়াতে যে সিদ্ধান্ত হয়, তার দায়িত্ব জামায়াতের রুকনগণ বহন করেন। রুকন না হয়ে শুধু ভোটের অধিকার চাওয়ার অর্থ এই যে, তাদেরকে শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হোক। কিন্তু সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ না করে অন্যের ওপরে করা হোক।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমি দশ বছর আগে একজনের নিকট থেকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ নিয়েছিলাম। এখন তা পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু ইত্যবসরে টাকার মূল্যের মধ্যে বহু পার্থক্য এসে গেছে। যেহেতু টাকার মূল্য কমে গেছে, সেজন্য তাকে কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে চাই। আমি কি তা করতে পারি ?

উত্তর–যদি সময়ের মধ্যে টাকার মূল্য বেড়ে যেতো তাহলে কি আপনি তাকে কম টাকা দিতেন ?

প্রশ্নকর্তা বলেন, জি না, তাঁকে সম্পূর্ণ টাকাই দিতাম।

মাওলানা–এখনও আপনি সে পরিমাণ টাকাই পরিশোধ করুন, যে পরিমাণ তাঁর কাছ থেকে কর্জ নিয়েছেন। টাকার মূল্যমান ওঠা-নামার প্রশ্ন তুলে সুদের সীমার মধ্যে এসে পড়বেন না। এর থেকে দূরে থাকুন।

একটি যুবকের প্রশ্ন ঃ মাওলানা ! কোনো ব্যক্তি যদি ফেকাহর চার মাযহাবের মধ্যে নিজের সুবিধা মতো কোনো দফা বেছে নেয় এবং সেভাবে আমল করে তাহলে তা কি করা যায় ?

উত্তর–যদি কোনো ব্যক্তি এতটা যোগ্যতা রাখে যে, কোনো এক ফেকাহর রায় গ্রহণ করার সময় অন্যান্য ফেকাহর কোনো কোনো বিষয়কে অধিকতর মজবুত যুক্তির ভিত্তিতে উৎকৃষ্টতর মনে করে তার ওপর আমল করে তাহলে তা করা যায়। কিন্তু তা ছাড়া শুধু সুবিধা ভোগ করার অর্থ এই যে, সে শরীয়তের অনুসরণ করছে না, করছে সুযোগ সুবিধার অনুসরণ।

কিছু দিন পূর্বে মাওলানা বুকের ব্যথায় ভুগছিলেন। এর উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। তার অল্প কিছুদিন পরেই মাওলানাকে আর এক নতুন কষ্ট ভোগ করতে হয়। ৮ জানুয়ারী থেকে হঠাৎ ভয়ানক মাথা ব্যাথা শুরু হয়। তার জন্যে ১০ জানুয়ারী বেরুতে পারেননি। এ ছিল জুমার দিন। মাওলানা অতিকষ্টে জুমার নামাজ আদায় করেন।১১ জানুয়ারী মাথা ব্যথা কম হয়। ১২ জানুয়ারী মাওলানা বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মাথা ব্যথা একদম সেরে গেছে।

(২৪ শে জানুয়ারী–১৯৭৫)

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মাওলানা ! দ্বীনি মাদরাসাগুলোকে জাতীয়করণ করার যে কথা শুনা যাচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উত্তর–শিক্ষাকে এভাবে জাতীয়করণ করার অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, জাতির মস্তিষ্কের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা হবে। দ্বীনি মাদ্রাসার ব্যাপারে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ তার ধ্বংসেরই কারণ হবে।

অন্য একজন বলেন–কিন্তু আমাদের দ্বীনি মাদরাসাগুলো কি দলীয় মতভেদ ছড়াচ্ছে না ?

উত্তর–কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু সেখানে তো কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাই দেয়া হয়। এমন লোক তৈরী করা হচ্ছে যারা সমাজকে দ্বীনের ওপর আমল করারও সহায়ক হবে।

নাইজেরিয়া থেকে আগত এক ব্যক্তি সেখানকার কতিপয় সমস্যার উল্লেখ করেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী এবং অন্যান্য মুসলমানগণ কিভাবে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার-প্রসার বন্ধ করে দিয়েছে, তারও তিনি বর্ণনা দেন। তিনি আরো বলেন যে, মাওলানার 'খতমে নবুওয়াত' বইখানির শুধু ইংরেজী অনুবাদই নয়, বরং স্থানীয় হাউসা ভাষায় এর অনুবাদও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তিনি তাফহীমুল কুরআন সম্পর্কে মাওলানাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তার ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা ?

মাওলানা–এ যাবত ইংরেজীতে তাফহীমুল কুরআনের দু'খণ্ডের অনুবাদ হয়েছে। এ দু'খণ্ড ইংরেজীতে পাঁচ খণ্ড হয়েছে। কারণ উর্দূর তুলনায় ইংরেজী অনুবাদের খণ্ডগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

একটি যুবকের প্রশ্ন-মাওলানা ! একথা কি ঠিক যে, হিপ্পিরা রূহানিয়াত অথবা সত্যের সন্ধানে হিপ্পি হচ্ছে ?

উত্তর-এ ধরনের মানসিকতা শুধু 'পালিয়ে বাঁচতে চায়'। রূহানিয়াত অথবা সত্যের সন্ধানের সাথে তাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। ভাং, চরস অথবা এল. এস. ডি প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের দ্বারা কি সত্যানুসন্ধানের গন্তব্যস্থানে পৌঁছা সম্ভব ?

প্রশ্ন–মাওলানা ! একজন তার মৃত আত্মীয়কে স্বপ্নে দেখছে যে, সে তার কাছে কিছু কাপড়-চোপড় চাচ্ছে। তারপর সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর কিছু কাপড়-চোপড় গরীব-মিসকীনকে বিলিয়ে দিয়েছে। এতে কোনো দোষ নেই তো ?

উত্তর–কোনোই দোষ নেই। অবশ্যই প্রতিটি স্বপ্নই যে সত্য হবে এমন কোনো

www.pathagar.com

কথা নয়। তবে মানুষের ওপরে এ ধরনের স্বপ্নে বড়ো প্রতিক্রিয়া হয়। অতএব কেউ যদি এমন করে তো কোনো দোষ নেই।

একটি যুবকের প্রশ্ন– মাওলানা ! ইসলামী রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অনুমতি হবে কি ?

উত্তর–অনুমতি অবশ্যই হবে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তব ক্ষেত্রে এমন এক রাষ্ট্র হয় যে, দাবি করার আগেই সকলের প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং তা পূরণ করে। এমন রাষ্ট্রের সাথে দাবি-দাওয়ার টানা-হেচড়া আসতেই পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর বান্দাদেরকে প্রজা মনে করে না। বরং আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতিসহ কাজ করে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! একজন পাকিস্তানী কাজের জন্যে লন্ডন যায়। সেখানে ইসলামী আন্দোলনের সাথে পরিচিত হয়, বই পুস্তক পড়াশুনা করে এবং অনুভব করে যে, তাকে ইসলামী আন্দোলনের একজন সৈনিক হতে হবে। এখন প্রশ্ন এই যে, সে কি ওখানে কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে এসে আন্দোলনের কাজ করবে ?

উত্তর– এটা জরুরী নয়। ইংল্যান্ডের লোকদের কাছেও তো সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। মুসলমান যেখানেই থাকুক না কেন, দ্বীনের কাজ করতে পারে। মুসলমানের ফ্রন্ট তো সর্বত্রই।

প্রশ্ন–মাওলানা! হাদীস আলোচনা করলে জানা যায় যে, কোনো কোনো অতি ক্ষুদ্র কাজের জন্য এতো বড়ো সওয়াব পাওয়া যায় যে, কাজের তুলনায় তা খুব বেশী মনে হয়।

উত্তর–আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর ঐ সব বান্দাহদের কোনো কাজই ছোট নয়, যারা সকল ফরজ কাজ আদায় করেন এবং যাদের জীবন হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদের অনুভূতির বাস্তব সাক্ষ্যদান করে, এ ধরনের হাদীস তাঁদেরই জন্যে প্রযোজ্য এবং সওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদ তাঁদেরই জন্যে। এসব হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে উৎসর্গীকৃত বান্দাহর কোনো নেকীই নষ্ট হয় না । তা সে দেখতে যতোই তুচ্ছ মনে হোক না কেন। আপনি পথের ওপর বিক্ষিপ্ত কাঁটা এক পাশে সরিয়ে রাখছেন, ছড়ানো ইট পাথর জড়ো করে এক ধারে রাখছেন, কাঁচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে পথ থেকে সরিয়ে রাখছেন যাতে করে পথিক কষ্ট না পায়। এসব কাজ দেখতে খুবই নগণ্য। কিন্তু

www.pathagar.com

এগুলোও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়, তাহলে আল্লাহর নিকটে তার জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে।

প্রশ্ন– মাওলানা! সীরাতের কাজ কতদূর হলো ?

উত্তর–হিজরতের বর্ণনাসহ মক্কীস্তর শেষ হয়েছে। আজকাল মদীনাস্তর লেখার মাল-মশলা জমা করছি। তারপর লেখা শুরু করব। বেশী সময় তো লাগে মাল-মশলা বা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জোগাড় করতে। লিখতে সময় বেশী লাগে না।

প্রশ্ন–মুহতারাম মাওলানা! সীরাত লেখা ছাড়া অন্য কোনো কিছু লেখার কাজ করছেন কি ?

উত্তর–এ বড়োই মেহনতের কাজ। আমি আমার রাত-দিন এ কাজেই নিয়োজিত রেখেছি। সীরাত পাক অধ্যয়ন করতে গেলে মনে হয় যেন এ এক বিশাল সমুদ্র। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি এ কাজ শেষ করার তাওফিক দিন।

প্রশ্ন–মাওলানা! সীরাতের এ গ্রন্থের নাম কি হবে ?

উত্তর–সীরাতে সরওয়ারে আলম। (১৭ ফেব্রুয়ারী–১৯৭৫)

অমুসলিমদেরকে দেখা যায় যে, তারা ইসলামের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ। তাদের অনেক দল সুসংগঠিতভাবে কাজ করছে। আমরা মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ নই কেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করি না কেন ? বাতিল এতোটা সংগঠিত কেন এবং আমরা নই কেন ?

ওপরর প্রশ্নগুলো এমন এক ব্যক্তির যিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের আলোকে প্রশ্নগুলো করেন। এর থেকে বহু প্রশ্নের অবতারণা হতে থাকে। শেষটায় প্রশ্ন করা হয় ঃ

মাওলানা ! আমরা মুসলমান এতো পরাভূত-পদানত কেন এবং বাতিলের সর্বত্র জয়জয়কারই বা কেন ?

উত্তর–আমরা তো হকের দাবি করে থাকি। কিন্তু তার অনুসরণ করি কি ? এ একটি প্রশ্ন উপলব্ধি করলেই এ ধরনের প্রত্যেকটি প্রশ্নই উপলব্ধি করতে পারবেন।

একটি যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা ! সোয়াতে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল সে সম্পর্কে নানান কথা বলাবলি হচ্ছে। লোকে বলছে যে, সোয়াতের লোক বড়ো সাদাসিদে এবং নামায-রোজায় বড়ো পাবন্দ। শহরে

www.pathagar.com

যেসব অনাচার-পাপাচার চলে তার থেকে তারা বহু উর্ধ্বে। সোয়াতের যে অঞ্চলে ভূমিকম্প হলো সেখানকার লোকেরাও বড়ো ধর্মভীরু। তাহলে এ ধরনের বিপদ তাদের ওপর এলো কেন ?

উত্তর–জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর যে বিপদ মুছিবত আসে তা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। প্রকাশ্যতো বিপদ একই হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আচরণ তাঁর অবাধ্য বান্দাহদের প্রতি ঐরূপ হয় না যেমন হয়ে থাকে তাঁর অনুগত বান্দাহদের প্রতি।

****

এ সপ্তাহের আলাপ আলোচনার সময় বর্তমান পরিস্থিতির ওপর যেসব কথা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাকিস্তানের অস্ত্র খরিদ এবং ইন্দিরা-আবদুল্লাহ্-র সমঝোতার প্রশ্ন। পাকিস্তানের অস্ত্র খরিদের ব্যাপারে ভারতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যখন কথা উঠলো তখন মাওলানা বলেন ঃ

এমন একটি দেশ যে বহির্বিশ্ব থেকে প্রচুর আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করছে এবং তাদের আপন দেশেও অস্ত্র নির্মাণের ত্রিশটি কারখানা আছে। এ দেশটি যখন দেখে যে, পাকিস্তান অল্পকিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে, তখন সে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তোলে ; তার এ ধরনের স্পর্ধার জন্যে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

ইন্দিরা-আবদুল্লাহ সমঝোতা সম্পর্কে মাওলানা বলেন, বর্তমান পদক্ষেপ গ্রহণ করে শেখ আবদুল্লাহ তাঁর রাজনৈতিক জীবন খতম করছেন। রাজনৈতিক জীবনে এ ধরনের ভুলের বোঝা বহন করতে পারে না।

প্রশ্ন–মাওলানা ! জমির খাজনার সাথে ওশরও কি দিতে হবে ?

উত্তর–জি হাঁ। ট্যাক্স দেয়ার পর যেমন যাকাতের হুকুম খতম হয়ে যায় না, তেমনি জমির খাজনা দেয়াতে ওশরের দায়িত্ব মিটে যায় না।

একটুখানি থেমে মাওলানা বলেন, আমার মনে হয় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জমির খাজনা বন্ধ হয়ে যাবে। এর থেকে যে আয় হয় তা খুবই কম এবং শাসন পরিচালনার কাজে রাজস্বের আয় থেকে অতি অল্প অর্থই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন–মাওলানা ! যাকাত এবং ওশর কি একই ধরনের ?

উত্তর–যাকাত ও ওশরের ভিত্তি একই। বান্দাহর সম্পদে আল্লাহর যেমন

www.pathagar.com

হক আছে। তেমনি তাঁর জমিতেও আল্লাহর হক আছে। তারপর যাকাত যেমন গরীবের জন্য, ওশরও তেমন গরীবের জন্য।

সীমান্ত প্রদেশ থেকে আগত একজন প্রশ্ন করেন– মাওলানা ! একজন যদি নীরবে ইবাদাত-বন্দেগী করে এবং দুনিয়ার কাজের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহলে সে কি ভালো কাজ করলো না মন্দ কাজ ?

উত্তর–আপনার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই যে, আপনি সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্জনে বসে যাবেন এবং দুনিয়াকে যালেম পাপাচারীদের জন্য ছেড়ে দেবেন, যেন তারা যেখানে যা খুশী তাই করে বেড়াবে আর আপনি নীরবে বসে থাকবেন। আল্লাহ তায়ালার যদি শুধু ইবাদাতের প্রয়োজন হতো তাহলে তার জন্য তো ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিল।

প্রশ্ন–মাওলানা! যদি কোনো অমুসলিম হিন্দু কিংবা খৃস্টান মসজিদ নির্মাণের জন্য কিছু অর্থ দান করে, তাহলে কি তা নেয়া যেতে পারে ?

উত্তর–জি হাঁ : এতে কোনো দোষ নেই। শুধু দেখতে হবে যে, সে এভাবে কোনো স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় কিনা।

প্রশ্ন–কিন্তু–এ ধরনের অর্থ নেয়াটা কেমন যেন আজীব মনে হচ্ছে।

উত্তর– যদি কোনো অমুসলিম মসজিদ নির্মাণের জন্য কিছু দিতে চায় এবং এর থেকে সে কোনো সুবিধা ভোগ করবে বলে মনে না হয়, তাহলে তার অর্থ এই যে, তার মনে ইসলামের জন্য কিছু প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় আপনার তো এমন হওয়া উচিত যে, যে যতটুকু অগ্রসর হতে চায় তাকে ততোটুকু হতে দিন। পেছনে হটতে দেবেন না। আল্লাহ চাইলে তার ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতে পারে। এর দৃষ্টান্তও আছে।

(২০ ফেব্রুয়ারী–১৯৭৫)

****

বসন্তের গুঞ্জরন শেষে গ্রীষ্মের পদধ্বনী শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এখনো বাগিচায় রঙিন গুলের মিষ্টি হাসি শেষ হয়নি। ৫/এ যায়লদার পার্কের গাড়ী বারান্দার দু'পাশে এবং সামনে ঘাসের মখমল বিছানো। আঙিনার ধার দিয়ে যেন এখনো স্তরে স্তরে সাজানো ফুলের দোকান। রঙিন গালে মৃদু হাওয়ার আঘাত পেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে ফুলগুলো একে অপরের সাথে ঢলাঢলি করছে। এমনি এক সময়ে ৫/এ যায়লদার পার্কের আসর জমে উঠছে।

www.pathagar.com

হয়ত অনেকের জানা নেই যে, ৫/এ যায়লদার পার্কের প্রতিটি গাছ ও পত্র-পল্লবের বিশেষভাবে খোঁজ-খবর নেন মাওলানা মুহতারাম নিজে। শুধু তাই নয়, গাড়ীগুলো কোথায় কিভাবে পার্কিং করা হবে, সাইকেল, স্কুটার কোথায় থাকবে সবকিছুর মধ্যে একটা শালীনতা, সৌন্দর্য ও রুচিবোধের ছাপ সুস্পষ্ট।

এ সবকিছুই হয় মাওলানার নির্দেশে। বাগানের কোথাও যদি কখনো শ্যামলতা হ্রাস পায়, মাওলানার নির্দেশে তার বিকল্প ব্যবস্থা সাথে সাথেই করা হয়। কখনো কোনো গাছের ফলে পোকা লাগলে তা কেটে দেয়া হয়। একবার আছর নামাযের সময় মাওলানা এমনি এক গাছ কাটা দেখে রসিকতা করে বলেন, গাছের ফলে পোকা লেগেছিল, কিন্তু তার ছায়ায় তো পোকা লাগেনি।

এতে করে সকলেই উপলব্ধি করে যে, ছায়াদানকারী গাছের শুধু ফলই নয় তার ছায়াও বড় মূল্যবান জিনিস।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ইসলামকে যদি রাষ্ট্রের সরকারী ধর্ম বলে ঘোষণা করা হয় তারপর সেখানে অন্যান্য ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তা কি স্ব-বিরোধিতা হবে না ?

উত্তর–স্ব-বিরোধিতা যে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন–কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্ম প্রচারের অধিকার যদি না থাকে তাহলে অন্যান্য রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারের অনুমতি পাওয়া যাবে কি করে ?

উত্তর–আমরা ইসলাম প্রচারের জন্য কারো কাছে অনুমতি চাইবো না। হকের প্রচার কোনো বিনিময়ের (Exchange) কাজ নয় যে, তুমি আমাকে হকের প্রচার করতে দাও, তাহলে তোমাকে বাতিল প্রচারের সুযোগ দেয়া হবে।

প্রশ্ন–কিন্তু কিসের ভিত্তিতে আমরা অস্বীকৃতি জানাব ?

উত্তর–তার ভিত্তি আমাদের এই ঈমান যে, একমাত্র ইসলামই হক এবং অন্যান্য সবকিছুই বাতিল। ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের ঈমানের পর ইসলামের বিপরীত মতবাদ প্রচারের অনুমতি কিভাবে দিতে পারি ?

প্রশ্ন–কিন্তু মুহতারাম মাওলানা ! এটা সুবিচারমূলক বলে মনে হয় না যে, আমরা ইসলাম প্রচার করব এবং তাদের ধর্মীয় প্রচার নিষিদ্ধ করে দেব।

www.pathagar.com

উত্তর–সুবিচার তো এই যে, দুনিয়ায় শুধু হকের প্রচার ও প্রসার হোক এবং বাতিল প্রসার লাভ করতে দেয়া না হোক। বলুন দেখি, বাতিলের প্রচার ও প্রসার কি ন্যায়ের কষ্টিপাথরে সঠিক হবে ?

প্রশ্ন–জনাব, বলা হয়ে থাকে যে, উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর কোনো আযাব নাজিল হবে না—এর অর্থ কি ? মুসলমানদের ওপর তো কত রকমের বিপদ-আপদ প্রতিনিয়ত এসে পড়ছেই।

উত্তর–এর অর্থ এই যে, এ উম্মতের ওপর এমন কোনো আযাব আসবে না যার ফলে তারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

একটি যুবকের প্রশ্ন– মাওলানা! কিছু লোক যখন আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করা শুরু করে তখন আমাদের তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

উত্তর–তাদের কথায় আমি যেমন ধৈর্য ধারণ করি, আপনারাও তেমনি করুন। আসলে কিছুলোক অবিরাম আমার নেকী বাড়াবার কাজে লেগে আছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের বিরুদ্ধে আমার অথবা আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকার তো কথা নয়।

(১৭ মার্চ–১৯৭৫)

****

৫/এ যায়লদার পার্কে প্রতিদিন কতই না আজব ধরনের ঘটনা চোখে পড়ে। তা কতই না প্রেরণাদায়ক এবং কতই না হৃদয়গ্রাহী। এক একটি ঘটনা তার আপন আপন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ এবং তা নীরবে স্মৃতির ডোরে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

একদিনের ঘটনা। এক ভদ্রলোক দু'বগলের নীচে দুটি কাঠের লাঠির ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। হয়তো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসছেন। মাওলানা বিকালের আসরে বসে আছেন। ভদ্রলোক তাঁর লাঠি দুটো মাটিতে রেখে অন্যান্যের মাঝে বসে পড়ছেন। তারপর অপলক নেত্রে চেয়ে রয়েছেন মাওলানার দিকে। তাঁর চোখে মুখে কোনো জিজ্ঞাসার আভাস পাওয়া যায় না। শুধু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে মাওলানার ওপর। এমনি খানিকক্ষণ বসে থাকার পর তাঁর লাঠি দুটো হাতে তুলে নিচ্ছেন, তাতে ভর দিয়ে সালাম করে ধীরে ধীরে আসর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পেছনে ফিরে দু'একবার মাওলানাকে দেখে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যান অজানা অচেনা লোকটি।

আর একদিনের ঘটনা। এক অন্ধ তাঁর সাথীর সাহায্যে দরবারে আসছেন। সাথী তাঁকে মাওলানার নিকটে বসিয়ে দিচ্ছেন। সালাম ও

www.pathagar.com

মুসাফার পর তিনি মাওলানাকে বলছেন, মাওলানা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমার বহুদিনের আশা আজ পূর্ণ হলো।

দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত লোকটির আবেগময় উক্তির ওপর শ্রোতাদের অন্তরের ওপর দিয়েও আবেগ অনুভূতির দমকা হাওয়া বয়ে গেল।

একটি অল্প বয়স্ক ছাত্র অতি সহজ-সরল মনে প্রশ্ন করলো—মাওলানা ! পকেট খরচের ওপরও কি যাকাত দিতে হবে ?

প্রশ্নের ধরনটা সকলের মুখে মৃদু হাসির সঞ্চার করলো। তার সাথে সাথে সকলের এ সত্যটা উপলব্ধি করলো যে, মাওলানার সাহিত্য কোন্ ধরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে চলেছে। কচি তরুণরাও জানতে চায় প্রতিটি পয়সা ব্যয় করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি ?

বাইরে একটা অটো রিকসা (বেবীট্যাক্সী) এসে দাঁড়ালো। দ্রুত পদে একজন এগিয়ে এলো এবং মাওলানার নিকটবর্তী হয়ে সালাম করে বললো, মাওলানা ! আমি একজন অটো রিকসা চালক। এখানে একজন আরোহীকে নামিয়ে দিয়ে মনে করলাম আমিইবা আপনার দীদার থেকে বঞ্চিত হই কেন।

মাওলানার স্বাক্ষর নেবার জন্য অনেকে তাদের অটোগ্রাফ বই মেলে ধরেছে। একজন মোটা অটোগ্রাফ বই মাওলানার সামনে ধরতেই মাওলানা বলেন, এ বইখানি পূর্ণ হলে তো এটা আদমশুমারীর রেজিষ্টারে পরিণত হবে।

একজন অটোগ্রাফ বইয়ের পরিবর্তে মাওলানার সামনে তাফহীমুল কুরআন রেখে বলেন, মাওলানা ! স্বাক্ষরের সাথে কোনো উপদেশ বাণীও লিখে দিন।

মাওলানা তাফহীমের দিকে ইংগিত করে বলেন, উপদেশ তো এতেই রয়েছে, শুধু সাক্ষর করে দিচ্ছি।

এক ব্যক্তির প্রশ্ন– মাওলানা! এ বছর (১৯৭৫) সবচেয়ে বেশী হজ্জযাত্রী তুরস্ক থেকে এসেছে। তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ছ' হাজার। সেখান থেকে এতো বিরাট সংখ্যক হজ্জযাত্রী আসার কারণ কি ?

উত্তর–তার একটা কারণ তো এই যে, বিভ্রান্ত একটি শ্রেণী ছাড়া তুরস্কের জনগণ খুব ভালো মুসলমান। ইসলামের পথ থেকে তাদেরকে যতোই দূরে সরাবার চেষ্টা করা হোক না কেন, সবকিছুই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। অতীতের অবস্থা এই ছিল যে, পঁচিশ বছর পর্যন্ত আরবী ভাষায় আযান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এ বাঁধানিষেধ যখন উঠে গেল এবং মসজিদগুলো থেকে আল্লাহু আকবার আজান ধ্বনী হতে

www.pathagar.com

থাকলো তখন হাজার হাজার লোক অশ্রুসিক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অনুরূপভাবে সেখানকার মুসলমান শ্রদ্ধার সাথে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করে এবং তাতে দ্বীনের প্রতি তাদের ভালোবাসারই অভিব্যক্তি হয়।

তুরস্ক থেকে এমন বিরাট সংখ্যক লোক হজ্জের জন্য আসার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁরা এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছেন। সেখানে এমন অনেক সংস্থা আছে যাদের কাছে হজ্জযাত্রীগণ তাঁদের টাকা-পয়সা জমা দেন। এ তহবিল থেকে সংস্থাগুলো যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত বাসের একটা পূরা ফ্লীট্ খরিদ করে ফেলেন। এসব বাসে সফরও করা যায় এবং সৌদি আরব পৌঁছার পর তার মধ্যে অবস্থানও করা যায় । হজ্জ থেকে ফিরে যাবার পর বাসগুলো বিক্রি করে টাকা জমাদানকারীর প্রাপ্য অংশ ফেরত দেয়া হয়। এভাবে অর্থ বিনিময়ের ঝামেলাও পোহাতে হয় না এবং হজ্জের জন্য অর্থ ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম হয়।

এসব কথা বলাকালে তুরস্কের মর্দে মুমিন বদিউজ্জামান নূরসীর প্রসংগও এসে পড়লো।

মাওলানা বলেন, প্রকৃতপক্ষে নূরসী মরহুম এবং তাঁর অনুসারীগণ তুরস্কের এক সংকটময় অবস্থায় দ্বীনের কাজ চালু রেখেছিলেন এবং ইসলামী আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যেতে দেননি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ মহান কাজের প্রতিদান দিন।

মালয়েশিয়া থেকে আগত একজন যুবকের প্রশ্ন–আমাদের ওখানে মসজিদে বক্তৃতা করতে গিয়ে একজন বলেন, তোমরা নামায পড় বা না পড় জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে না। তার কারণ এই যে, পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ব্যতিরেকে যে নামায পড়া হয় তা আল্লাহর দরবারে কবুল হতে পারে না। আর এ ধরনের ঐকান্তিক একাগ্রতা ও নিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব।

উত্তর–আল্লাহ তাআলা প্রতিটি নামাযই কবুল করেন যা বান্দাহ তাঁর জন্য আদায় করে। এখন রইলো নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতার কারণে নামাযের মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণ করা। এ কাজ তো আল্লাহর, বান্দাহর নয়। নামাযের মধ্যে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা পয়দা করার সর্বাত্মক চেষ্টা নামাযীকে করতে হবে। যদি এতে কিছু কমতি থেকে যায়, তো নিরোৎসাহ হয়ে নামায ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। বরং চেষ্টা করে যেতেই হবে। তার এরূপ প্রতিটি চেষ্টারও প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা দেবেন।

www.pathagar.com

মাওলানা আরও বলেন, যারা এভাবে আল্লাহর বান্দাহদেরকে নিরাশ করে দেয় তারা আল্লাহর দিকে আহ্বান করার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেয়ারই কাজ করে।

****

পঁচাত্তরের ২৫ মার্চ। বৈকালিক আসরে লোক জমায়েত হয়েছে। এহসান সাহেব হন্তদন্ত হয়ে মাওলানার কাছে এসে দাঁড়ালেন। যে কথা চলছিল তা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলেন তারপর হঠাৎ এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন ঃ

মাওলানা ! এইমাত্র একটি মর্মন্তুদ সংবাদ পাওয়া গেল। শাহ ফয়সল শহীদ হয়েছেন।

মাওলানা এহসান সাহেবের দিকে তাকিয়ে পড়লেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।.....সমবেত সকলে গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। এহসান সাহেব এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পেশ করেন। আসরে শোকের কালো ছায়া ও পূর্ণ নীরবতা। এমন সময়ে মাওলানা বলেন যে, এ এক বিরাট অপূরণীয় ক্ষতি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যাবতীয় দ্বীনি খেদমত কবুল করুন এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদানে ভূষিত করুন।

(২৫ মার্চ-১৯৭৫)

আটাশে মার্চ লাহোরে শাহ ফয়সলের শাহাদাৎ উপলক্ষে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মাওলানা যে ভাষণ দান করেন তার কিছুটা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

আমার দ্বীনি ভাই সব ! এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড আমাকে এতোটা মর্মাহত করেছে যে, আপনাদের সামনে কথা বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। জীবনে আমাকে কয়েকটি আঘাত সহ্য করতে হয়েছে এবং প্রত্যেকবার এরূপ প্রতিক্রিয়াই আমার ওপর হয়েছে। সাইয়েদ কুতুব শহীদকে যখন ফাঁসীর মঞ্চে লটকানো হয় তারপর থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত হতবাক ছিলাম। ডাঃ নাজির আহম্মদ সাহেবকে যখন শহীদ করা হয়, তখন তার এতোটা প্রতিক্রিয়া আমার ওপরে হয় যে, কয়েক দিন পর্যন্ত তার মর্মবেদনা অনুভব করি। এখন আবার শাহ ফয়সলের শাহাদাতের মর্মন্তুদ ঘটনা। এ সংবাদে আমি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। ধৈর্য ধারণের শক্তি আল্লাহ তাআলা দিতে পারেন এবং তাঁর দরবারে এ কামনাই করি, যেন তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা ও মনের প্রশান্তি দান করেন।

www.pathagar.com

আপনারা যখন আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, তখন কিছুটা বিস্তারিতভাবে শাহ ফয়সল শহীদ সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু বলবো।

প্রথমতঃ তার ব্যক্তি মর্যাদার কথা বলতে চাই। তার পিতা সুলতান আবদুল আজিজ ইবনে সউদ জানতেন যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য, বিচক্ষণ, প্রতিভাবান এবং বুদ্ধিমান ছিলেন শাহ ফয়সল। কিন্তু তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সউদকে তাঁর অলীআহাদ বা উত্তরাধিকার বানিয়ে যান এবং তাঁর পর ফয়সলকে উত্তরাধিকারের সিদ্ধান্ত করে যান। সাধারণত লোকের এ ধারণা ছিল এবং অনেককে আমি একথা বার বার বলতে শুনেছি যে, ফয়সল এতোটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন যে, সউদের বাদশাহী তিনি চলতে দেবেন না। কিন্তু আবদুল আজিজ সউদের মৃত্যুর পর যখন তার অসিয়ত অনুযায়ী জ্যেষ্ঠপুত্র সউদকে সিংহাসনে বসানো হলো তখন ফয়সল পরিপূর্ণ আনুগত্যসহ পিতার সিদ্ধান্ত মেনে চলেন। তাঁর বড়ো ভাইয়ের সাথে প্রতিটি ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। কেউ একথা বলতে পারবে না যে, তিনি কখনো প্রকাশ্যে অথবা গোপনে তাঁর ভাইকে সরিয়ে নিজে সিংহাসন লাভের কোনো চেষ্টা করেছেন। যখনই তাঁর ভাই তাঁকে কোনো গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তখন তিনি তা আন্তরিকতার সাথে এবং সন্তুষ্টচিত্তে পালন করেছেন। কিন্তু যখন তিনি অনুভব করেছেন যে, এ অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে তিনি অক্ষম, তখন অক্ষমতা জানিয়ে সরে পড়েছেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শাহ সউদ বাদশাহ হিসেবে সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং শাহজাদা ফয়সল তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে, যতক্ষণ দরবার চলে ততোক্ষণ শাহজাদা ফয়সল দাঁড়িয়ে থাকেন।

তাঁর দ্বিতীয় গুণটি আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদার যোগ্য। তা হলো এই যে, তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের লোক। তেল সম্পদ লাভের পর এ সম্পদলাভকারী দেশগুলোর ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমি লক্ষ করেছি। যাদের আয় ছিল লক্ষের কোঠায় তেলের বদৌলতে তা পৌঁছে গেল কোটির কোঠায় বরং তার চেয়েও ঢের বেশী-অর্বূদের কোঠায়। এমনি অঢেল সম্পদ লাভের পর নিজেকে সংযত রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল মন-মানসিকতার। কিন্তু হলো এই যে, এ সম্পদ লাভের পর তাদের বিলাসিতা চরমে পৌঁছলো। অথচ মরহুম শাহ ফয়সল সম্পর্কে কখনো এমনটি শুনা যায়নি যে, সম্পদের মদমত্ত হয়ে তিনিও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর জীবন ছিল পূত-পবিত্র। যখন তিনি প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকারী ও শাহজাদা ছিলেন তখনো এবং যখন তিনি শাসক হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনো দেশের ভেতরে বাইরেও। পিতার জীবদ্দশায় তাঁকে সর্বদা বহির্দেশে বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হতো। তিনি বৈদেশিক মন্ত্রীর

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব তিনি পালন করেন পিতার জীবদ্দশায় এবং বড়ো ভাইয়ের শাসন আমলেও। বৈদেশিক মন্ত্রী হবার পূর্বেও তিনি বহির্দেশে ও বিশেষ বিশেষ মিশনে নিয়োজিত থাকতেন। ইউরোপীয় দেশগুলোতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে তিনি বার বার গিয়েছেন। সকলেই জানে যে, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশগুলো প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে আগত মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য কত প্রকারের আয়োজন করে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং তাদের পূর্ব থেকে জানা থাকে যে, কার কি দুর্বলতা আছে। তাদের ইন্টেলিজেন্স তাদেরকে অবহিত রাখে যে, যারা আসছেন তাঁদের মনমানসিকতা কোন্ ধরনের। তদনুযায়ী তারা তাঁদের আপ্যায়নের বা মনস্তুষ্টির সকল প্রকার আয়োজন করে রাখে। কিন্তু ফয়সলকে তারা তাদের জালে ফাঁসাতে পারেনি। ইউরোপ আমেরিকায় বার বার ভ্রমণ করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে যাবতীয় নৈতিক অনাচার থেকে উর্ধ্বে রেখেছেন।

তারপর তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তার পূর্বে সকলে একথা মনে করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি একজন আধুনিকতা পন্থী, বহির্দেশে বহু ঘুরাফেরা করেছেন ; স্বাধীন ও উদার মনোভাবের লোক তিনি, অতএব শাসন ক্ষমতা তার হাতে এলে সৌদী সরকারের সে ধর্মীয় মর্যাদা বাকী থাকবে না যা অদ্যাবধি রয়েছে। কিন্তু শাহ ফয়সল সিংহাসন লাভের পর এসব ধারণাকে অমূলক প্রমাণিত করেছেন। জানা গেল যে, মুসলমান এবং ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও অনুরাগ রয়েছে এবং তাঁর মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। তিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে চরম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যাতে করে তাঁর রাষ্ট্রের মধ্যে অনাচার প্রসার লাভ করতে না পারে, যা দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে গ্রাস করে ফেলেছে।

এতদসহ যে জিনিস আমি সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি তা হলো এই যে, শাহ ফয়সল মরহুম তাঁর রাষ্ট্রের যাবতীয় উপায় উপাদান ইসলাম এবং মুসলমানদের খেদমতের জন্য উৎসর্গীকৃত করে রেখেছিলেন। আপন রাষ্ট্রের মধ্যে এবং সারা দুনিয়া-ব্যাপী শাহ ফয়সলই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বড়ো বড়ো সম্মেলন আহ্বান করেছেন। অনেক সময়ে ইসলামের খাতিরে সারা দুনিয়া থেকে বিশেষজ্ঞদেরকে একত্র করেছেন এবং তাঁদের পরামর্শে কাজ করেছেন। রাষ্ট্রের ধন-সম্পদ আপন ভোগ বিলাসের জন্য ব্যয়িত হবে এ ধরনের ইচ্ছা ও মন-মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাঁর পূর্বে বাদশাহদের ব্যবহারের জন্য যেসব শাহী মহল ছিল তা আমি দেখেছি এবং শাহ ফয়সল ক্ষমতা লাভের পর যে কুঠিতে অবস্থান করতেন তাও দেখেছি। জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রসাদের পরিবর্তে তিনি সাদাসিদে কুঠিতে বসবাস করাই

www.pathagar.com

পসন্দ করতেন। এ সাধারণ কুঠীতেই তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। বলতে কি তার চেয়ে দশগুণ বেশী আলীশান মহল লাহোর গুলবার্গে আছে। এ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির জীবন যাপন প্রাণালী, যাঁর বার্ষিক আয় কোটি কোটি ডলার।

তাঁর কুঠিরের মধ্যে সাজসরঞ্জামও খুব বেশী ছিল না। খুব সরলভাবে এ কুঠিতে তিনি জীবনযাপন করতেন। লোক হয়তো মনে করতে পারে যে, তিনি কৃপণ ছিলেন। তিনি কৃপণ হলে শুধু নিজের জন্য ছিলেন। কিন্তু মুসলমান এবং ইসলামের জন্য তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। সকল সম্ভাব্য উপায়ে তিনি তাঁর সম্পদ ইসলামের জন্য ব্যয় করতেন।

হাদীস গ্রন্থগুলোতে মুসলমানদের এ গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল মুসলমান মিলে একটি দেহ। দেহের কোনো একটি অংগে যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় তাহলে সমগ্র দেহে তার যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এ মহান ব্যক্তিটির অবস্থাও ছিল তাই। মুসলমান অথবা ইসলামের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়লেই তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন—তা সে দুনিয়ার যে কোনো স্থানেই হোক না কেন।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ফেকাহ শাস্ত্র প্রণয়ণের কাজ শুরু হয়েছিল ইসলামের অভ্যুদয়ের এক শতাব্দী পরে। প্রশ্ন এই যে, এ মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানদের কার্যকলাপ কিভাবে চলতো। ইবাদাত এবং অন্যান্য ব্যাপারে তারা কোন নীতি মেনে চলতো ?

উত্তর–খেলাফতে রাশেদার যুগে তো এ ধরনের কোনো জটিলতা এজন্য দেখা দেয়নি যে, খোলাফায়ে রাশেদীন রা. শাসনকার্য পরিচালনার সাথে সাথে দ্বীন সম্পর্কিত নির্দেশদানের দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র যখন এ মর্যাদা হারিয়ে ফেললো, তখন লোক এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে যাঁরা দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের পরামর্শ ও অভিমত অনুসারে কাজ করতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকলো, তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত হতে থাকলো। কোনো কোনো সময়ে একই শহরে দু'জন কাজীর রায় ভিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। কারণ, তাঁরা এসব ব্যাপারে স্বীয় ইজতেহাদের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হতেন। এদিক দিয়ে মতানৈক্য হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এর ফলে ফেকাহ শাস্ত্র প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। আয়েম্মায়ে কেরাম র. এ ব্যাপারে যে কাজ করেন তা মানুষকে চিন্তা ও কাজের অনৈক্য থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। তাঁদের সাধনালব্ধ

www.pathagar.com

কাজ জাতির বৃহত্তর শ্রেণীসমূহে স্বীকৃতি লাভ করে। এভাবে আপন আপন স্থানে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হয়।

মাওলানা আরো বলেন, ফেকাহ সম্পর্কিত মতপার্থক্যে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের মধ্যে যাঁরা যে ফেকাহ শাস্ত্রের অনুসারী তাঁরা সবাই শরীয়তের ওপরই আমল করছেন। আর যাঁরা শরীয়ত মানেন তাঁরা মুসলমান বই কিছু নন। এরাও যেমন এ উম্মতের লোক, ঠিক তেমনি তাঁরাও এ উম্মতের অন্তরর্ভুক্ত যাঁরা অন্য ফেকাহর অনুসরণ করে শরীয়তের ওপর আমল করেন।

জনৈক যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা ! যে ঈমানদার ব্যক্তি কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে অথবা কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদে, যেমন ভূমিকম্প প্রভৃতিতে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে কি শহীদ বলা যাবে ?

উত্তর–জি হাঁ। তাকে শহীদ বলা যেতে পারে। অবশ্যই তার সে মর্যাদা হবে না যা আল্লাহর পথে শাহাদাতের হয়।

প্রশ্ন–তাকে শহীদ মনে করার কি কারণ থাকতে পারে ?

উত্তর–আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন এ তার মধ্যে একটি। কিন্তু সর্বাবস্থায় এ শুধু ঈমানদারদের জন্য। এখন কে সত্যিকার ঈমানদার এবং কে নয়, তার সিদ্ধান্ত আল্লাহ-ই করবেন। তিনিই ভালো জানেন।

প্রশ্ন–মাওলানা ! মু'মিন এবং মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি ? এ উভয়ের মধ্যে কার মর্যাদা বেশী ?

উত্তর–(মৃদুহাসী সহকারে) আপনার মনে এ প্রশ্ন জাগলো কেন ?

প্রশ্নকারী–আমাকে একজন এ প্রশ্ন করেছেন।

উত্তর–কুরআন মজিদে শব্দ দুটি সম-অর্থবোধক। যার অন্তরে ঈমান আছে সে মু'মিনও এবং মুসলিমও। আর যার অন্তরে ঈমান নেই, তাকে মু'মিনই বলুন আর মুসলিমই বলুন, আল্লাহর নিকটে তার কোনোই মর্যাদা নেই।

প্রশ্ন–মাওলানা! যদি কোনো অমুসলিম মাছ বিক্রি করে, তার মাছ কিনে রান্না করা যাবে ?

উত্তর–জি হাঁ। তাতে কোনো দোষ নেই। মাছের বেলায় জবেহ করার প্রশ্ন আসে না। পানি থেকে বাইরে আসাই হলো মাছের জবেহ হওয়া।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মুহতারাম মাওলানা ! সাধারণভাবে এ জটিলতা দেখা না দিলেও সমাজে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় ; তাহলো এই যে, কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং পরে তার আর কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। এখন জানতে হবে যে, যদি কোনো স্বামী এরূপ নিখোঁজ হয়ে যায় তাহলে তার স্ত্রী অথবা তার অভিভাবকগণ কি করবে ?

উত্তর–এসব ব্যাপারে সঠিক পন্থা এই যে, কোর্টের মাধ্যমে সাহায্য নিতে হবে। কোর্ট এ বিষয়ে একটা মুদ্দৎ নির্ধারিত করে দিতে পারে। বিজ্ঞাপন দিতে পারে এবং সঠিক অবস্থা জানার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করতে পারে। তারপর এ বিষয়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

প্রশ্ন–কিন্তু মাওলানা ! এসব ব্যাপারে বর্তমানে বিচার বিভাগের ওপর কি নির্ভর করা যেতে পারে ?

উত্তর–জি হা। প্রথম কারণ এই যে, আদালতের পেছনে সরকারের উপায় উপাদান আছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের আদালতগুলোর মনোভাব ইসলামী। এরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান যে, আমাদের আদালতগুলো বিভিন্ন ব্যাপারে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রাখার চেষ্টা করে।

এক পর্যায়ে প্রশ্ন এবং উত্তরের পর সমবেত লোকদের মুখে মৃদুহাসির ঝলক দেখা যায়। আট বছরের একটি বালক প্রশ্ন করে—হুজুর, মা-বাপের কি সন্তানদের মারার অধিকার আছে ? থাকলে কতদূর পর্যন্ত।

উত্তর–ততোদূর পর্যন্ত যাতে সন্তান ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্ন–চর্তুদশ হিজরী শতাব্দী কি শেষ শতাব্দী ?

উত্তর–যদি তাই হয়, তাহলে তো সময় হয়ে এসেছে। তাহলে তখন জানতেই পারা যাবে যে, এ শেষ শতাব্দী কিনা। আল্লাহ জানেন, এ ধারণা মানুষের মধ্যে কোথা থেকে এলো। কুরআন-হাদীসে তো এমন কোনো কথা নেই।(১৪ এপ্রিল–১৯৭৫)

আলোচনা সূদ সম্পর্কে শুরু হলো। সূদ কিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে, কিভাবে তার দ্রুত প্রসারের ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং কিভাবে প্রতিটি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিটি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগলো এবং বিভিন্ন প্রশ্নও হতে লাগলো। একটি প্রশ্ন এও ছিল যে, সূদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা সম্ভব কিনা। মাওলানা তার জবাবে বলেন, এ শুধু সম্ভবই নয়, বরং সকল দিক দিয়ে কার্যকরও করা যায়।

www.pathagar.com

মাওলানার বিভিন্ন প্রবন্ধগুলোতে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মাওলানা 'নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর' গ্রন্থের উল্লেখও করে বলেন যে, বিনা সূদে ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্ণস্কীম এতে দেয়া হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতি থেকে সূদকে দূরে রাখার উপর মূল্যবান আলোচনা হয়। এতে বিষয়টির নীতিগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপরেও আলোচনা হয়। এ প্রসংগে মাওলানা একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন ঃ

একবার আমি বিমানে ভ্রমণ করছিলাম। সে বিমানে দু'জন ব্যাংক মালিকও ছিলেন। এক সময়ে তাঁরা আমার কাছে এসে বসলেন। ব্যাংকিং এবং সূদের উপর আলোচনা শুরু হতেই আমি তাঁদেরকে বললাম, আপনারা তো প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখেন। আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলুনতো, বিনা সূদে ব্যাংক চলতে পারে কিনা। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সূদ Eliminate (নির্মূল) করা যায় কিনা।

মাওলানা বলেন, তাঁরা আমার প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করেন যে, বিনা সূদে ব্যাংক আলবৎ চলতে পারে এবং ব্যাংকিং সিষ্টেম থেকে সূদ একেবারে নির্মূল করা যেতে পারে।

একজন প্রশ্ন করেন– মাওলানা! এরূপ যখন হতে পারে, তখন বিনা সূদে ব্যাংক চালানো হচ্ছে না কেন ?

উত্তর–এ ধরনের ব্যবস্থা ততোক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না সরকার স্বয়ং এ বিষয়ের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ ব্যবস্থা চালু করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যে ব্যবস্থাই কোনো সরকারের ছত্রছায়ায় চলে এবং যে বিষয়েই পরিপূর্ণরূপে প্রচলিত আইনের আশ্রয়ে চলে, তার জায়গায় কোনো নতুন ব্যবস্থার প্রচলন সরকারের মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া কি করে সম্ভব ?

প্রশ্ন–মাওলানা ব্যাংকিং এর মতো ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থাও কি বিনা সূদে চলতে পারে ?

উত্তর–ইনস্যুরেন্স তো প্রথম থেকেই বিনা সূদে চলছিল। এ একটা প্রাচীন ব্যবস্থা। তা ছিল এই যে, একই ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা তাদের আয় থেকে কিছু অংশ এ উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখতো যে, তাদের মধ্যে যদি কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হতো অথবা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়তো তখন তাকে যেন সাহায্য করা যায়, অথবা তার ব্যবসার ক্ষতিপূরণ হতে পারে। এ ছিল ইনস্যুরেন্সের প্রকৃত অবস্থা। এতে সূদের

www.pathagar.com

কোনো কারবারই ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহুদীরা ইনস্যুরেন্সকেও ব্যবসায় পরিণত করল এবং তার ওপর সূদ চাপিয়ে দিল। এখন যে ইনস্যুরেন্সই দেখুন তা আসলে ইহুদীদের ব্যবসারই রূপান্তর মাত্র।

****

একটি যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা! Evolution সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর–আপনি কোন্ Evolution এর কথা বলছেন ?

Evolution ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতিকে বলে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এখন আপনি কোন্‌টি জানতে চান ?

প্রশ্ন–আমি ডারউইনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

উত্তর–ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ডারউইনের যে মতবাদ তা স্বীকৃত সত্য নয় এবং তা কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যও নয়। এ একটি মতবাদ হওয়া তো দূরের কথা বরং একটি নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। মতবাদ যদি এমন হয় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে একগুণ আর অনুমান হবে লক্ষগুণ তাহলে তার পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

যুবকের প্রশ্ন–এসব অনুমান সম্পর্কে বলা হয় যে, Missing Links-এর কারণে এর প্রয়োজন হয়।

উত্তর–এ কথাটি এ মতবাদের পরিপন্থী। মতবাদের ধজাবাহীদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে, যখন মধ্যবর্তী সকল সূত্রই অবিদ্যমান এবং তোমাদের কথার জন্যে যখন অন্য কোনো প্রমাণও পেশ করতে পারছো না, তখন কিসের ভিত্তিতে তা স্বীকার করে নেয়ার দাবি জানাচ্ছো।

মাওলানা আরও বলেন, ডারউইনের থিয়রী বলে যে, মানুষ পশু থেকে ক্রমশ উন্নতি করতে করতে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর সবশেষে মানুষের আকৃতিতে পরিণত হয়েছে। আর এ রীতি-পদ্ধতি চলেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। প্রশ্ন এই যে, লক্ষ লক্ষ বছরের এ কাজ তোমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ধরা পড়লো কি করে ? তোমার কাছে এর কি প্রমাণ আছে ? Missing Links বা মধ্যবর্তী সূত্রের অবিদ্যমানতাকে প্রমাণের মর্যাদা কি দেয়া যেতে পারে ? এ Missing Links-এর অবস্থা এই যে, খননকার্যে যেখানে কোনো হাড় অথবা দাঁত পাওয়া গেল তখন হৈ চৈ শুরু হলো যে, Missing Links-পাওয়া গেছে। পরে জানা

www.pathagar.com

গেল যে, এ একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। যেখানে ভ্রান্ত ধারণার এতো প্রাবল্য এবং মধ্যবর্তী সূত্র যেখানে মোটেই বিদ্যমান নয়, সেখানে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে ?

দেখুন, এ থিয়রী বলছে যে, জীরাফের গলা দীর্ঘ হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এজন্য যে, সে গাছের পাতা খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো। কিন্তু এ থিয়রী এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না যে, ছাগলের গলা ছোট রয়ে গেল কেন। সেও তো গাছের পাতা খাওয়ার ব্যাপারে কারো পেছনে ছিল না এবং এখনো নেই।

অবশেষে মাওলানা বলেন, আল্লাহ তাআলা একটি পিপীলিকা থেকে আরম্ভ করে এ বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বস্তু তার নিজস্ব স্থানে পূর্ণতাসম্পন্ন । গম বপন করা হয়, তার থেকে আম উৎপন্ন হয় না। স্রষ্টা গমের বীজের মধ্যে গমের পরিপূর্ণ মেকানিজম বা সৃজনশক্তি তৈরী করে রেখেছেন। হাজার হাজার বছর পূর্বেও যেমন গম বপন করে গমই উৎপন্ন করা হয়েছে, এখনো তাই হয়। ডারউইনের থিয়রী সত্ত্বেও যা সত্য তা সত্যই রয়ে যাবে।

(আসলে আল্লাহদ্রোহী মন-মস্তিষ্ক প্রসূত এ ধরনের মতবাদগুলো গাঁজাখোরী ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বস্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার অভ্রান্ত ও শাশ্বত বিধান এবং মতবাদকে গায়ের জোরে ভুল প্রমাণ করার এ এক অপ-প্রয়াস মাত্র। নিছক কল্পনার বিমানে চড়ে কল্পনা রাজ্য থেকে কিছু আন্দাজ-অনুমানের সামগ্রী দিয়ে এক মতবাদ দাঁড় করানো হয়েছে, যা কল্পনা বিলাসীদের জন্য উপভোগ্য হলেও যুক্তির কষ্টি পাথরে পরিত্যাজ্য। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের ধুম্রজাল সৃষ্টি করার এ এক অপকৌশল মাত্র সম্পাদক)।

****

প্রশ্ন–মাওলানা! হযরত ইয়াকুব আ পুত্রের ভালোবাসায় এতোখানি বিভোর ছিলেন যে, তা কি নবুওয়াতের দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল ? অথবা সে দায়িত্ব কি পুত্র প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি ?

উত্তর–হযরত ইয়াকুব আ.-এর অগাধ পুত্র প্রেমের কারণ এই ছিল যে, তাঁর বিশ্বাস ছিল হযরত ইউসুফ আ. ভবিষ্যতে তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবেন। একজন সালেহ্ পিতার সালেহ্ পুত্রের জন্যেই অধিকতর ভালোবাসা হয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন সে দেখে যে, তাঁর সন্তানগণ এ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত।

www.pathagar.com

একটু নীরব থাকার পর মাওলানা পুনরায় বলেন, হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি হযরত ইয়াকুব আ.-এর ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে তাঁর দায়িত্বের প্রতি ভালোবাসারই প্রমাণ। একজন পিতার পুত্রের প্রতি ভালোবাসা আপন দায়িত্বের প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন–মাওলানা ! একাগ্রতা কিভাবে অর্জন করা যায় ? যখন নামায পড়ি অথবা পড়াশুনা করি তখন একাগ্রতা মোটেই আসে না। এ কিভাবে লাভ করা যায় ?

উত্তর–এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিজের ইচ্ছা-শক্তি ব্যবহার করুন। বার বার ব্যর্থ হলেও বার বার চেষ্টা করতে থাকুন। নিরোৎসাহ হবেন না এবং চেষ্টা করা ছেড়েও দেবেন না। যখন নামায পড়বেন তখন এটা মনে করে পড়বেন যে, আপনি নিছক কতগুলো বাঁধাধরা শব্দের আবৃত্তি করছেন না। বরং আপনি স্রষ্টার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁকে কিছু বলছেন। এমনি যখন আপনি পড়াশুনা করেন তখন একত্রে নানা বিষয়ে পড়া শুনা করা ঠিক হবে না। আপনার পরাশুনা Systematic হওয়া উচিত এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে পড়াশুনা করবেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি একাগ্রতা অর্জন করতে পারবেন।

একাগ্রতার প্রসংগ শেষ হতেই একজনে মানসিক প্রশান্তির কথা উঠালেন। তিনি বললেন, মাওলানা ! আমি অনেক বই পুস্তক পড়ি কিন্তু আমার মানসিক প্রশান্তি লাভ হয় না।

উত্তর–মনের প্রশান্তি লাভের জন্য কুরআন মজিদ থেকে উৎকৃষ্টতর আর কিছু নেই। কেউ যদি কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করে এবং বুঝে পড়ে তাহলে অবশ্যই মনের প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। কিন্তু কুরআন মজিদ এমনিভাবে পড়ার পরও যদি তার মনে প্রশান্তি না আসে, তাহলে তার জন্য আমি দ্বিতীয় কোনো বই পুস্তকের নাম বলতে পারবো না।–(৩০ এপ্রিল–১৯৭৫)

২৬ এপ্রিল মাওলানা রাওয়ালপিণ্ডিতে এক ওলামা সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং ২৩ মে এমন এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেখানে ভাষণ দেন জনাব এ কে ব্রোহী এবং জনাব আলতাফ গওহর।

এ দৃশ্য আর একবার একটি সত্যের দিকে ইংগিত করছে। আর তা শুধু এতোটুকুই নয় যে, আমাদের দ্বীনি মাদ্রাসাগুলো এবং ইউনিভারসিটির মধ্যে যে দূরত্ব বিদ্যমান তা মিটাবার কাজ কিভাবে চলছে এবং তার ইংগিত এটাও যে, আমাদের দ্বীনি মহল এবং ক্যাম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদেরই

www.pathagar.com

নিজস্ব প্রতিভাবান মুসলমান যে দূরত্বে বাস করছে তা মিটিয়ে তাদেরকে একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার কত বড় প্রয়োজন ছিল।

আজকাল ৫/এ যায়লদার পার্কে যে বিষয়টির বার বার আলোচনা হচ্ছে তা হলে' 'ডিক্টেটরসিপ'। প্রশ্নকারীগণ এ ব্যাপারে সামরিক এক নায়কত্ব (ডিক্টেটরসিপ), জনতার একনায়কত্ব এবং গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব পরিভাষাগুলো ব্যবহার করছেন। বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মাওলানা বলেন ঃ

- একনায়কত্বের জন্যে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন মন-মানসিকতাকে বিভ্রান্ত রাখা। তাকে একনিষ্ঠ ও এক মুখো হতে না দেয়া। এ উদ্দেশ্যে এক নায়ক সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে।
- 'জনসভা, মিছিল এবং আন্দোলন'–এক নায়কের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সে চায় যে, লোক বিচ্ছিন্ন থাক এবং ঐক্যবদ্ধ না হোক।
- যেসব পথে কোনো বিপদ আসতে পারে বলে মনে করা হয়, 'ডিক্টেটর' তা একটি একটি করে সব বন্ধ করে দিতে থাকে। শুধু মাত্র ঐ পথটি বন্ধ করতে পারে না, যে পথ আল্লাহ তাআলা মুক্ত রেখে দেন তার ওপর বিপদ ডেকে আনার জন্য।
- ডিক্টেটর তার জ্ঞাতসারে তার ডিক্টেটরশিপের বুনিয়াদ মজবুত করতে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে সে মোটেই টের পায় না যে, সে তার আপন কবরই খনন করছে।
- ইসলামী সমাজব্যবস্থা এক নায়কত্বের পথে কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যার মধ্যে আপন খোদায়ীর গর্ব অহংকার এসে যায় সে আল্লাহর কথা মানবে কি করে ?

****

প্রশ্ন–মাওলানা ! এটা কি সত্য নয় যে, যে শাসন ক্ষমতায় থাকে আল্লাহ তার সহায়ক হন ?

উত্তর–আপনি তো এক আজব কথা বললেন। হযরত মূসা আ. এবং ফেরাউনের সংঘর্ষে কি আল্লাহ ফেরাউনের সাথে ছিলেন ? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ হকের পক্ষে থাকেন, নিছক শাসন ক্ষমতার পক্ষে নয়।

প্রশ্ন–মাওলানা ! মুসলমানদের কোনো দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও তাকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করে লড়াই করা কি 'জিহাদ' হবে ?

www.pathagar.com

উত্তর–মুসলমানদের দেশকে কাফেরদের কবল থেকে রক্ষা করা অবশ্যই জিহাদ।

প্রশ্ন–এ ধরনের যুদ্ধে মারা গেলে শহীদ এবং বাঁচলে গাজী বলা হবে ?

উত্তর–জি হাঁ। আপনি লক্ষ করুন যে, যদি কাফের এ দেশের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে মুসলমানদের ইজ্জত আব্রুর কি দশা হবে। এজন্য মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জৎ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া এবং কুফরের অগ্রগতির মুকাবিলায় যুদ্ধ করা জিহাদ। এতে মৃত্যুবরণকারীকে শহীদ এবং জীবিতকে গাজী বলা যাবে। এ একমাত্র আল্লাহ যিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাওফিক দেন এবং তিনিই তাদেরকে এ মর্যাদায় ভূষিত করেন।

প্রশ্ন–এই যে বন্যা, ঝড় তুফান, ভূমিকম্প প্রভৃতি হয়, এগুলোকে কি আযাবে-ইলাহী বলা যায় ?

উত্তর–এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারে না। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ সব আযাবে-ইলাহী না হলেও হুশিয়ারী তো বটেই।

আলোচনার প্রসঙ্গ সারা দুনিয়াব্যাপী এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যন্ত চলতে থাকে। উন্নত দেশগুলোতেও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখা যায়, এসব কথাও এসে গেল। অবশেষে মাওলানা বলেন ঃ

মানুষ বড়োই উন্নতি সাধন করেছে বলে গর্ব অহংকার করে থাকে। একটি মাত্র ভূমিকম্প তার সে গর্ব-অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। অষ্ট্রেলিয়ায় ঠিক 'বড়দিনে' যে সাইক্লোন এলো, তাতে একটা গোটা শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো। এ সাইক্লোনের গতি ছিল ঘন্টায় ১৫০ মাইল থেকে ১৮০ মাইল। কিন্তু আবহাওয়া বিভাগের পক্ষ থেকে ঘুর্ণাক্ষরেও বলা হয়নি যে, এ ধরনের ঝড় হতে পারে। এমনিভাবে ভূমিকম্পের এক সেকেন্ড পূর্বেও বলা যাবে না যে, ভূমিকম্প হবে এবং তার ফলে এতো ধ্বংস হবে।

****

নগ্নতা ও অশ্লীলতার ক্রমবর্ধমান বন্যার বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, তার প্রতিধ্বনী শুনতে পাওয়া গেল একটি যুবকের কণ্ঠে। তিনি বলেন, মাওলানা! অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি সেমিনার হয়ে গেল। মাঝে মধ্যে স্থানে স্থানে এ ধরনের হচ্ছে বলে শুনা যায়। কিন্তু এসব কি যথেষ্ট ?

www.pathagar.com

উত্তর–যার দ্বারা যতোটুকু কাজ হয় করতে দিন। অবস্থা এমন সৃষ্টি করা হয়েছে যে, একজন সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য বিবেকহীন হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। আর এভাবে বসে থাকাও ঠিক নয়।

মাওলানা এ প্রসংগে আরও বলেন যে, কয়েক বছর পূর্বে অবস্থার এমন অবনতি ঘটেছিল যে, তিনি লাহোরের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে একদিন একত্র করলেন এবং 'আঞ্জুমানে তাহাফ্ফোজে আখলাকে আম্মা' নামে সংস্থা কায়েম করেন। কিন্তু আটান্নোর সামরিক আইন অন্যান্য তৎপরতার সাথে এ আঞ্জুমানের চেষ্টা-চরিত্রও বন্ধ করে দেয়। অতঃপর প্রতিটি অনাচারের জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

দূরে উপবিষ্ট একজন উচ্চৈস্বরে বলেন, মাওলানা ! পাকিস্তানের ভবিষ্যত কি ?

উত্তর–(প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে) আমি যেখানেই গিয়েছি, লোকে এ প্রশ্ন করেছে। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের শাসকদের এর চেয়ে অধিক অযোগ্যতা আর কি হতে পারে যে, দেশের অধিবাসীদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগে। যাহোক এ দেশের জন্য আমরা যতোটুকু করতে পারি তা করছি। আল্লাহ্ তাআলা এ দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং যে উদ্দেশ্যে এ দেশের সৃষ্টি তা পূরণ করুন।

(২৪ মে–১৯৭৫)

প্রশ্ন–মাওলানা ! কোনো কোনো মনীষীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনায় জানতে পারা যায় যে, তাঁরা অন্যান্য অনেক মূল্যবান কথা বলার সাথে স্বীয় শারীরিক সুস্থতার কারণগুলো সম্পর্কেও অপরকে অবহিত করেছেন। এ ব্যাপারে আপনিও কিছু বলুন।

উত্তর– আসলে স্বাস্থ্যের এমন কোনো নিয়ম-নীতি নেই যা আমি ভংগ করিনি। এমতাবস্থায় অন্যকে কি বলবো ? আমি কি তাদেরকে বলবো—সারা রাত জেগে জেগে লিখতে থাক ? বিশ্রাম, ঘুম অথবা স্বাস্থ্যের কথা মুখে এনো না ? আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো।

****

একজন ছাত্র আরবীতে প্রশ্ন করলো–মাওলানা ! কেউ যদি কুরআন পাকের তরজমা পড়ে তাহলে কি বলা যাবে যে, সে কুরআন তেলাওয়াত করছে ?

www.pathagar.com

উত্তর–না। কুরআন মজিদের মূল শব্দগুলোসহ পড়াকেই কুরআন তেলাওয়াত বলে। তরজমা পড়ার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, পাঠক কুরআনের অর্থ পড়ছে এবং এটাও ভালো কাজ। কিন্তু তাকে তেলাওয়াত বলা যাবে না।

একটি যুবকের প্রশ্ন-মুহতারাম মাওলানা ! বলা হয় যে, যার মধ্যে তিল পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রশ্ন এই যে, অহংকারের এতো বড় দোষ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর–অহংকার কোনো সাধারণ গোনাহ নয়। দেখতে গেলে অহংকারী ব্যক্তি নিজের ধারণায় আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন–মাওলানা ! সংক্ষেপে অহংকারের সংজ্ঞা কি হবে ?

উত্তর–অহংকার এই যে, মানুষ নিজেকে বড়ো মনে করে।

প্রশ্ন–অহংকার এবং আত্মমর্যাদার মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর–আত্মমর্যাদায় মানুষ আল্লাহর মুকাবিলায় নয়, বরং সমাজের উঁচু শ্রেণীর সামনে মর্যাদা ও সহনশীলতার অভিব্যক্তি করে। অপরদিকে দরিদ্র ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি নম্রভাব প্রকাশ করে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! বেগার নেয়া কি জায়েয ?

উত্তর–বেগার যুলুম এবং যুলুম ইসলামে অবাঞ্ছিত।

মাওলানা অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বেগার হলো এই যে, কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং পারিশ্রমিক না দিয়ে কাজে খাটানো।

প্রশ্ন–এ ধরনের যুলুম তো অতীতের কথা। বর্তমান যুগে এ ধরনের বেগার কে খাটায় ?

উত্তর–না, জনাব। গরীব চাষী এবং হারিদের ওপর যুলুম অতীত যুগের কথা নয়। এ যুগেরই কথা। এ এখনো চলছে। এ ধরনের যালেম, জায়গীরদার-জমিদার যদি দেশের শাসক হয় তাহলে দেশের সাথেও সেই আচরণ করে, যা তার জায়গীরে করে থাকে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! যদি ইসলামী আন্দোলনের কোনো কর্মীর মধ্যে বিবেকহীনতা লক্ষ করা যায়, তাহলে কি করা দরকার ?

উত্তর–এ ধরনের লোকের সর্বপ্রথম পর্যালোচনা করে দেখা দরকার যে, এ

www.pathagar.com

রোগের কারণ কি। যদি তার মধ্যে এ রোগের অনুভূতি হয় এবং তা দূর করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে তার চিকিৎসা বা প্রতিকার হতে পারে। অনুভূতিই যদি না থাকে তাহলে এ রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন।

প্রশ্ন–বিভিন্ন যুগে নবীগণ এসেছেন। তাঁরা মানুষকে 'দ্বীনে হকের' দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। সকল প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা না পর্যন্ত দাওয়াত ও তবলীগের কাজ তাঁরা করতে থাকেন। এখন মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, নবীর আগমনের দু'চার দিন পর যারা মৃত্যুবরণ করেছে, এ চূড়ান্ত প্রচেষ্টা (ইতমামে হুজ্জাৎ) কি তাদের জন্যও প্রযোজ্য ? তাদের পরিণাম কি হবে ?

উত্তর–এ ব্যাপারে আপনার এতো চিন্তা কেন ? আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ এবং সকল বিষয়ে ওয়াকেফহাল। তিনিই জানেন কার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চূড়ান্ত হয়েছে আর কার ব্যাপারে হয়নি। তিনি অবিচারকারী নন। অতএব চিন্তা কিসের ? চিন্তা তো শুধু আমাদের ব্যাপারে করতে হবে। কারণ, আমাদের ব্যাপারে তো চূড়ান্ত হয়েছে সকল প্রচেষ্টা। এখন আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা আমাদের পর-জীবনের জন্যে কি করছি।

আটাশ জুলাই উনিশ শ' পচাত্তর। সন্ধ্যা ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। একটি খৃস্টান যুবক মাওলানার হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন। মাওলানা তাঁর পূর্ব নামের সাথে মিল রেখে নাম রাখেন মুহাম্মদ ইয়াহইয়া। মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (এহিয়া) বলেন, হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র–একথা খণ্ডন করার ব্যাপারে মাওলানা বহু অকাট্য যুক্তি পেশ করেন। বিশেষ করে তিনি বলেন যে, বিনা বাপে পয়দা হওয়ার জন্য যদি হযরত ইসাকে আল্লাহর পুত্র বলা হয়, তাহলে হযরত আদম এ নামের জন্য অধিকতর যোগ্য (মায়াজাল্লাহ)। তাঁর এ সত্য ও অকাট্য যুক্তি আমাকে খৃস্টধর্ম থেকে ইসলামে টেনে এনেছে।

শতাব্দীর এ চতুর্থাংশেরও অধিক সময় পর্যন্ত ৫/এ যায়লদার পার্ক জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় দপ্তর হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এখন মুলতান রোডে জামায়াতের কেন্দ্রীয় দপ্তর নির্মিত হওয়ার পর দপ্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে। জামায়াতের নথিপত্র, টেবিল-চেয়ার, আলমারী, অন্যান্য আসবাবপত্র ও যাবতীয় লটবহর গাড়ী বোঝাই হয়ে নতুন স্থানে চলেছে। বৈকালিক আসর থেকে এ বেদনাদায়ক দৃশ্য সকলের মনে দাগ কাটছে। একজন প্রশ্ন করেন,–মাওলানা ! নতুন বস্তির নাম কি রাখা হয়েছে ?

উত্তর–মনসূরা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মনসূরার অর্থ কি ?

উত্তর–যার সাহায্য করা হয়েছে।

একটু পরে মাওলানা পুনরায় বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করছি। এজন্য তাঁর সাহায্যই আশা করছি এবং তাঁর সাহায্যের প্রতি আমাদের একীনও আছে।(১৭ আগষ্ট–১৯৭৫)

পূর্ব তুরস্কে ভূমিকম্পের ফলে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে। এ সংবাদ ৫/এ যায়লদার পার্কে পৌছার পর তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও বিভিন্ন ভূমিকম্পের প্রসংগও উঠলো। এমন সময় একজন বললেন, এসব দুর্যোগে যমীন ফেটে চৌচির হয়ে ব্যাপকতর ধ্বংসকাণ্ড হয়ে থাকে। মাওলানা বলেন, পূর্ব তুরস্কেও যমীন ফেটে যাওয়ার ফলে বহু পরিবার ভূগর্ভে প্রোথিত হয়েছে।

কথা উঠলো যে, ভারত বিভাগের পূর্বে বিহারে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার ফলে এক স্থানে যমীন এতোখানি ফাঁক হয়েছিল যে, গঙ্গা নদীর পানি তার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। আল্লাহ জানেন কত কোটি কিউসেক পানি তার মধ্যে প্রবেশ করার পর পানির প্রবেশ বন্ধ হয়।

এ ধরনের দুর্যোগের সময় মানুষ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আবার কতিপয় নীচু প্রবৃত্তির লোক এ সুযোগে লুঠতরাজে লিপ্ত হয়। একজন বলেন, সম্প্রতি সোয়াত রাজ্যে ভূমিকম্প হলে গমের আটা একশ' পনেরো টাকা মন দরে বিক্রি হয়।

মাওলানা বলেন, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আপনা চোখে এমনি বিপন্ন দেখে তাদেরকে লুণ্ঠন করা শুরু করে তারা আল্লাহর আযাবের যোগ্য হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেন, বিগত সাতচল্লিশ সালে যখন পূর্ব পাঞ্জাবে অমানুষিক হত্যা ও লুঠতরাজ চলছিল, তখন মুসলমান মুহাজিরদের নিয়ে একটি ট্রেন দিল্লী থেকে পাকিস্তানের ওয়াগাহ সীমান্তে আসছিল। স্থানে স্থানে শিখরা এ ট্রেনে আক্রমণ চালায়। বার বার গুলিও চলে। এ অবস্থায় গাড়ীখানি ওয়াগার দিকে চলছিল। গাড়ী নারী-পুরুষে ভর্তি। তাদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন সবরকমের লোক ছিল। পথও ছিল দীর্ঘ। ছোট ছোট শিশুরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল। তাদের অবস্থা দেখে মা-বাপ অস্থিরতা বোধ করছিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখে দেবার কিছুই ছিল না। এসব দেখে ট্রেনের জনৈক যাত্রী তার বিস্কুট বিক্রি করা শুরু করলো।

www.pathagar.com

সে এতোখানি নির্মম ছিল যে, মানবতার এ কঠিন দুর্দিনে মওকা বুঝে সে এক একটি বিস্কুট অত্যন্ত চড়াদামে বিক্রি করতে লাগলো। তার ইচ্ছা ছিল এ-সুযোগে দু'পয়সা কামাই করে নিবে। তারপর এক ষ্টেশনে ট্রেন থামলো। বিস্কুট ওয়ালারও ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঠিক তার কামরার সামনেই পানির কল দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি নেমে গিয়ে পানি খেতে লাগলো। কয়েকজন শিখ ওঁত পেতেছিল এবং তারা বিদ্যুৎ গতিতে এসে বিস্কুটওয়ালাকে তলোয়ারের আঘাতে শেষ করে দিল। বিস্কুট বিক্রির টাকা-পয়সাও তারা নিয়ে চম্পট দিল।

****

এবার আলোচনার মোড় ফিরে গেল মুনাফাখুরীর জন্য খাদ্য-দ্রব্য গুদামজাত করার দিকে। এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, মুনাফাখুরীর নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই যে, খাদ্যদ্রব্য এজন্য আটকে রাখা যাতে করে দাম বেড়ে গেলে বিক্রি করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ এতো বড় পাপ যে, চড়া দামে বিক্রির নিয়তে চল্লিশ দিন খাদ্য-দ্রব্য আটকে রেখে পরে তা খয়রাত করে দিলেও দাম বেড়ে যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখার যে গোনাহ উক্ত খয়রাত দ্বারাও তার কাফফারা আদায় হবে না।

প্রশ্ন–মাওলানা! কোনো কোনো সংস্থা তাদের কর্মচারীদেরকে বোনাস দেয়। তা কি জায়েয ?

উত্তর–জি হাঁ। এতে কোনো দোষ নেই।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, কারবারে যদি কোনো ব্যক্তির মুনাফা হয় এবং সে তার থেকে তার কর্মচারীদেরকে কিছু দিতে চায় তা দিতে পারে। এটাকেই বোনাস বলে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! টেলিভিশনের দ্বারা কি কোনো ভালো কাজ করা যায় ?

উত্তর–T.V-র মাধ্যমে আপনি গোটা জাতিকে শিক্ষা দান করতে পারেন। বয়স্কদের শিক্ষা থেকে শুরু করে সাধারণ জ্ঞান পর্যন্ত সব কিছুই T.V-র দ্বারা হতে পারে। বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনোলজি শিখানো যায়। জাতিগঠন এবং সংস্কারমূলক বহু কাজ T.V-র সাহায্যে হতে পারে।

প্রশ্ন–কিন্তু মাওলানা ! সাধারণত দেখা যায় যে, T.V-তে যদি কোনো ভাল প্রোগ্রাম করা হয়, তা লোক তেমন উৎসাহের সাথে দেখে না, নাচ-

www.pathagar.com

গান প্রভৃতি যেমন আনন্দ-উৎসাহের সাথে দেখে। এমতাবস্থায় আপনি যেসব কাজের কথা বলেছেন তা কি করে দেখানো যায় ?

উত্তর–এ কাজ তখনই হতে পারে যদি একটি সংস্থাকে শুধু ভালো কাজের জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। ভালো এবং মন্দকে পাশাপাশি রেখে এবং একই শিল্পযন্ত্রের মাধ্যমে উভয়ের প্রচার করে আপনি এ আশা করতে পারেন না যে, শুধু ভাল জিনিষেরই প্রচার হবে মন্দের হবে না। অনাচার ছড়াবার জন্য যখন সময় ব্যয় করছেন ; তখন তা গ্রহণ করার জন্যও লোক সময় বের করে। (৭ সেপ্টেম্বর–১৯৭৫)

পুরো এক বছর পর পুনরায় ৫/এ যায়লদার পার্কে সাক্ষাতকারীদের দু'দু'বার মাওলানার সান্নিধ্যে বসার সুযোগ হচ্ছে। একবার আছর নামাযের পর এবং দ্বিতীয় বার তারাবী নামাযের পর।

মাওলানার ভাষায় 'নেকীর বসন্তকাল' রমজানুল মোবারক তার যাবতীয় গুণাবলী ও বরকতসমূহ নিয়ে সমাগত। একটি মুসলিম সমাজের উপর এ মাসের কি প্রভাব হয় তা বলতে গিয়ে মাওলানা গুলজার আহমদ বলেন, আল্লাহ পাকের কি শান, মাওলানা ! এ মাসে যেন মসজিদে নামাযীর সংখ্যা অনেকগুণে বেড়ে যায়।

তার জবাবে মাওলানা বলেন, একে গনিমত মনে করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন যে, এ মাসে এতো বেশী কল্যাণ রয়েছে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! বলা হয় যে, রমজান মাস এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এর তাৎপর্য কি ? কারণ আমরা দেখি যে, যাদের পাপ কাজ করার তারা বেপরোয়া করেই যাচ্ছে।

উত্তর–রাসূল সা. এরশাদ করেছিলেন এমন এক সমাজকে লক্ষ করে, যার থেকে উৎকৃষ্টতর সমাজ মানব জাতির ভাগ্যে ঘটেনি। আজও তাঁর এ বাণী তাদের জন্য যারা তাকওয়া এবং নেকীর পথ অবলম্বন করতে চায়। তাদেরকেই বলা হচ্ছে যে, জান্নাতের সকল দুয়ার খোলা আছে। যে দুয়ার দিয়ে জান্নাতের গন্তব্যস্থানে যেতে চাও, যাও। সদকা-খয়রাতের দুয়ারও খোলা। আত্ম-সংযমের দুয়ার খোলা। ইবাদাত ও কুরআন পাঠের পথ খোলা। পাপ থেকে বাঁচার পথও খোলা। যে পথে এবং যে দুয়ার দিয়ে জান্নাতে যেতে চাও তা খোলা দেখতে পাবে। আসল কথা এ ধরনের যেসব প্রচেষ্টাকারীদের জন্য জান্নাতের দুয়ার খুলে দেয়া হয়, তাদের

www.pathagar.com

জন্য জাহান্নামের দুয়ার বন্ধ থাকে। কিন্তু জাহান্নামের দুয়ার ঐসব লোকের জন্য বন্ধ থাকে না, যারা অনাচার থেকে দূরে থাকে না এবং থাকতেও চায় না। বরং এ মাসে নিজেদের মতো অন্যান্য লোকদেরকে আল্লাহর হুকুম আহকামের ওপর আমল করা দেখেও তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না।

প্রশ্ন–মাওলানা ! অসুখের জন্য অথবা রোযা রাখতে কষ্ট হলে কি রোযা ভাঙা যায় ?

উত্তর–জি হাঁ। যদি চিকিৎসক বলে যে, রোযা রাখলে জীবনের আশংকা আছে অথবা রোযাদার নিজে যদি এরূপ অনুভব করে তাহলে রোযা ভাঙা যায়।

প্রশ্ন–তার কাফফারা দিতে হবে কি ?

উত্তর–ঐ ধরনের কাফফারা দিতে হবে না। তবে কাজা করতে হবে। শরীর স্বাস্থ্য ভালো হলে সে রোযা পুরো করবে।

গত তিনদিন ধরে তারাবীর নামায পড়াচ্ছিলেন বাংলাদেশের কারী হাফেয হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন। কিন্তু এবার পড়াচ্ছেন ঝিং এর জনৈক হাফেয। প্রথম থেকে যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা হচ্ছিল তা হলো কুরআনের তেলাওয়াতের ধরন। মাওলানা বলেন, আমরা এটা পসন্দ করি যে, কুরআন মজিদ বুঝে পড়া হোক। শ্রোতাগণ যেন এক একটি শব্দ শুনতে পায়। কুরআনের তেলাওয়াত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার নাম নয়।

তারাবীর মধ্যে একস্থানে সেজদার তেলাওয়াত হলো। তারাবীর নামাজ শেষে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন–

প্রশ্ন–মাওলানা ! সেজদার আয়াত পড়া হচ্ছে এমন সময় কেউ যদি পাশ দিয়ে যায় এবং তা শুনে, তাহলে কি তাকে সেজদা দিতে হবে ?

উত্তর–জি হাঁ।

প্রশ্ন–যদি সে ব্যক্তি বুঝতে না' পারে যে, তা সেজদার আয়াত কিনা, তবুও কি তাকে সেজদা দিতে হবে ?

উত্তর–যদি সে জানতেই না পারে তা সে অন্যকথা। তবে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি জগত সেজদায় রত সেখানে মানুষেরও এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

****

www.pathagar.com

জামায়াতের কেন্দ্রীয় দপ্তর মনসুরায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর যায়লদার পার্কে এ প্রথম রমজান। নামাযে উপস্থিতি আগের মতোই। তবে কিছু চেনা মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাওলানার পুত্রগণ, জনাব ইবরাহীম এবং জনাব আসেম নো'মানী উপস্থিত আছেন। তারাবীর পর একজন প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন–মাওলানা! জামায়াতের দপ্তর দীর্ঘকাল পর আপনার থেকে অন্যত্র চলে গেল।

উত্তর–দীর্ঘকাল পর মানে ? এ দপ্তর তো তার জন্মলগ্ন থেকেই আমার কাছে ছিল। এক চল্লিশে জামায়াত গঠিত হবার পর থেকে এ দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত ছিল। জীবনে এই প্রথম বার আমার থেকে দপ্তর পৃথক হয়ে গেল।

প্রশ্ন–এতে আপনার মনের অবস্থা কেমন হয়েছে ?

উত্তর–গোটা পরিবেশ কিছুক্ষণের জন্য নীরবতায় নিমজ্জিত হলো। তারপর মৃদুহাস্য করে মাওলানা বলেন, আমার মনের অবস্থা আর কি হবে বলুন ? সন্তান যখন বড় হয়, তখন আপন আপন ঘরে চলে যায়। একটু পরে মাওলানা আবার বলেন, বহু দিন থেকে আমার এ আশা ছিল যে, আমার জীবদ্দশায় জামায়াতের দপ্তর তৈরী হোক। আল্লাহ তাআলার লাখ শোকর সে আশা আমার পূর্ণ হয়েছে।

(১৭ সেপ্টেম্বর–১৯৭৫)

প্রশ্ন–মাওলানা! ব্যক্তিপূজার ধারাবাহিকতা আমাদের দেশে কেন ?

উত্তর–এ রোগ শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা দুনিয়ায়। ব্যক্তিপূজার জীবানু তৈরীর কৌশল বেশ উন্নতি লাভ করেছে। স্ট্যালিন এবং হিটলারের ব্যাপারে যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তা যদি পড়াশুনা করে দেখেন তাহলে জানতে পারবেন যে, এ বিদ্যা কতদূর উন্নতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন–বিশ্বাসঘাতক তো সব জাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু আমার মনে হয় মুসলমানদের মধ্যে কিছু বেশী সংখ্যক পাওয়া যায়। এর কারণ কি ?

উত্তর–প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মৌলিক আনুগত্য আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে। এখন আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আর কারো প্রতিই আনুগত্য থাকে না।

একটি ছাত্রের প্রশ্ন– মাওলানা ! আমাদের অধ্যাপক বলেন যে, যারা নামায পড়ে তারা ইবাদাত করে না। তাদের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী নামাযের

www.pathagar.com

একটা অভ্যাস হয়ে যায় মাত্র এবং সে এ অভ্যাস পূরণ করে। অধ্যাপক সাহেব এজন্য নিয়ম-নীতি অনুযায়ী নামায পড়া ভুল বলেন।

উত্তর–এভাবে তার তো এ দাবিও করা উচিত যে, যারা আহার করে তাদের আহারের প্রয়োজন নেই। কারণ এ তো একটা অভ্যাস মাত্র এবং তা বন্ধ করা উচিত। অধ্যাপক সাহেবকেই স্বয়ং এ অভ্যাস বন্ধ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

মাওলানা আরও বলেন, মুসলমান অভ্যাস বশত নামায পড়ে না। ইচ্ছা করেই নামায পড়ে। নামাযের ইচ্ছা না থাকলে না লোক শীতকালে ওযুর জন্য উঠতে পারতো আর না গরমের দিনে মসজিদে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতো। যারা মোটেই আল্লাহর ইবাদাত করে না তারা কি করে জানবে যে, কোন্ ফরয কাজ করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। এ অভ্যাসের প্রশ্ন নয়। অভ্যাস তো এগারো মাস খানাপিনার হয়। কিন্তু এই যে একমাস রোযা রাখা হয় তা কি অভ্যাস অনুযায়ী খানাপিনা বন্ধ করা হয়, না তার বিপরীত ?

প্রশ্ন–কতকগুলো কাজ কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা করতে হয়। রমযান মাসে এ ধরনের কাজের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া যায় কি ?

উত্তর–আমরা অগ্নিবর্ষণকারী সূর্য তাপে হাল চাষকারী কৃষককে রোজা রাখতে দেখি। যে সময়ে রেলের ইঞ্জিনে পাথুরে কয়লা ব্যবহার করা হতো, যে সময়ে প্রচণ্ড গরমের দিনে যখন লু হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখনো ড্রাইভার ফায়ারম্যানকে রোযা রাখতে দেখেছি। এ আল্লাহর বান্দাহরা যদি রোযা রাখতে পারে, তাহলে অন্যেরা কেন পারবে না ? আসলে এসব ব্যাপারে প্রাণের টান এবং সংকল্পই হলো মানুষের আসল জিনিস। কষ্ট ও পরিশ্রম হলো অন্য কথা।

(১০ অক্টোবর–১৯৭৫)

১৯৭৬ সাল

বসন্তের আগমনের পর ঝরা পাতার স্থানে নতুন নতুন সবুজ পাতায় গাছে গাছে সবুজের মেলা বসেছে। দখিনা হাওয়া পাতায় পাতায় দোল দিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি-রাজ্যে এক আনন্দঘনো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এমনি সময়ে খোশাব তহসিলের আধিকোট থেকে সতেরো জনের, ওকাড়া থেকে ষাট জনের এবং লায়লপুর (বর্তমান নাম ফয়সালাবাদ-মরহুম শাহ

www.pathagar.com

ফয়সলের নামানুসারে) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের প্রতিনিধি দল এসেছে ৫/এ যায়লদার পার্কে মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য।

আধিকোটের প্রতিনিধিদের এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, ইসলামী বিপ্লবের জন্য নির্বাচনই একমাত্র পন্থা নয়। বরং আরও বহু পন্থা-পদ্ধতি রয়েছে যা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজন এই যে, এ উদ্দেশ্যে যত বেশী সংখ্যক লোককে সমমনা বানানো যায়। কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার পরোয়া করলে চলবে না। জেল-যুলুমের সম্মুখীনও যদি হতে হয় তথাপিও সিরাতুল মুস্তাকীম পরিত্যাগ করা চলবে না, তার উপরেই হর-হামেশা অটল ও অবিচল থাকতে হবে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে যত বেশী সম্ভব ইসলামী বই পুস্তক বিতরণ করতে হবে। এক একজনকে বলতে হবে মুসলমানদের এ দেশের মুক্তি একমাত্র ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। অন্য কোনো কিছু মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ এনে দিতে পারে না। এভাবে যখন জনসংখ্যার অধিকাংশ আপনাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে তখন অন্যান্য উপায়ও কাজে লাগানো যেতে পারে।

একটু নীরব থাকার পর মাওলানা মুহতারাম পুনরায় বলেন, যখন জনসংখ্যার অধিকাংশ আপনাদের সাথে একমত হবে, তখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ রোধ করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। শাসক গোষ্ঠী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাদেরকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা যাবে। নিকট অতীতে ইংরেজকে গণসংযোগের (Mass Contact) মাধ্যমেই ভারত ভূমি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। শুধু নির্বাচনের ওপর নির্ভর করা হয়নি।

তিনি আরও বলেন, ইসলামী সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যে পৌছতে বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু যদি আপনারা অবিরাম কাজ করতে থাকেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

ওকাড়া থেকে আগমনকারীদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেন ঃ

প্রশ্ন–মাওলানা! আমরা তো লাহোরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং আপনাকে দেখতে এসেছি। আল্লাহর শোকর যে, আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রত্যুত্তরে মাওলানা দূরদূরান্ত থেকে কষ্ট করে লাহোর পর্যন্ত আসার জন্য তাঁদের প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। জনৈক লাহোরবাসী বলেন, মাওলানা ! লোকদের কতখানি মহব্বত যে, কতদূর থেকে আপনাকে শুধু এক নজর দেখতে এসেছে। মাওলানা

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলেন, এ আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম যে, তিনি মানুষের অন্তরে এতো মহব্বত পয়দা করে দিয়েছেন।

****

লায়লপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় একশ' ছাত্র ৫/এ যায়লদার পার্কে এসে পৌঁছে। একজন সকলের পক্ষ থেকে বলে ঃ এ আমাদের বড়োই সৌভাগ্য যে, আজ আমরা মাওলানার খেদমতে হাজীর হতে পেরেছি। এ সুবর্ণ সুযোগে আমরা আশা করি যে, মাওলানা আপনার মূল্যবান কথার দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করবেন এবং কিছু উপদেশও দেবেন।

মাওলানা–আপনারা এখানে এসেছেন তার জন্য আমি আনন্দিত। আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি এবং দোয়া করছি তিনি আপনাদের মধ্যে ইসলামী প্রেরণা সৃষ্টি করে দিন। এ সময়ে আমার পক্ষে কোনো বক্তৃতা করা সম্ভব নয়। আমার বর্তমান অবস্থাও এমন নয় যে, বেশী কথা বলতে পারব। তবে হাঁ, যদি কিছু জিজ্ঞেস করতে চান তো আলবৎ করুন।

প্রশ্ন–মাওলানা! আমাদেরকে বলুন, ইসলামের খেদমতের জন্য আমরা কি করতে পারি ?

উত্তর–আপনারা আপনাদের জীবনকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলুন। যদি ইসলামের জন্য কিছু করতে চান তাহলে এ হলো সর্বপ্রথম কাজ যা আপনাদের করা উচিত। নিজের জীবনকে ইসলামের যতো নিকটে আনতে পারেন আনুন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এখানে ইসলামের বিপরীত যা কিছু ছড়ানো হচ্ছে তার থেকে দূরে থাকুন। ইসলামের বিপরীত প্রতিটি বিষয় থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন। শেষ কথা এই যে, ঈমান এবং চরিত্রের শক্তি সৃষ্টি করে এজন্য তৈরী থাকুন যে, যদি কখনো ইসলাম এবং গায়রে ইসলামের মধ্যে কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয় তাহলে যেন ইসলামের জন্য জানমাল এবং সবকিছু কুরবানী করতে পারেন। এ কাজ সকলের সাধ্যে কুলোয় না। এ কাজ শুধু তারাই করতে পারেন যাদেরকে আল্লাহ তওফিক দান করেন। তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকটে তওফিক প্রার্থনা করুন। নিজেদেরকে তার জন্য তৈরীও করুন।

প্রশ্ন–আমাদের মধ্যে মতানৈক্যের শেষ নেই। বহু প্রতিষ্ঠান এমন আছে যারা ইসলামের নাম করে মাঠে নামে। এদের যাঁচাই করাও বড় কঠিন যে,

www.pathagar.com

কোনটা খাঁটি আর কোনটা কৃত্রিম। আমাদেরকে কিছু মাপকাঠি বলে দিন যার দ্বারা আমরা আসল নকল ধরে ফেলতে পারি। এখন তো স্বয়ং সরকারও ইসলামের বুলি আওড়ানো শুরু করেছে।

উত্তর– আসল-নকল ও ঠিক-বেঠিক বাছাই করার পন্থা এই যে, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধজাবাহী ও খাদেম এবং তার জন্য উৎসর্গীকৃত বলে দাবি করে তাদেরকে তাদের ব্যবহারিক বাস্তব জীবন দিয়েই যাঁচাই করতে হবে। তাদের বাস্তব জীবন ও আচার-আচরণ দেখুন। তা যদি ইসলাম মুতাবেক হয়, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে আপনারা নিজেরাই ফয়সালা করতে পারেন। ইসলাম শুধু বলার জিনিস নয়, বাস্তবে করার জিনিস। লোকের কথায় শুধু ভুলবেন না। বরং দেখুন, তার আসল স্বরূপ কি । যদি এ দৃষ্টি দিয়ে কোনো লোক অথবা প্রতিষ্ঠানকে দেখেন তাহলে খাঁটি জিনিস চিনতে কষ্ট হবার কথা নয়।

প্রশ্ন–ছাত্রদেরও বহু প্রতিষ্ঠান আছে। তারা এখন সবাই ইসলামের কথা বলে। এখন প্রশ্ন এই যে, সাধারণ ছাত্ররা কাদের সাথে থাকবে।

উত্তর–ছাত্রদের ক্ষেত্রে তো এ জিনিস বুঝে ফেলা আরও অধিক সহজ। সর্বপ্রথম আপনারা দেখুন যে, বহুকাল পূর্বে যখন খাস ইংরেজদের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতো, তখন এমন কোন্ ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল যে, ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী চরিত্র তৈরী করার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং তখন কার্যত ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে প্রমাণ করে দেয় যে, এ দেশের ছাত্র সমাজের সমর্থন কোনো সেকিউলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষবাদ) অথবা সোস্যালিজমের পক্ষে নয় বরং ইসলামের পক্ষেই থাকবে। তারপর দেখুন, ছাত্রদের মধ্যে এ আদর্শে যখন একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান কাজ করছিল, তখন পরবর্তীকালে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম করার প্রয়োজনটা কি ছিল। তার সাথে এটাও দেখুন যে, যারা এভাবে পৃথক প্রতিষ্ঠান কায়েম করলো, তারা সকলে কি একই জামায়াতে সংশ্লিষ্ট না কয়েকটি জামায়াতে বিভক্ত। আর শেষ কথা এই যে, এটাও দেখতে হবে, যখন সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তখন এ নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো কাদের সাথে থাকে। ইসলামের জন্য যারা কাজ করে তাদের সাথে, না ইসলামের বিপরীত মতবাদের ধারকবাহকদের সাথে ? এখন এর থেকে আপনারা সিদ্ধান্ত করতে পারেন।

প্রশ্ন–মাওলানা ! হাতের ইশারায় কি সালাম করা যায় ?

www.pathagar.com

উত্তর–জি হাঁ। এতে কোনো দোষ নেই। কখনো মানুষ দূরে থেকে সালাম করলে তার আওয়াজ পৌঁছে না। সেখানে ইশারায় বুঝতে পারা যায়। এ আমাদের দেশের এক প্রাচীন পদ্ধতি। কোনো কোনো মুসলিম দেশে বুকের উপর হাত রেখে সালাম করার শিষ্টাচারও আছে। এতেও কোনো দোষ নেই।

জামায়াতে ইসলামীর চেষ্টা-চরিত্র সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হলো এ দেশে এবং সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। এ দেশে আমরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি যাতে করে এ সারা দুনিয়ায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। আল্লাহ তাআলা যতোটুকু শক্তি আমাদেরকে দান করেছেন তার দ্বারা আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

অতপর ছাত্রগণ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতে বললেন। মাওলানা দোয়া করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ায় বরকত দান করুন।

(৯ এপ্রিল–১৯৭৬)

প্রশ্ন–মুহতারাম মাওলানা ! এ দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রামকারীদের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সভাসমিতি একেবারে দুষ্কর করে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় একজন কর্মী কি করবে ?

উত্তর–প্রত্যেক কর্মীর উচিত যার সাথেই তার যোগাযোগ রয়েছে তার কাছেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো। জনসভার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে এ দাওয়াত অধিকতর ফলপ্রসূ হিসেবে পৌঁছানো যায়। জামায়াতে ইসলামী যখন কায়েম হয়েছিল তখন বহুদিন পর্যন্ত আমরা কোনো জনসভা করিনি। বরং ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে দাওয়াত ছড়ানো হয়েছিল। জামায়াত কর্মীগণ নিজেদের কাছে জামায়াতের সাহিত্য রাখতেন। তাঁরা শিক্ষিত লোকের সাথে দেখা করে এসব সাহিত্য পড়তে দিতেন এবং অন্যান্যকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমমনা বানানো হতো। আপনারাও গলি গলি, মহল্লায় মহল্লায়, বাড়ীতে বাড়ীতে, ট্রেনে, বাসে প্রত্যেক স্থানে দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করুন। ইসলামী সাহিত্য কাছে রাখুন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমেও লোককে সমমনা বানিয়ে ফেলুন এবং সাহিত্যও পড়তে দিন। এ সময়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন চিন্তাশীল মহলকে আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা। অতপর

www.pathagar.com

এ চিন্তাশীল ও শিক্ষিত মহল গ্রাম্য লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের মতামত ব্যক্ত করবে। এ সময়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ জামায়াত প্রভাবিত। বিশেষ করে যেসব শিক্ষিত লোকের ইসলামের প্রতি ভালোবাসা আছে জামায়াতের সাথেও তাদের ভালোবাসা রয়েছে। তাঁরা যেখানেই আছেন ইসলামী সমাজব্যবস্থার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন–মাওলানা ! কোনো দেশে ইসলামী বিপ্লবের জন্য অন্ততপক্ষে কতটুকু উপায়-উপাদান, কতটুকু প্রস্তুতি এবং কোন্ কোন্ গুণাবলীর প্রয়োজন ?

উত্তর–এক এক দেশের অবস্থা এক এক ধরনের হয়ে থাকে। তথাপি নীতিগতভাবে মনে রাখুন যে, এ উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক এমন লোকের প্রয়োজন যারা পুরাপুরি ইসলামের মর্মকথা উপলব্ধি করেছে এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ পথে তারা সর্বদা জান, মাল ও সময় কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তথাপি এর কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, এসব লোকের চেষ্টায় ইসলামী সমাজব্যবস্থা অবশ্যই কায়েম হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সমাজব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তিনি যদি এ জাতিকে এ নিয়ামতের যোগ্য মনে করেন তাহলে তিনি এ ব্যবস্থা কায়েম করে দেবেন। কিন্তু জাতিই যদি তার যোগ্য না হয় এবং তারা যদি সৎলোকের পরিবর্তে অসৎলোককেই পসন্দ করে তা'হলে আল্লাহ তাআলা জবরদস্তি এ নিয়ামত তাদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। অবশ্যই তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন যারা 'দ্বীনে হক' প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে। (২১ এপ্রিল-১৯৭৬)

মু'মিন হর-হামেশা আল্লাহকে ভয় করে চলে কেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা কেন, শয়তানকে মু'মিনের মুকাবিলায় দাঁড় করানো হয়েছে কেন—গত সপ্তাহে জনৈক সাক্ষাতকারী এসব প্রশ্ন করলে বড় মনোজ্ঞ আলোচনা হয় এসবের ওপর। মাওলানা যখন এসব প্রশ্নের জবাব দেন তখন সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে তাঁর ওপরে। আর একটা পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে গোটা পরিবেশের ওপরে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! এই যে বলা হয়—দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা তার অর্থ কি ?

উত্তর–এটা একটা মু'মিনসুলভ অবস্থার কথা। মু'মিন একটা সীমারেখার মধ্যে তার জীবনযাপন করে। তার জীবন ফাসেক-ফাজেরের জীবন থেকে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ আলাদা। ফাসেক-ফাজেরের নিকট পাপ-পুণ্যের কোনো বাছবিচার থাকে না। তার মনে হালাল রুজির কোনো চিন্তা থাকে না। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকারও কোনো খেয়াল থাকে না তার। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন প্রতি পদে পদে একথা স্মরণ করে যে, তার কোন্ কোন্ কাজ করার অনুমতি আছে এবং কোন্ কোন্ কাজ থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। এটাই কারণ যার জন্য যখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন সে অনুভব করে যে, সে কারাজীবন থেকে মুক্তিলাভ করলো। অপরদিকে ফাসেক-ফাজের মৃত্যুর পর অনুভব করে যে, এখন তার কারা-জীবন শুরু হচ্ছে। তার কয়েদখানা মৃত্যুর পরের জীবন।

প্রশ্ন–মৃত্যুর সময় বা মৃত্যুর পর কি উভয়ে বুঝতে পারে যে তার পরিণাম কি হবে ?

উত্তর–জি হাঁ। তার দৃষ্টান্তও রয়েছে। স্টালিনের কথাই ভেবে দেখুন। স্টালিন কন্যা তাঁর গ্রন্থে পিতার শেষ মুহূর্তের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তা পড়লে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

প্রশ্ন–মানুষকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং শয়তানকেও। তারপর শয়তানকে মানুষের দুশমন কেন বানিয়ে দেয়া হলো ? তাকে মু'মিনের মুকাবিলায় দাঁড় করানো হলো কেন ?

উত্তর–শয়তান স্বয়ং তার এ স্থান বেছে নিয়েছে। আর এতেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মুক্তির পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। শয়তান অবিরাম মু'মিনকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় লেগে আছে। সে পাপ কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখায় এবং নেক কাজের মধ্যে বিপদ, ঝড়-ঝঞ্জা, ক্ষয়-ক্ষতি দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আপনাকে পাপ থেকে বাঁচার এবং সৎ পথে চলার আদেশ করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, আপনাকে শয়তানের সাথে সংগ্রাম করে চলতে হবে। তার সাথে অবিরাম সংগ্রামের মধ্যেই রয়েছে আপনার কল্যাণ ও সাফল্য। শয়তান বলতে গেলে মানুষের উন্নতির হেতু যদি মানুষ তাকে পরাজিত করতে পারে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ঈমান ও আমলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি ? কেউ কেউ আমলকে ঈমানের অংশ বলে থাকেন। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর–ইমাম আবু হানিফা র. আমলকে ঈমানের অংশ বলে গণ্য করেন না। এবং একথাই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। আসলে ইসলামের

www.pathagar.com

প্রতি ঈমান আনার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের রোকনগুলো মেনে চলাকে আমল বলে। যদি আপনি আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন তাহলে দেখুন অবস্থাটা কি হবে। একজন অমুসলমান ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহর ওপর ঈমান আনছে এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হচ্ছে। তারপর মাগরিবের নামাযের মনে করুন আধ ঘন্টা বাকী আছে। অর্থাৎ আমল করার সময় এখনো আসেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাগরিবের নামায পর্যন্ত এই আধ ঘন্টা সময়ে তাকে মু'মিন বলে গণ্য করবেন কিনা। তারপর ধরুন যদি ইসলাম গ্রহণের পর কেউ নামায-রোযার ওপর আমল করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে শুধু এই কারণে যে সে আমল করে দেখায়নি, তাকে মুসলমান বলে গণ্য করতে অস্বীকার করা হবে? কিংবা কোনো ব্যক্তি যাকাত দেয়ার সামর্থ রাখে না। তাহলে একথা বলা কি ঠিক হবে যে, সে এক-চতুর্থাংশ মুসলমান নয়? যদি সে হজ্জও করতে না পারে তাহলে তাকে কি তিন-পঞ্চমাংশ মুসলমান বলা হবে?

প্রশ্ন–মাওলানা ! যদি আমলকে ঈমানের অংশ বলা না হয় তাহলে তার মর্যাদা কি হবে?

উত্তর–আমল ঈমানের অংশ নয়, ঈমানের ফল।

একটি যুবক বলল–মাওলানা !আমি আপনার বিরোধী ছিলাম। কলেজে ইসলামী জমিয়াতে তালাবার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গিয়েছি। তারপর আপনার বই পড়ার সুযোগ হয়। এখন মত পরিবর্তন করেছি। একথা বলার পর যুবকটি মাওলানার কাছে সদুপদেশ চাইলো। মাওলানা তাকে বেশী করে দ্বীনি সাহিত্য পড়াশুনা করে দ্বীন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দেন, যাতে করে ইসলাম বিরোধী মতবাদগুলোর অনিষ্টকারিতা থেকে সতর্ক হতে পারে।

জনৈক বুজর্গ ব্যক্তি মাওলানার নিকটে বসে ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেন–

প্রশ্ন–মাওলানা ! আপনি যখন আপনার 'রবের' দরবারে হাজীর হবেন তখন বিশেষ করে আপনার কোন্ আমল তাঁর সামনে পেশ করবেন?

উত্তর–আমরা তার রহমতের আশায় বুক বেঁধে আছি। তিনি যদি কোনো কিছু কবুল করে নেন, তাহলে এটা তাঁর নেহায়াত মেহেরবানী এবং আমাদের সৌভাগ্য।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক ঘুরিয়ে আবার সেই প্রশ্ন করেন। মাওলানা বলেন, আমাদের সবকিছু নির্ভর করছে তাঁর রহমতের ওপর। আমরা শুধু তাঁর রহমতের ভিখারী।–(২৮ জুন–১৯৭৬)

৪ জুলাই ইসরাঈলী ছত্রীবাহিনী রাতের অন্ধকারে তিনটি বিমানের সাহায্যে উগাণ্ডা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। খবরে প্রকাশ তারা উগাণ্ডার সামরিক বাহিনীর বহু লোক হত্যা করে এবং বিমান বন্দরে অবস্থানরত এগারোটি বিমান ধ্বংস করে ফিলিস্তিনী ফেদাইন কর্তৃক আটক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে তেলআবিব ফিরে যায়। ৫/এ যায়লদার পার্কে বিকালের আসরে যখন এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয় তখন এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলে।

একজন প্রশ্ন করেন–মাওলানা ! কখনো কখনো এমন মনে হয় যে, বিশ্বযুদ্ধের পায়তারা আবার শুরু হচ্ছে। সামরিক শক্তির সাহায্যে অপরের ওপর অধিকার বিস্তারের দৃশ্য আজো দেখা যাচ্ছে।

উত্তর–এ ধারাবাহিকতা তো বরাবর চলে আসছে এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সকল প্রকার গাল গল্প সত্ত্বেও তা চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা হ্রাস পায়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলো যখন দেখলো যে, এ শতকের দু'টি বড় যুদ্ধ তাদেরকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলো তখন তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা করলো। এ কাজে তারা কতখানি সদিচ্ছার মনোভাব পোষণ করতো তা আপনাদের চোখের সামনে রয়েছে। এ জাতিসংঘের চোখের সামনেই ইসরাঈল আরব অঞ্চলগুলো তার অধিকারভুক্ত করে ফেললো। এখনো সেসব তার দখলে।

জনৈক যুবকের প্রশ্ন—মাওলানা ! ইহুদীরা আজ যেভাবে সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করছে তার কারণ কি ?

উত্তর–তার একটি বড় কারণ হলো—আমেরিকার সাহায্য-সহযোগিতা। আজ কাল আমেরিকায় যারাই ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে তাদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তারা দেশের নির্বাচনে ইহুদীদের সমর্থন উপেক্ষা করে। তাদের সমর্থন লাভের জন্য তারা তাদের দাবিগুলো মেনে নেয়। কিন্তু এ এমন জিনিস নয় যে, তা চিরদিন বলবৎ থাকবে। আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুভব করছে যে, তারা ইহুদীদের জন্য কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে। তাদের একদল এ চিন্তাও করছে যে, তারা এভাবে অপমানিত হতে থাকবে কেন। একথা বলা যাবে না যে কবে, কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, আমেরিকায় ইহুদীদের সেই অবস্থাই হবে যা জার্মানীতে হয়েছিল। সেখানে তারা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়

www.pathagar.com

যে ভূমিকা পালন করে এবং তার ফলে জার্মানীকে যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তাতে হিটলার তাদের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে তাদের ওপরে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয় তার পটভূমিকাই ছিল এই।

প্রশ্ন– মাওলানা ! বর্তমান যুগে এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যায় যার দ্বারা একথা বলা যেতে পারে যে, ইহুদীরা বিশ্বমানবতার সেবা অথবা তার গঠনমূলক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করছে ?

উত্তর–না। বরং তার বিপরীত আমরা এই দেখছি যে, দুনিয়ায় যতো প্রকার ফেৎনাই মাথাচাড়া দিচ্ছে তার পেছনে ইহুদী মন-মস্তিষ্ক এবং ইহুদী অর্থ-সম্পদ কাজ করছে। সোস্যালিজম ও কম্যুনিজম একজন ইহুদীর কল্পনাপ্রসূত জিনিস। ফ্রয়েডের দর্শনও একজন ইহুদীর উদ্ভাবিত। পৃথিবীর বড় বড় সংবাদ সংস্থাগুলো এবং 'টাইমের' মতো বহুল প্রচারিত পত্রিকাটি ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা তাদের মালিকানাভুক্ত। এ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে ধর্মহীনতা এবং চিন্তার নৈরাজ্য বিস্তারের কোনো সুযোগই তারা নষ্ট করছে না। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কাজ মৌখিকভাবে এ সকল সংবাদ সংস্থাগুলোই চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! কুরআন মজিদে ইহুদীদের জন্য লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজ তারা একটি ভূখণ্ডের মালিক।

উত্তর–যদি লুণ্ঠনকারী দস্যুশ্রেণী কোনো জনপদ দখল করে বসে, তাহলে তাদের দস্যু-লুণ্ঠনকারী হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না কি ? এমন কোনো ফেৎনা নেই যার পেছনে তাদের হাত নেই। এ সত্যটি তাদের লাঞ্ছিত জীবনেরই পরিচায়ক। ফেৎনা সৃষ্টি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জীবনযাপন করা সম্মানজনক হতে পারে না এবং এ তার স্থায়িত্বের গ্যারান্টিও দিতে পারে না। আল্লাহ তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য দুনিয়াটা টিকিয়ে রেখেছেন। এজন্য কখনো কখনো পায়ে দাঁড়াবার সুযোগও দেন। কিন্তু কেউ বলতে পারে না যে, কখন এ অবস্থার অবসান ঘটবে এবং কখন পুনরায় তাদের শাস্তির সূচনা হবে।

শেষ প্রশ্ন–মাওলানা! এ অবস্থায় ইসলামী দুনিয়ার আত্মরক্ষার কি উপায় হতে পারে ?

উত্তর–আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসন মেনে চলি তাহলে কোনো ফেৎনাই আর আমাদের জন্য ফেৎনা থাকবে না। কুরআনে করীম এবং রাসূলুল্লাহর সীরাত পাক প্রত্যেক যুগে আমাদের পথ

www.pathagar.com

নির্দেশ নিয়ে এসেছে এবং আমাদের রক্ষণাবেক্ষণও করেছে। খৃষ্টীয় জগত যেমন সহজেই ইহুদী চক্রান্তের শিকার হয়েছে, তার থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা এমন এক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিল যা কুরআন ও সুন্নাহর আকারে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

****

দরিয়াখান থেকে আগত একজন তার সাথীদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, মাওলানা ! ইনি আমাদের নতুন বন্ধু। ইনি তাঁর এলাকায় কাজ শুরু করেছেন। তাঁর জন্য দোয়া করুন।

মাওলানা বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ পথে অবিচলতা ও দৃঢ়তা দান করুন।

প্রশ্ন–আমরা দরিয়াখানে ঢাকার বায়তুল মুকাররমের মতো একটি মসজিদ তৈরী করছি। তার নামও বায়তুল মুকাররম রাখা হয়েছে। এ মসজিদ যাতে সম্পূর্ণ করতে পারি তার জন্যে দোয়া করুন।

উত্তর–আল্লাহ তা'আলা এ কাজে আপনাদের মদদ দান করুন এবং বায়তুল মুকাররম মসজিদকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দিন।

প্রশ্ন–মাওলানা! আমি আমার বাড়ীর ছাদে জামায়াতের পতাকা লাগিয়েছি। কিন্তু লোকে তা পসন্দ করছে না। তারা পতাকা নামিয়ে ফেলার জন্য বিভিন্ন যুক্তি পেশ করছে। সম্প্রতি এক পীর সাহেবের মাধ্যমে তারা আমাকে বলে যে, যখন বৃষ্টি হয় তখন সে পানি পতাকার ওপর দিয়ে বয়ে নীচে পড়ে। পতাকায় কালেমা লেখা আছে। এ পানি পায়ের নীচে অথবা নর্দমাতে পড়া ঠিক হবে না।

উত্তর–তাদেরকে বলুন যে, মক্কা মুয়াজ্জামায়ও বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সে পানি গোটা হেরেম শরীফ এবং খানায়ে কা'বার ওপর দিয়ে বয়ে বাজারের ওপর এবং গলিতে গিয়ে পড়ে। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মসজিদের গায়ে কালেমাও কুরআনের আয়াত লেখা আছে। তার ওপর দিয়ে বৃষ্টির পানি কোথায় গিয়ে পড়ে ?

প্রশ্ন–তাহলে আপত্তি উত্থাপনকারীগণ বেহুদা কথাই বলছে। এখন আমি পতাকা যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দিব কি ?

উত্তর–নিশ্চয়ই। পতাকা লটকানো, না লটকানো বড় কথা নয়। কিন্তু যখন লটকিয়েছেন তখন সরিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। এ ধরনের কোনো কথায় কান দেয়া উচিত নয়।–(২২ জুলাই–১৯৭৬)

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মাওলানা! বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে আমাদের গোত্রের (বেরাদরি) মধ্যে বড়ই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বেরাদরির কিছু লোক যখন বেশ কিছু টাকা-পয়সা কামাই করেন, তখন দেখি তারা এমন কাজকর্ম শুরু করেন যা মোটেই বাঞ্ছিত নয়। কেউ সিনেমার ব্যবসা করছেন, কেউ এমন ক্লাব বানিয়েছেন যেখানে সর্বদা মদ পান করানো খাওয়ানো হয়। কেউ আবার এমন হোটেল খুলেছেন যেখানে নারী-পুরুষের নাচ-গানের আসর জমে। যেহেতু তাঁরা একই গোত্র বা বেরাদরির লোক এবং পূর্ব থেকে তাঁদের সাথে আত্মীয়তা চলে আসছে এখন তাদের রোজগার নাজায়েয মনে করে তাদের ওখানে যদি যাতায়াত বন্ধ করে দেই তাহলে মনোমালিন্য ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাঁদের রোজগার সম্পর্কে কিছু কথা বললে তারা বলেন যে, তাঁরা যে কাজ করছেন তার চেয়ে বেশী শরীয়তের খেলাপ কাজ সমাজে চলছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা বলেন যে, সারা দুনিয়ায় সূদের কারবার চলছে তা কি আমাদের কাজ থেকে বেশী খারাপ নয়? এ ধরনের জবাব তাঁরা দেন। বুঝতে পারছি না তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি করব।

উত্তর–তাঁরা যে জবাব দেন তা অবশ্য ভুল নয়। কিন্তু একটি মন্দ কাজকে অন্য একটি মন্দ কাজের জন্য জায়েয মনে করা ঠিক নয়। এখন তাঁদের সাথে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপার। তো এ ব্যাপারে কথা এই যে, যদি কারো বাড়ীতে বিয়ে-শাদী হলো অথবা কেউ মারা গেলেন তো এমন অবস্থায় অবশ্যই সেখানে যাবেন, খানাপিনা করুন বা না করুন। উদ্দেশ্য এই যে, আত্মীয়তা বজায় রাখার যে নিয়ম তা পুরো করুন। কিন্তু নিষিদ্ধ কাজে অংশগ্রহণ করবেন না।

প্রশ্ন–মাওলানা ! জেনারেশন গ্যাপ (Generation Gap) কি সাধারণ জিনিস নয়?

উত্তর–এক ধরনের জেনারেশন গ্যাপ প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান ছিল। যুবকের চিন্তার ধরন বয়স্কদের থেকে আলাদা। এ ধরনের জেনারেশন গ্যাপ প্রত্যেক যুগেই পাওয়া যায় এবং তা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এক ধরনের জেনারেশন গ্যাপ যা সমগ্র পাশ্চাত্য জগত, গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রসার লাভ করেছে, সেখানকার চিত্র এই যে, পনেরো বছর বয়সের বালকের বিশ বছরের যুবকদেরকে সেকেলে মনে করে। বিশ বছরের যারা তারা পঁচিশ বছরের লোককে বুড়ো মনে করে। এমনি ধারণা পঁচিশ বছরের লোক ত্রিশ বছর বয়স্কদের সম্পর্কে

www.pathagar.com

পোষণ করে। অতপর নৈতিক অধপতন এতোখানি যে, দশ বছরের বালক-বালিকাদেরকে যৌনকার্য শিক্ষা দেয়া হয়। এখন এ ধরনের যে Generation Gap শুরু হয়েছে তাকে কে স্বাভাবিক বলবে ?

একটি যুবকের প্রশ্ন– মাওলানা ! হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র) ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রচেষ্টা চালালেন এবং তাঁকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হলো। ইসলামী বিপ্লবের পথ রোধ করার প্রচেষ্টা প্রত্যেক যুগেই হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. শাহ ইসমাইল শহীদ র. প্রমুখ মনীষীগণকে শহীদ করা হয়েছে। এ ধরনের কুকর্ম কতকাল ধরে চলতে থাকবে।

উত্তর–যতোদিন আল্লাহ চাইবেন ততোদিন চলতে থাকবে। আর আল্লাহর পথে শাহাদাৎ লাভ করা বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা বহুগুণে ভালো।

এ সময়ে জাপান থেকে আগত দু'জন মেহমান আসরে উপস্থিত হন। তাঁরা ছিলেন নও-মুসলিম। তাঁরা ইংরেজী ভাষায় মাওলানার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মাওলানার সাথে দেখা করা এবং তাফহীমুল কুরআনের ঐ সকল অংশ লাভ করা যা ইংরেজীতে তরজমা হয়েছে। তাঁদের একজন বলেন, মাওলানা ! আমার এক বন্ধু বলেন, আপনি নাকি এ তাফসীরের একটা অংশ জেলে বসে লিখেছেন। একথা কি ঠিক ?

উত্তর–জি হাঁ । তাফহীমুল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ জেলে বসে লেখা।

তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল মাওলানার স্বাস্থ্য সম্পর্কে। মাওলানা সংক্ষেপে তার জবাব দেন। আলাপ আলোচনার পর মেহমানদ্বয় বিদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ান এবং বিকাল বেলার এ আসরের প্রতি তাঁরা একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাতে মনে হলো যেন তাঁরা তাঁদের মনের পটে এ আসরের দৃশ্য এঁকে নিতে চান। বিদায়ের আগে একজন বলেন, মাওলানা ! আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনার সাথে আমাদের দেখা হলো। আপনার অস্তিত্ব শুধু পাকিস্তানের জন্য নয়, বরং আমাদের সকলের জন্য এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য অমূল্য সম্পদ। আপনি আমাদের খাতিরে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি-বিশেষ লক্ষ রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার হেফাযত করুন এবং আপনাদের ওপর তাঁর অধিকতর রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন–আমীন।

অতপর তাঁরা সকলকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে আসর ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মাওলানা ! যাঁরা হকপন্থী তাঁরা তাঁদের কাজ-কর্মের দ্বারা নিজেদের মতবাদ প্রমাণ করে দেখান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু লোক বিশেষ করে ক্ষমতাসীনগণ তাঁদেরকে উৎখাত ও নির্মূল করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। আমার মনে বার বার এ প্রশ্ন জাগে যে, তারা এমন করেন কেন ? এটা কি তাদের নিজেদের কাজ না তাদের পরামর্শ দাতাগণ তাদেরকে এ পথে টেনে আনেন ?

উত্তর–প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এসব লোক তাদের লাগাম তাদের প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেন। তারপর তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালাতে থাকে। এসব লোকের প্রত্যেকটি ভুল পরবর্তী ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে এমন এক সময় আসে, যখন তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ভুল পথে চালিত হয়। প্রবৃত্তির দাসদের এ পরিণাম সর্বজন বিদিত।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আপনি আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন তা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ কি আপনাকে কোনো সরাসরি Guidance (পথ নির্দেশ) দেন ?

উত্তর–আল্লাহর Guidance তাঁর কিতাব এবং রাসূল সা.-এর সুন্নাহ এবং তা আমাদের সকলের কাছে বিদ্যমান।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমার একথা বলার অর্থ এই যে, এ ব্যাপারে আপনি কি কখনো বিশেষ মানসিক অবস্থা অনুভব করেছেন অথবা এজন্য কি চেষ্টা করেছেন যাতে করে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি এ Guidance আপনি পান ?

উত্তর–তিনি আমার আল্লাহ। আমি তাঁর বান্দাহ। আমি তাঁরই বন্দেগী করি। যখন তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সা. রাহনুমায়ী (লিখিত পথ নির্দেশ) পাচ্ছি তখন আমি অন্যকিছুর প্রত্যাশী হবো কেন ?

(৩১ জুলাই–১৯৭৬)

একটি যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা ! সোস্যালিজম, কমিউনিজম, অথবা মার্কসবাদকে একনায়কত্বের নতুন রূপ বলা হয় কেন ?

উত্তর–এজন্য যে, একনায়কত্ব এসবের গঠন প্রকৃতিতেই বিদ্যমান। এটা সম্ভব নয় যে, সোস্যালিজম আসবে এবং তার সাথে একনায়ক আসবে না। যে ব্যবস্থা উপার্জনের যাবতীয় চাবিকাঠি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়, তা অতি নিকৃষ্ট ধরনের একনায়কত্ব হবে না তো কি ?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের পর এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা শুরু হয়। প্রশ্নকারী যুবকটি সোস্যালিষ্টদের মুখে যা কিছু শুনতে পান তা মাওলানার সামনে পেশ করেন। যুবকটি বলেন, সোস্যালিষ্টরা বলে যে, সোস্যালিজম গণতন্ত্রের বিরোধী নয়। এ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নির্মূল করে না।

উত্তর–সোস্যালিষ্ট দেশগুলো থেকে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কি ? সেখানে কোনো স্বাধীন নিরপেক্ষ পত্র-পত্রিকা অথবা বিরোধীদের অস্তিত্ব আছে কি? সেখানে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ আছে কি ? সোস্যালিষ্টদের জিজ্ঞেস করুন যে, এমন কোনো সোস্যালিষ্ট দেশ যদি থাকে যেখানে কোনো একটি গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নেয়া হয়েছে তাহলে তার নাম করুক।

প্রশ্ন–তারা বলে যে, সেখানে কেউ অভুক্ত থাকে না।

উত্তর–জেলেও কেউ অভুক্ত থাকে না। কিন্তু এমন কে আছে যে, আপন গৃহের জীবনযাপন থেকে জেল জীবন গ্রহণের জন্য তৈরী আছে ? জেলে খেতে পরতে দেয়া হয়, রাতে ঘুমোবার সুযোগ থাকে। এখন বলুন, আপনি জেলে যেতে প্রস্তুত আছেন কি ? কোনো ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী জীবনযাপনের পরিবর্তে জেলে অথবা কোনো বেগার ক্যাম্পে (Concentration Camp) জীবনযাপন করা পসন্দ করে কি ?

প্রশ্ন–আমরা সোস্যালিষ্ট এবং কমিউনিষ্টদের সামনে ইসলামী ব্যবস্থা এবং সোস্যালিজমের পার্থক্য কিভাবে বর্ণনা করবো ?

উত্তর–ইসলামী সমাজব্যবস্থার এমন কিছু মহান উদ্দেশ্য রয়েছে যার থেকে দুনিয়ার যাবতীয় ইজমগুলো বঞ্চিত। এ মানুষকে মহত্তর মানুষ গড়ার কর্মসূচী দান করে। অপরদিকে অন্যান্য ইজম বা মতবাদগুলো মানুষকে পশু অথবা প্রাণহীন বানাবার কাজ করে। মানুষের প্রকৃত সাফল্য এবং মুক্তি একমাত্র ইসলামী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আপনি কোনো অভাবগ্রস্থকে দেখলে আপনার অন্তরে তার জন্য সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আপনি তার প্রয়োজন জেনে নিয়ে তা পূরণ করেন। সে ঋণগ্রস্থ হলে তার ঋণ পরিশোধ করে দেন। সে যদি কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পারছে না, এ ব্যাপারে আপনি তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহর পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনি এ ধরনের যা কিছু করেন, তার থেকে একদিকে যেমন আপনার রূহানী তরবিয়ত হয়, অপরদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনি যে

www.pathagar.com

পদক্ষেপই গ্রহণ করেন, তা আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক দৃঢ়তর করে দেয় এবং আপনি স্বয়ং একজন মহৎ ব্যক্তি, সমাজের একজন কল্যাণকারী ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন। অন্যদিকে যার অভাব আপনি দূর করেন, তার মনেও তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মহৎ অনুভূতির সঞ্চার হয়। যার জন্য আপনি এ সৎকাজ করলেন তার মধ্যেও সৎকাজের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

এভাবে ইসলামী সমাজে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও একাত্মতা এবং আল্লাহর পথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে একটি পুঁজিবাদী সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে প্রত্যেকে আপন আপন উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের চিন্তায় বিভোর। এ উদ্দেশ্যে যদি অপরের রক্ত শোষণ করার প্রয়োজন হয় অথবা ধন-দৌলতের উন্নতির জন্য কারো ধ্বংস সাধন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে এ কাজ করাকে কেউ খারাপ মনে করে না।

তারপর সোস্যালিষ্ট সমাজে দেখুন। সেখানে কোনো অভাবগ্রস্থের অভাব মোচন করা আপনার কাজ নয়, রাষ্ট্রের কাজ। এ অবস্থায় আপনার মনে অপরের জন্য সহানুভূতি অথবা আন্তরিকতার প্রেরণা সৃষ্টি হবে? সে সমাজ আপনাকে স্বীকৃতি দান করে না এবং যেখানে মানুষকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা হয়, সেখানে আপনার মানুষ হিসেবে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন কিসের এবং কি করেই বা সম্ভব? যেখানে লোকের কাজ হচ্ছে যন্ত্রের মতো কাজ করা এবং রাষ্ট্রের কাজ যন্ত্রের মতো মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা, সেখানে উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ এবং মানসিক মর্যাদার স্থান কোথায়? যে ব্যবস্থা সর্বপ্রথম মানুষকে তার মনুষ্যত্ব থেকেই বঞ্চিত করে দেয় ইসলামের সাথে তার কি তুলনা হতে পারে?

মাওলানা আরও বলেন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক গঠন পদ্ধতির ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্বও অন্যান্য রাষ্ট্রের কার্য পদ্ধতি থেকে আলাদা। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্ব এই যে, সে অবৈধ উপার্জনের কোনো ছিদ্রপথ থাকতে দেবে না এবং হালাল উপার্জনের জন্য সকল পথ উন্মুক্ত রাখবে।

কিছুক্ষণ নীরবতায় পর একজন প্রশ্ন করেন–

প্রশ্ন–মাওলানা! সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের শেষ যুক্তিজাল এই যে, তারা বলে, যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা তোমরা বলছো এবং যার কল্যাণময় দিক তুলে ধরছো, দুনিয়ায় তা কি কোথাও বিদ্যমান আছে?

www.pathagar.com

উত্তর–আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, ১৯১৭ সালের আগে কি তোমাদের সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল ? ১৯১৭ সালের আগে সোস্যালিস্ট কমিউনিস্টরা এমন এক সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করছিল যার কোনোই অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। তারা যদি মার্কসীয় সমাজব্যবস্থার জন্য ঈমান বিল গায়েবের অভিব্যক্তি করতে পারে তাহলে আমরা কুরআন সুন্নাহর ব্যবস্থার জন্যে সংগ্রাম করতে পারবো না কেন? অথচ দুনিয়া এই ব্যবস্থাকে তারা যাবতীয় কল্যাণসহ কার্যকর দেখতে পেয়েছে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! মসজিদে যেসব শ্লোগান দেয়া হয়ে থাকে, যেমন কখনো অমুক ব্যক্তি, কখনো অমুক ব্যক্তির জন্য জিন্দাবাদ ধ্বনী দেয়া— এটা কি জায়েয ?

উত্তর–আমার নিকটে এ জিনিস দোষমুক্ত নয়। মসজিদ আল্লাহর নাম বলার জন্য। সেখানকার শ্লোগান তো 'আল্লাহু আকবার' হওয়া উচিত।–(২৪ আগষ্ট–১৯৭৬)

প্রশ্ন-মাওলানা ! ইসলাম কি জাতীয়তা বিরোধী ?

উত্তর-ইসলাম 'ন্যাশনালিটি' বিরোধী নয় ; ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ বিরোধী। Nationality মানবজাতির একটা স্বাভাবিক বিভক্তির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি হওয়া অপরাধ নয়, জাতিপূজা অপরাধ।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আবহাওয়া বিভাগের শরঈ হুকুম কি ?

উত্তর–এ বিভাগ বায়ুর চাপ, বায়ুর মধ্যে আদ্রতা এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এ একটা অনুমান মাত্র। নিশ্চয়তার সাথে তারা কোনো দাবি করতে পারে না। এ দিক দিয়ে এ ধরনের ঘোষণা জ্ঞানভিত্তিক অনুমান এবং অনুমতি ইসলামে রয়েছে।

****

পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়ে থাকে যা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সভ্যতা এবং তার বস্তুবাদী মতবাদ যেভাবে মানুষকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে চলেছে, পারিবারিক ব্যবস্থাকে যেভাবে ধ্বংস করছে এবং তার ফলে যে নৈতিক অধঃপতন হয়েছে এবং হচ্ছে তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মাওলানা বলেন ঃ

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা একথা বলে এবং বিবেক তা স্বীকার করে যে, যেখানেই এ সভ্যতা গিয়ে পৌছবে সেখানেই তার সাথে পাশবিকতা এসে পড়বে এবং মনুষ্যত্ব বিদায় নেবে।

জনৈক যুবক পাশ্চাত্যের চরিত্রের একটা উজ্জ্বল দিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাদের সাথে যখন আমাদের দেখা হয়, তখন তারা অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে আলাপ-আলোচনা করে। তাদের চরিত্রের এ একটি প্রশংসনীয় দিক নয় কি ?

উত্তর–জি হাঁ। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ ধরনের আচরণের সাথে এ দিকটাও লক্ষ করবেন যে, সমষ্টিগতভাবে তারা আপনাদের গোটা দেশগুলোর সাথে কি আচরণ করেছে এবং করছে। সমগ্র আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশগুলোতে, এ উপমহাদেশে এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে যেরূপ ঔপনিবেশিকতা এবং আপন জাতীয় চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ করেছে তা আপনি কি করে ভুলে যাবেন ? তাদের কার্যপদ্ধতির এ পার্থক্য সামনে রেখে সিদ্ধান্ত করুন যে, তাদের সভ্যতা তাদেরকে কোন্ ধরনের চরিত্র দান করেছে।

****

পাশ্চাত্য জগতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাকে যেভাবে পরিহার করা হচ্ছে তার আলোচনা শুরু হলে মাওলানা বলেন ঃ

ইউরোপে তো এমন এক সময়ও গেছে যখন শরীরে পানি লাগতে দেয়া হতো না। সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, ধর্মজাজক, সংসারত্যাগী প্রভৃতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে সকলের অগ্রগামী ছিলেন। ইতিহাসে এ ধরনের বহু ধর্মজাজক ও সংসারত্যাগী ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের সম্পর্কে গর্বের সাথে একথা বলা হতো যে, পঁচিশ-তিরিশ বছর পর্যন্ত তারা গায়ে পানি দেয়নি। তার ফলে শরীরে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হতো তা প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হতো। ফ্রান্সের ইউ-ডি-কোলন এবং ইভনিং প্যারিস প্রভৃতির দ্বারা আজও এ উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়। দেহের দুর্গন্ধ দূর করার পরিবর্তে তা শুধু দাবিয়ে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা এখন পর্যন্ত পবিত্রতার চাহিদাই বুঝতে পারেনি এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা তাদের জীবনের কার্যকর করতে পারেনি। একমাত্র ইসলামই মানুষকে এসব বিষয়ের সাথে পরিচিত করেছে এবং তাকে তার জীবনের মধ্যে শামিল করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

নাইজেরিয়া থেকে আগত এক ব্যক্তি বলেন—মাওলানা ! নাইজেরিয়ার কিছু বন্ধু-বান্ধবের বাসনা এই যে, পাকিস্তান থেকে আপনার ফটো নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছাই। আমার এ সাথী ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন। যদি অনুমতি হয় তো তিনি তৈরী হতে পারেন।

উত্তর–ফটোর তোহফা বড় ভয়ংকর তোহফা। এর থেকে বেঁচে থাকা দরকার। আপনাদেরকেও এর থেকে বেঁচে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। উপহার হিসেবে আপনার বন্ধুদেরকে আমার বইপুস্তক দিতে পারেন।

নাইজেরিয়ার মেহমানদ্বয় মাওলানার একথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অন্য কথা শুরু করলেন। তাঁরা বললেন, নাইজেরিয়ার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো শিক্ষার দিক দিয়ে তাদের পশ্চাদপদতা। সেখানে শিক্ষিত লোকের অনুপাত এতো কম যে, তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। তার চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা সেখানে নেই বললেই চলে।

মাওলানা এসব সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসবের সত্যতা তিনি স্বীকার করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যে কলাকৌশল প্রয়োগ করে চরম অসুবিধার সৃষ্টি করতো তা মাওলানা বর্ণনা করেন। এসব কারণেই বিশেষভাবে নাইজেরিয়ার মুসলমানগণ শিক্ষার আলোক থেকে দূরে রয়েছে। প্রসংগক্রমে নাইজেরিয়ার মর্দেমুমিন আহমাদু বেলুর কথাও এসে পড়ে। তখন মাওলানা বলেন, আহমাদু বেলু চারদিকের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে তিনি সর্বপ্রথম মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। এজন্য তিনি কাজও শুরু করেছিলেন যার জন্য তাঁকে শহীদ করে দেয়া হলো। (৩১ আগষ্ট–১৯৭৬)

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্ব মুসলিম সংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য বহু সংস্থার পক্ষ থেকে অবিরাম মাওলানার নিকটে আবেদন নিবেদন জানানো হয় তাঁদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সেসব সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না বলে দুঃখের সাথে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এ সপ্তাহে স্পেন এবং কায়রো থেকে দু'টি আমন্ত্রণ এসেছে। এর পটভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর শেষ কোন্ বৈঠকে আপনি যোগদান করেন ?

www.pathagar.com

উত্তর–১৯৬৯ সালে। আর এ সময়েই আমার মনে হয়েছিল যে, আর কখনো এতে অংশগ্রহণ করতে পারবো না। এবার আমি ওমরাহ এমন অবস্থায় করেছিলাম যে, তাওয়াফ করতে সাত বারের মধ্যে তিনবার থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে করছি। নামাযের জন্য হেরেম শরীফে যেতাম তো দরজার পাশে যে দু'একটি কাতার দাঁড়াতো তাতেই শামিল হতাম। সামনের দিকে যেতে পারতাম না। মসজিদে নববীতেও এ অবস্থা হয়েছিল। একবার মাত্র রওজাপাক পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলাম। বেশী চলতে গেলেই পা একেবারে অচল হয়ে পড়তো।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আপনার স্মৃতি শক্তি কেমন ? আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কাজ করার সময় কথা ভুলে যান না তো ?

উত্তর–যে কাজ আমি করছি সে ব্যাপারে তো আল্লাহর ফজলে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আর আমার স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা এই যে, আমার স্মৃতির আলমারীতে আজেবাজে জিনিস সেজেগুজে রাখি না। শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস তাতে রাখি। অন্য কিছুকে সেখানে যেতেই দেই না।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত কাজ ও পড়াশুনা করতে পারেন ?

উত্তর–প্রায় ছ'সাত ঘন্টা। এ হলো সবচেয়ে কম সময়। আগেতো এর দ্বিগুণ সময় কাজ করতাম। তার ওপর আন্দোলনের কাজ।

প্রশ্ন–আহলে কিতাবের সাথে কি শাদী জায়েয ? যদি ছেলে মুসলমান হয় এবং মেয়ে ইহুদী অথবা খৃষ্টান, তাহলে তাদের মধ্যে বিয়ে-শাদি হতে পারে কিনা। তাদের সন্তান হলে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি ?

উত্তর–এ ধরনের বিয়ে-শাদি হতে পারে। কিন্তু একথা পরিষ্কার বুঝে নেয়া দরকার যে, শরীয়ত এটাকে জায়েয করেছে, হুকুম করেনি এবং তাকে পছন্দনীয় মনে করেনি। এদের সন্তান হলে তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করা এবং মুসলমান হিসেবে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। বিয়ের পূর্বেই এসবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া দরকার এবং এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে। সন্তান ছেলে হোক অবশ্যই মুসলমান হবে। এটা এজন্য প্রয়োজন যে, সাধারণ-ভাবে এ ধরনের বিয়ে-শাদীতে এক প্রকারের ভাগাভাগির নীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তাহলে এই যে, ছেলে হলে বাপের ধর্মে মেয়ে হলে মায়ের ধর্মে হবে। এ ভাগাভাগির নীতি এতটা দৃঢ়মূল হয়েছে যে, এ এক অলিখিত চুক্তির শামিল হয়ে পড়েছে। জানা

www.pathagar.com

দরকার যে, ইসলাম এ ধরনের ভাগাভাগি স্বীকার করে না। ছেলে হোক মেয়ে হোক, সে অবশ্যই মুসলমান হবে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ছেলে বালেগ হওয়ার পর মা-বাপের অনুমতি ব্যতিরেকে এ ধরনের বিয়ে করতে পারে ?

উত্তর–অবশ্যি এ অনুমতি আছে যে, ছেলে সাবালক হলে এমন করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে এমন আরও কিছু বিষয় আছে যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথম কথা এই যে, শরীয়ত আহলে কিতাবের মধ্যে বিয়ের অনুমতি তো দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাকে পছন্দনীয় কাজ মনে করেনি। দ্বিতীয় কথা এই যে, এরূপ বিয়ের পর সন্তানদের ওপর মা-বাপের কোনো না কোনো প্রভাব অবশ্যই পড়বে। তৃতীয়তঃ বিয়ের সময় যে কথাটি ভুলে যাওয়া উচিত নয় তা হলো এই যে, ছেলের ওপরে মা-বাপের বিরাট হক রয়েছে। বরং আল্লাহর পরেই মা-বাবার হক রয়েছে। শুধু শিরক, কুফর অথবা গোনাহের কাজের আদেশ ব্যতীত মা-বাপের না-ফরমানী করা জায়েয নয়। তারপর দেখুন যে, বিয়ে-শাদী শুধু ছেলে-মেয়ের ব্যাপারই নয়; বরং দুটি পরিবারকে একে অপরের নিকটবর্তী করার কারণও বটে। বিয়ের ব্যাপারে মা-বাপের অসম্মতির অর্থ এই যে, ছেলে তার গোটা পরিবার থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়লো। পরবর্তীকালে এ সন্তানদের জন্যও ক্ষতিকর হবে। এ সন্তানরা এমন এক পরিবারে লালিত-পালিত হয় যা গোটা পরিবার থেকে একেবারে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন–ছেলে যদি দেখে তার মা-বাবা তাকে এমন স্থানে বিয়ে দিচ্ছে যেখানে তার বনিবনাও মোটেই হবে না, তাহলে সে কি করবে ?

উত্তর–এমন অবস্থা যদি হয় তাহলে মা-বাবাকে সব কথা বিস্তারিত বলে তাদেরকে সম্মত করার চেষ্টা করতে হবে। মা-বাবা আপন ছেলের দুশমন নয়। এমন তো হতে পারে না যে, সবকিছু তারা বুঝতে পারলো তারপরও তারা ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জেদ ধরে বসলো।

(২৩ সেপ্টেম্বর–১৯৭৬)

প্রশ্ন– আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় কি ?

উত্তর–আল্লাহর দ্বীনকে ভালমত বুঝে তার ওপর আমল করুন এবং তা কায়েম করার চেষ্টা-চরিত্র করুন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টাই হলো তাঁর নৈকট্য লাভের পথ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–এতো এক ব্যাপক কর্মসূচী।

উত্তর–এতো বড় পুরস্কারের জন্য আপনি সংক্ষিপ্ত পথ তালাশ করছেন ? আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সারা জীবন চতুর্মুখী সংগ্রাম করতে হয়। আল্লাহর জান্নাত এতো সস্তা বস্তু নয়। এখানে আপনি একটি বাড়ী তৈরীর জন্য সারা জীবন চেষ্টা-চরিত্র করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় এ বাসনা পূরণের জন্য ব্যয় করেন। হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা তার জন্য খরচ করেন। এখন বলুন, আল্লাহ্ তা'আলার জান্নাতই কি এমন একটি মামুলি স্থান যেখানে আপনি বিনা পরিশ্রমেই বাড়ী পেয়ে যাবেন ?

প্রশ্ন–ইসলামকে 'দ্বীনে ফিৎরাত' (প্রাকৃতিক দ্বীন) বলা হয়। কিন্তু সংগীতের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় কেন ? এও তো এক প্রাকৃতিক জিনিস।

উত্তর–বোধ হয় আপনি একথা মনে করেন যে, মানুষ যা কিছুই করে সবই প্রকৃতির নির্দেশ মুতাবেকই করে ? এজন্য আপনি সংগীতকেও প্রকৃতিসম্মত মনে করেন। অথচ ব্যাপার তা নয়। মানুষের কিছু কাজ প্রকৃতির পরিপন্থী হয় এবং কিছু কাজ এমন যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমতুল্য। সংগীতের মধ্যে মানুষের আত্মমগ্নতা এবং ক্রমবর্ধমান আসক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ মানুষকে ফরজ কাজগুলো থেকে শুধু দূরেই রাখে না। বরং মানুষ তার থেকে একেবারে উদাসীন হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সংগীত মানুষকে এমন এক অবস্থার সন্নিকট করে দেয়, যে অবস্থা মদ্যপানে সৃষ্টি হয়। এ জিনিসকে 'দ্বীনে ফিৎরাতের' মুতাবেক কি করে বলা যায় ?

একটি যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা! আমি অর্থনীতি ভালোভাবে পড়াশুনা করেছি। তার ফলে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মুসলমানদের অধঃপতন, তাদের ধ্বংস এবং মুসলিম দেশগুলোর যাবতীয় অবনতির মূল কারণ তাদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। বর্তমানে দুনিয়ার সব জাতিই উন্নত ও সম্পদশালী, যেমন–বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী চীন ও জাপানবাসী, খৃষ্টীয় আমেরিকা ও ইউরোপ। এরূপ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও, যেমন ইহুদী প্রভৃতি। এরা সকলেই ঐশ্বর্যের মালিক। অথচ মুসলমান দরিদ্র এবং সম্পদহীন। এ জন্যই তারা কোনো উন্নতি করতে পারছে না।

উত্তর–যদি উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সম্পদ শর্ত হয়, তাহলে কিছু মুসলিম দেশেও তো যথেষ্ট সম্পদ আছে।

প্রশ্ন–তাহলে তাদের অগ্রগতি না হওয়ার কারণ কি ?

www.pathagar.com

উত্তর–মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পদের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং ইসলামের ওপর। তারা ইসলামের সাথে কি আচরণ করছে তার ওপরেই তাদের উন্নতি ও মুক্তি নির্ভর করছে। ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, ইসলামের অনুসরণ করেই আমরা সবকিছু লাভ করেছি এবং তার থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা সবকিছুই হারিয়েছি। উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের হোক অথবা সার্বিক উন্নয়নের, এসব উদ্দেশ্যাবলী মুসলমানগণ একমাত্র ইসলামের অনুসরণ ও ইসলামী চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে। এ ছাড়া তাদের মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই।

প্রশ্ন–একজন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির কোনো চরিত্র থাকে না। আমাদের সমাজে এর দৃষ্টান্ত নেই কি ?

উত্তর–আপনি যে সমাজের নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিদের কথা বলছেন, সে সমাজের সম্পদশালীগণ কি চরিত্র সম্পদের অধিকারী ?

প্রশ্নকারী–না। কিন্তু বেকার এবং নিঃস্ব লোক নৈতিক অধঃপতনের জন্য বেশী দায়ী।

উত্তর–এ ধারণাকেও যদি সত্য বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রতিটি উপার্জনশীল ও সচ্ছল ব্যক্তির মহৎ চরিত্রের নমুনা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনি নিজেও জানেন যে, এমনটি নয়। এই যে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সর্বস্তরে ঘুষ ও দুর্নীতির দৌরাত্ম চলছে, এগুলো কি বেকার লোকেরা চালাচ্ছে ? মোটা মোটা বেতন এবং সবরকম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের পরেও দুর্নীতি কেন করা হয়। এভাবে অন্যান্য অনাচারের পৃষ্ঠপোষকতা কারা করছে ? স্বীকার করতেই হবে যে, সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে চরিত্রের। স্বয়ং একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি ঐ সব লোকের চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল যারা শাসন ক্ষমতা লাভ করে। তারা যদি সৎ ও নির্ভরশীল হয়, তাহলে জাতির উন্নতি-অগ্রগতি কেউ রুখতে পারে না। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আমরা যখন একটি মুসলমান রাষ্ট্র ও সমাজের চরিত্রের কথা বলি, তখন তার দ্বারা ইসলামী চরিত্রই বুঝানো হয়।

(৩০ সেপ্টেম্বর–১৯৭৬)

প্রশ্ন–মাওলানা! আমি একজন সাধারণ লোক। কখনো কখনো ভাবি যে, এ দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টার জন্য নিজকে উৎসর্গ করে দেই। কিন্তু তারপর এ প্রশ্ন জাগে যে, এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কতখানি। একথা চিন্তা করে আবার নিরস্ত হয়ে পড়ি। তারপর আর নিজেকে এ কাজের জন্য উৎসর্গ করতে পারি না।

www.pathagar.com

উত্তর–আপনার দেখা দরকার যে, যে কাজ আপনি করতে চান তা হক কি না। যদি হক হয় তাহলে তার সাফল্যের সময় নির্ধারণ করা আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ হচ্ছে হকের জন্য অগ্রসর হওয়া। আপনি স্বয়ং চিন্তা করে দেখুন যে, হকের কামিয়াবির একটা সময় যদি নির্ধারিত করে দেয়া হতো, তাহলে তা বাস্তবায়িত করতে অস্বীকার কে করতো ? তারপর এ অবস্থায় একথা কিভাবে জানা যেতো যে, কে হকের জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছে এবং কার লক্ষ্য শুধুমাত্র সাফল্যের পরিণামের ওপর ?

****

ফারাক্কা বাঁধের প্রসংগ উঠলে মাওলানা এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, বাংলাদেশ এ ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং বিষয়টি বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করতে ইতস্তত করেনি।

জনৈক যুবক প্রশ্ন করেন—মাওলানা একথা বুঝতে পারা যাচ্ছে না ভারত এ ব্যাপারে কেন গোঁ ধরে ছিল যে, বিষয়টি যেন কিছুতেই বিশ্ববাসীর সামনে উত্থাপিত না হয়—না এ বিষয় জাতিসংঘে পেশ করা যাবে, আর না অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে তার আলোচনা করা যাবে ?

উত্তর–তার কারণ এই যে, ভারত তার নিজের অপরাধ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। সে জানে যে, তার ভূমিকা কোন চোখে দেখা হবে। দুনিয়ার বিভিন্ন নদ-নদী বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কোনো দেশই তার আপন দেশের তথাকথিত স্বার্থের খাতিরে অপরের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে না। স্বয়ং ইউরোপে দানিয়ুব নদ কয়েক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু কেউ তার ওপর বাঁধ বেঁধে অপরকে সে পানি এবং তার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত করেনি।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ভারত যদি এ ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে কোনো অজুহাতে বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে কি হবে ?

উত্তর–বাংলাদেশ গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে আত্মরক্ষার জন্য অনন্য সাধারণ দেশ। সে দেশের অধিবাসী যদি তাদের ওপর আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের কলা কৌশল ব্যবহার করে তাহলে আক্রমণকারীর জন্য যুদ্ধ বড়ই মহার্ঘ হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমার ছেলে নামায পড়ে না। অনেক বুঝালাম কিন্তু সে এ পথে এলো না। তাকে কি বাড়ী থেকে বের করে দেব ?

উত্তর–না, তা করবেন না।

প্রশ্ন–মাওলানা ! তাহলে তার এ কার্যকলাপের জন্য আমি কি দায়ী হবো না ?

উত্তর–আপনি তো আপনার কর্তব্য করে যাচ্ছেন। এরপর আপনার কোনো দায়িত্ব রইলো না। কিন্তু বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে সংশোধনের পথ বন্ধ করবেন না। ছেলে-পেলে মন্দ লোকের হাতে পড়লে সংশোধনের সম্ভাবনা আর থাকে না।

প্রশ্ন–মাওলানা ! যদি কেউ ভুলবশত এমন অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখে যেখানে সুদ দেয়া হয়, তাহলে এ সুদের টাকা সে কি করবে ?

উত্তর–সে টাকা গরীবের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। নিজে কোনো কাজে লাগাবে না।

প্রশ্ন–এভাবে কি দানের সওয়াব পাওয়া যাবে ?

উত্তর–দানের সওয়াব মিলুক বা না মিলুক, গোনাহ থেকে বাঁচার সওয়াব তো পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন–ইসলামের ভবিষ্যত কি ?

উত্তর–মুসলমানদের ভবিষ্যতের কথা বলুন। ইসলামের ভবিষ্যত তো কোনো দিনই বিপন্ন হয়নি। বিপদ হকের হয় না কোনো দিন। বিপদে তারা পড়ে যারা হক জানে এবং মানে, কিন্তু তার ওপর আমল করে না। দেখুন, স্বাস্থ্য রক্ষার কিছু মূলনীতি আছে। তা আমল করলেই মানুষের তাতে কল্যাণ হয়। আমল না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এতে মূলনীতিগুলোর ওপর তার কি প্রভাব পড়বে ? দুনিয়ার সকল লোকও যদি স্বাস্থ্য রক্ষার মূলনীতি ভংগ করে নিজেদের রোগাক্রান্ত করে ফেলে তাতে মূলনীতির কি বিগড়াবে ? মূলনীতি সর্বদাই ঠিক থাকে। তার ভবিষ্যৎ কখনো অন্ধকার হয় না। এ দৃষ্টান্তের আলোকে আপনি দেখুন, যদি মুসলমান ইসলামের ওপর আমল করে তাহলে এতেই তার মুক্তি। আর যদি আমল না করে তাহলে তার পরিণাম তাই হবে যা আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে।

প্রশ্ন–আমরা মুসলমানদের প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জন্মভূমি, জাতি ও দেশের নামে কি উদাত্ত আহ্বান জানাবো না যেভাবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ করে ?

www.pathagar.com

উত্তর–আপনারা আল্লাহর বিকল্প তালাশের চেষ্টা করবেন না। আল্লাহর নির্দেশাবলী কার্যকর করার চেষ্টা করুন। (২৪ অক্টোবর–১৯৭৬)

প্রতি বছর 'ঈদ মুবারাক' সহ অসংখ্য পত্র ও ঈদকার্ড ৫/এ যায়লদার পার্কে পৌঁছে। এবার এমন একখানি ঈদকার্ড এসেছে যা তার বৈশিষ্ট্যে একক ও অনুপম। সপ্তম শ্রেণীর একটি ছাত্র মাওলানাকে ঈদের মুবারকবাদসহ একটি ঈদকার্ড পাঠিয়েছে। কিন্তু মনে হয় মাওলানার ঠিকানা তার জানা ছিল না। সে কোনো পত্রিকা থেকে মাওলানার ফটো কেটে নিয়ে ঠিকানার জায়গায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ডাকে ফেলেছে। কার্ডখানা বহাল তবিয়তে ৫/এ যায়লদার পার্ক এসে হাজীর হয়েছে।

****

এক ব্যক্তি লিখিতভাবে মাওলানার কাছে কোনো বিষয়ে ফতোয়া তলব করেন। তার প্রথম ছত্রটি ছিল, যেমন হয়ে থাকে—"কি বলেন ওলামায়ে কেরাম এ মাসয়ালা সম্পর্কে.....?"

মাওলানা কাগজখানা ভদ্রলোককে ফেরৎ দিয়ে বলেন, বোধহয় আপনার জানা আছে যে, আমি কোনো ফতোয়া দেই না। কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে, অথবা কোনো মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে—আমি আমার অভিমত জানিয়ে দেই-ফতোয়া দেই না। পি পি পি'র পক্ষ থেকে মহিলা সপ্তাহ পালন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে একটি যুবক বলেন, এ ধরনের কাজ যারা করে তারা বলে যে, এ কাজ কেন করা হবে না-নারী পুরুষ যখন সমান?

উত্তর–ইসলামী সমাজে নারী পুরুষের মান-ইজ্জত সমান। তারা তাদের সৎ কাজের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারে সমান অংশীদার। কিন্তু ইসলামের সাম্যের ধারণা ঐ সব লোকের সাম্য থেকে ভিন্ন যারা বলে 'লেডিজ ফার্স্ট' যারা তাদেরকে আবার কলকারখানায় ঠেলে দিয়ে তাদের সত্যিকার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করে রাখে। পাশ্চাত্যের সেই সমাজের লোক–যারা ক'বছর আগে বলতো–'লেডিজ ফার্স্ট' তারা স্পষ্ট একথা বলছে যে, নারী-পুরুষ যখন সমান তখন আবার 'লেডিজ ফার্স্ট' কেন? এখন সেখানে বাসে (Bus) পুরুষেরা মেয়েদের জন্য সীট ছেড়ে দেয় না। মেয়েরা এখন বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে পুরুষের ধাক্কা খেতে খেতে ভ্রমণ করে। কেউ বেচারীদের কোনো পরোয়া করে

www.pathagar.com

না। জীবনের কোনো পর্যায়ে পারস্পরিক সহানুভূতি অথবা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোনো বালাই নেই। সড়কের ওপরে বৃদ্ধা তার বোঝার চাপে নুয়ে পড়ছে। কেউ ফিরে তাকায় না তার সাহায্যের জন্য। কতবার এমনও হয়েছে যে, কোনো পাকিস্তানী মুসলমান তার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেছে, আসুন বুড়ী মা, আপনার বোঝা আপনার বাড়ী পৌঁছিয়ে দেই। অতপর সে বেচারী এতো দোয়া দিতে থাকে যে, ঘরের দরজা পর্যন্ত তার দোয়া আর শেষ হতে চায় না। কোনো ব্যক্তির এ ধরনের সহানুভূতিসূচক পদক্ষেপ তাদের কাছে অতি বিস্ময় মনে হয়। এখন তাদের সমাজ থেকে কোনো প্রকার সহানুভূতি পাওয়ার আশাই তাদের নেই। পাশ্চাত্যের এই যে সাম্যের ধারণা তা একটি অনুভূতিহীন সমাজ গড়া ছাড়া আর কি করতে পেরেছে ? পারিবারিক জীবন তাদের ধ্বংস হয়েছে। মনের শান্তি তাদের হরণ করা হয়েছে। তালাকের আধিক্য বিবাহের পবিত্রতা নষ্ট করে ফেলেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নারীদের ওপর অর্থনৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে একথা বলা যে, তাদের কল্যাণ করা হচ্ছে–এ একটা ডাহা মিথ্যে কথা এবং প্রতারণা। আমাদের দেশে যারা মিশ্র সমাজ গঠনের চেষ্টা করছে তারা সমাজকে সেসব নিয়ামত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করছে যা ইসলামের বদৌলতে এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

****

এক ব্যক্তি অতি পুরাতন অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে বলেন ঃ

প্রশ্ন–মাওলানা ! একটি অভিযোগ করা হয় যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার করা হয়েছে, তা কতটা সত্য ?

উত্তর–এই যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হযরত ওমর রা. হযরত ওসমান রা. হযরত আলী রা. এবং অন্যান্য সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে কোন্ তরবারী জয় করেছিল ? একথা সত্য যে, কোনো তরবারী তা করেনি। পরবর্তীকালে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিলো তা কাফেরদের অবলম্বিত নীতির কারণেই হয়েছিল। একমাত্র কুফরই ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যাচার নির্যাতনের পলিসি গ্রহণ করেছিলো। কিছুকাল পর্যন্ত মুসলমানগণ তাদের অমানুষিক নির্যাতন নিষ্পেষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইসলামের অনুসারীগণ যদি এতোটা শক্তি অর্জন করতে পারে যে, কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে পারে, তাহলে তারপর তারা অত্যাচার-উৎপীড়ন বরদাশত করবে কেন ?

www.pathagar.com

মাওলানা পুনরায় বলেন, মুসলমানদের উচিত নয় যে, তারা অত্যাচার বন্ধ করার শক্তি রাখে অথচ তা করবে না।

প্রশ্ন–কিন্তু যুদ্ধ তো আরবের কাফেরদের বিরুদ্ধেই সীমিত রইলো না বরং অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়লো। সেখানে কোন্ অত্যাচার নির্মূল করার প্রয়োজন ছিল ?

উত্তর–মানব জাতির ওপর সবচেয়ে বড় যুলুম হলো কুফরী শাসন। হক যদি হয় হক তাহলে তা বাতিলের শাসন কি করে বরদাশত করবে ? ইরান ও রোমীয় সাম্রাজ্য নিপাত করার অর্থ হলো কুফরের রাজনৈতিক শক্তি চূর্ণ করা যা বিশ্ব-মানবতার কাছে সত্যের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন এ প্রতিবন্ধকতা দূর করেছিলেন। কিন্তু এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না যে, মুসলমানগণ কোনো দেশে প্রবেশ করার পর কারো বুকের ওপর তলোয়ার রেখে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করেছে।

****

এখন ছাত্রদের কিছু কথা।

একটি ছাত্র ঐসব ইংরেজী বইয়ের নাম লিখে এনেছেন, মাওলানা তাঁর পর্দা গ্রন্থের মধ্যে যেসব বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন। ছাত্রটি বলেন, মাওলানা! আমি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে এ বইগুলো পাওয়ার চেষ্টা করেছি। পাঞ্জাব লাইব্রেরীতেও গিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ বই পাইনি। এসব বই কি আপনার কাছে আছে ?

উত্তর–এসবের মধ্যে কিছু বই তো আমি হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করেছি। কিছু পরে সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর যে অবস্থায় আমরা পাঠানকোট থেকে লাহোর আসি তাতে অন্যান্য বইয়ের সাথে এসবও সেখানে রয়ে যায়। যদিও আমরা সেখান থেকে আসার সময় গৃহের আসবাবপত্রের ওপর সেসব বই-পুস্তকের প্রাধান্য দিয়েছিলাম, তথাপি সব লাহোর পর্যন্ত নিয়ে আশা সম্ভব হয়নি।

নিকটে উপবিষ্ট একটি যুবক ঐসব বই সম্পর্কে প্রশ্নকারী ছাত্রটিকে ব্রিটিশ লাইব্রেরীর সাথে যোগাযোগ করতে বলেন।

মাওলানা এ ব্যাপারে আর একটি সমাধান পেশ করে বলেন, যদি ইংরেজী বইগুলোর মূলবচন প্রয়োজনীয় মনে করেন তাহলে 'পর্দার' ইংরেজী

www.pathagar.com

সংস্করণ দেখতে পারেন। পর্দা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের সময় আমি এ পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, ইংরেজী বইয়ের যেসব অংশ উর্দু তরজমা করে পর্দা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি, তার পুনরায় ইংরেজী তরজমা না করে বরং সংশ্লিষ্ট বইগুলো থেকে মূলবচন উধৃত করা উচিত। তার ফলে ইংল্যান্ড থেকে মূল গ্রন্থগুলোর বিশেষ বিশেষ অংশগুলো যা পর্দা গ্রন্থে উধৃত করা হয়েছে, টাইপ করে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইচ্ছা করলে আপনি 'পর্দার' ইংরেজী সংস্করণ দেখতে পারেন।

আইনের একটি ছাত্রের প্রশ্ন-ইসলামে কি ওকালতি জায়েয ?

উত্তর–জি হাঁ। শর্ত এই যে, উদ্দেশ্য হবে আদালতকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করা। উকিলের কর্তব্য হলো সর্বপ্রথম মোকদ্দমার সত্য ও মিথ্যা ভালোভাবে বুঝে নেয়া। তাকে দেখতে হবে তার মোয়াক্কেল সত্যের ওপর আছে কিনা।

অন্য একটি যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা ! এটা কি তার পক্ষে সম্ভব ?

উত্তর–নিশ্চয়ই। কোনো মোয়াক্কেল তার উকিলের কাছে প্রকৃত সত্য গোপন করতে পারে না। গোপন করতে চাইলেও উকিলের পক্ষে বুঝতে কঠিন হয় না।

প্রশ্ন–ওকালতি কি একটা পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যায় ? অর্থাৎ উকিল কি তার পারিশ্রমিক নিতে পারে ?

উত্তর–তার পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়ার তার অধিকার আছে বই কি। সে তো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, আইনের নজীর তালাশ করে বের করে এবং এভাবে সে তার সময় ব্যয় করে।

করাচী থেকে আগত একটি ছাত্রের প্রশ্ন–জনাব, আমি বিভিন্ন প্ররোচনার শিকার হয়ে পড়েছি। কখনো এক ধরনের চিন্তা হয়, কখনো অন্য ধরনের। তার সাথে মনের মধ্যে এ ভয়ও হয় যে, কখন বা আকাশ মাথায় ভেঙ্গে পড়ে, ভূমিকম্প শুরু হয় অথবা আমার ওপর কোনো আযাব নাযিল হয়। এভাবে আমি এক মানসিক পীড়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি।

উত্তর–এ সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আপনার Will Force-এর সাহায্য নিন। যখনই কোনো প্ররোচনা (ওয়াস-ওয়াসা) মনের মধ্যে আসবে, তখনই 'লা হাওলা ওয়ালা.....অথবা "আউযু বিল্লাহ....."পড়বেন। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যও চাবেন এবং তার সাথে নিজের Will Powere -ও ব্যবহার করবেন।

৭—

www.pathagar.com

প্রশ্ন–এ সময়ে আমার একথাও মনে হয় যে, এ ধরনের প্ররোচনায় পড়ে আমি গোনাহগার হয়ে পড়েছি।

উত্তর–প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। আপনি নিজে এ ধরনের চিন্তা করেন না। সে জন্য আপনার গোনাহ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কাজ হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়া। এজন্য সবসময় তৈরী থাকুন। নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে রাখবেন না এবং যখনই এ ধরনের হামলা হয় তখন শক্তভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে তার মুকাবিলা করুন। আর একটি কথা মনে রাখবেন, যখন কোনো ওয়াস-ওয়াসা মানুষের মনে আসে, তখন তা খারাপ মনে করা ঈমানের চিহ্ন। এ আপনার ঈমানেরই প্রমাণ যে, শয়তানের প্ররোচনাকে শয়তানেরই মনে করছেন এবং তার থেকে বাঁচতে চাইছেন।

যুবকটি নিবিষ্টচিত্তে মাওলানার কথা শুনেন। তারপর বলেন, মাওলানা! আমি করাচি পড়াশুনা করি। এখানে রায়বিন্যে তবলিগী জামায়াতের সম্মেলনে এসেছিলাম। করাচিতে আমি ছাত্রদের নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করে থাকি। আমি সেখানে আপনার বিরুদ্ধে বড় অশালীন মন্তব্য করেছি এবং বাড়াবাড়ি করেছি। আমি আপনার কাছে মাফ চাই, দয়া করে মাফ করে দেন।

মাওলানা অত্যন্ত স্নেহমাখা কণ্ঠে ও নম্রভাবে বলেন, আপনাকে মাফ করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করছি তিনিও যেন আপনাকে মাফ করে দেন।

মাওলানার কথায় ছাত্রটির দু'টি চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লো।

****

এ মাসে মাওলানার শরীর বড্ডো খারাপ যাচ্ছে। তার জন্য বাইরে বেরুতে পারেন না। ৩ অক্টোবর তালেব হুসাইন সাহেব মাওলানার কামরা থেকে বাইরে এসে বলেন, মাওলানার শরীর খারাপ। আজ আছরের নামাযের জন্য বেরুতে পারবেন না।

এ দিনটি ছিল রোববার। এ দিন সাধারণত অন্যান্য দিন থেকে অধিক সংখ্যক লোক মাওলানার সাক্ষাতের জন্য বসে থাকেন। আজও তাই হয়েছে। আছরের নামাযের পর কিছু লোক এজন্য বসে রইলেন যে, হয়তো মাগরিবে মাওলানার সাক্ষাৎ মিলবে কিন্তু মাওলানা মাগরিবেও এলেন না। এশাও এভাবেই কেটে গেল।

www.pathagar.com

মাওলানা যে কারণে কষ্ট পাচ্ছিলেন তাহলো এই যে, তাঁর মুত্রাশয় বিকল হয়ে পড়েছে। এটা অতি ভয়ানক কথা যে, ১৯৬৮ সালে অপারেশন করে একটা মুত্রাশয় অপসারণ করা হয় এবং তারপর থেকে একটি মাত্র মুত্রাশয় কাজ করে আসছিল। অবশিষ্ট একটি মুত্রাশয় যদি Function বন্ধ করে দেয় তাহলে অবস্থা তো ভয়ানক হবারই কথা।

৪ অক্টোবর এভাবে কাটলো যে, বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত মাওলানা এক্স-রে টেবিলে পড়ে থাকলেন। পনেরো মিনিট পর পর এক্স-রে নেয়া হতে থাকে। প্রত্যেক বার দেখা গেল মুত্রাশয় তাঁর Function বন্ধ রেখেছে। এ অবস্থায় অতি সতর্কতার সাথে হলেও বলা যেতে পারে যে, জীবন বিপন্ন।

৫/এ যায়লদার পার্কে দূর দূরান্তর থেকে আগত ব্যক্তিগণ আছরের নামাযের জন্য জমায়েত হচ্ছেন। কিন্তু মাওলানার যা কিছু হচ্ছে তা কারো জানা নেই। নামায শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেউ জানতে পারেননি যে, মাওলানা বেরুবেন না।

হুসাইন ফারুক এবং হায়দার ফারুকের চেহারা দেখলে মনে হবে যে, তাঁরা নিজেদেরকে জোর করে হাসি-খুশী দেখাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদের মনের অবস্থা অন্যরূপ।

এদিকে শেষ বারের এক্স-রেতে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। ঐদিন সন্ধায় একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে পৌছুবার অল্পক্ষণ পরে রাত প্রায় সাড়ে আটটায় কোনো চিকিৎসা ব্যতিরেকেই আশ্চর্য ধরনের পরিবর্তন দেখা গেল। মূত্রাশয় তার পুরোপুরি কাজ শুরু করেছে এবং পেশাবে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা দূর হয়েছে। তারপর শরীরও স্বাভাবিক হয়ে পড়লো।

৫ অক্টোবর ৫/এ যায়লদার পার্কে দর্শন প্রার্থীগণ মাওলানাকে দেখার পর তাদের মলিন মুখমণ্ডল সব পুনরায় হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এদিন তাঁকে প্রশ্ন খুব কম করা হলো। শুধু চুপ করে বসে মাওলানার দিকে তাকিয়ে রইলেন সাক্ষাত প্রার্থীগণ।

মাওলানা বলেন, গত তিন রাত তিনি মোটেই ঘুমোতে পারেননি। রোগের যে প্রভাব শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর পড়েছিল—ঘুম না হওয়া তার কারণ। তিনি বলেন, প্রথম দিন দুপুরে কিছু খেয়েছিলাম, রাতে কিছুই খাইনি। দ্বিতীয় দিনেও কিছু খাইনি। খিদে মোটেও ছিল না, তবু তৃতীয় দিন আছরের সময় একটু খেলাম এজন্য যে, শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

৬ অক্টোবর মাওলানা বলেন, আল্লাহর শোকর ঘুম হচ্ছে।

৭ অক্টোবর 'সীরাতে সাওয়ারে আলম' সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা বলেন, এ অসুখের সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দোয়াই করেছিলাম, আয় আল্লাহ! সীরাত লেখার যে কাজ শুরু করেছি, তুমি তোমার বিশেষ রহমতে তা পুরা করতে দাও। (৩১ অক্টোবর ১৯৭৬)

প্রশ্ন–মাওলানা! শয়তান মানুষের দেহে রক্তের মতো চলাচল করে এর অর্থ কি?

উত্তর–তার অর্থ এই যে, শরীরের রক্ত চলাচল যেমন মানুষ টের পায় না তেমনি শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষকে পাপের দিকে উদ্বুদ্ধ করা ও নেক কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ প্রকাশ্যতঃ টের পাওয়া যায় না। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে তা অনুভব করা কঠিন নয়। মু'মিন যদি সজাগ থাকে, তাহলে শয়তানের প্রতিটি চক্রান্ত সে বুঝতে পারে।

প্রশ্ন–কি ভাবে?

উত্তর–যখন আপনি অসৎ পথে চলার জন্য প্রেরণা এবং সৎপথে চলতে অলসতা অনুভব করবেন, তখনই মনে করবেন যে, শয়তান তার কাজ করছে। এটা অনুভব করার পর একজন মুসলমান হিসেবে আপনার প্রথম কাজ এই হওয়া উচিত যে, আপনি শয়তানের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন এবং তার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়ার পন্থা অবলম্বন করবেন। মু'মিন এবং শয়তানের মধ্যে সংগ্রাম তো এক জীবন ব্যাপী সংঘর্ষ যার জন্য মু'মিনের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকার নির্দেশ আছে। আপনাকে দান করতে দেখলে শয়তান আপনাকে রুখবার চেষ্টা করবে। তার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে সে যেতে যেতে এ ধরনের বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে বলবে, দেখ, মানুষ তোমার এ ধরনের কাজের জন্য কতইনা প্রশংসা করছে। তার পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করাও তার চক্রান্তের একটি অংশ।

একটি আরব ছাত্রের প্রশ্ন–মাওলানা! ইসলামে যখন দৃষ্টি অবনমিত করার হুকুম আছে তো তারপর পর্দার আর প্রয়োজন কি?

উত্তর–(কিছুটা মৃদুহাস্যসহ) তাহলে তো আগামী কাল আপনি একথাও বলবেন যে, দৃষ্টি অবনমিত করার হুকুম যখন রয়েছে তখন কাপড় পরিধান করারই বা প্রয়োজন কি? এ ধরনের যুক্তি কি সঠিক হবে?

প্রশ্ন–অমুসলিমকে যাকাতের মাল দেয়া যায় কি?

www.pathagar.com

উত্তর–যাকাত মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া হয় এবং তাদের মধ্যেই বিতরণ করতে হয়।

প্রশ্ন–কোনো অমুসলিম যদি মুসাফির হয় তাহলে তাকে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায় কি না ?

উত্তর–এ ধরনের মুসাফিরকে অন্যভাবে সাহায্য করতে পারেন। যাকাতের টাকা শুধু মুসলমান হকদারদের জন্য নির্দিষ্ট।

প্রশ্ন–ইসলামী শাসন কায়েম হলে যাকাত একত্রে জমা করা হবে। এর দ্বারা সরকার কি কল-কারখানা বানাতে পারে ?

উত্তর–এ কাজের জন্য সমাজে টাকার অভাব হয় না। কল-কারখানা প্রভৃতি করার জন্য যাকাতের টাকা ব্যয় করা ঠিক হবে না। জাকাতের টাকা সরকার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারে না। এর দ্বারা সরাসরি হকদারদের সাহায্য করা হবে। যদি এমন সময় এসে যায় যে, জাকাতের টাকা ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত রয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার দ্বারা গরীবের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, গরীবদের বসবাসের জন্য ঘরদোর প্রভৃতি বানানো যায়।

****

ছিয়াত্তরের ৫ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিয়া তোফাইল মুহাম্মদের আহ্বানে সারা দেশে দশদিন ব্যাপি শরীয়তি আইন জারীর দাবিতে অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। পেশাওয়ারে অনুষ্ঠিত শরীয়তি সম্মেলনে যোগদানকারী জনৈক ব্যক্তি বলেন, জিন্নাহ পার্কে সভা করার অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে মহব্বতখান মসজিদে সম্মেলন হয়। মসজিদে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মসজিদে যাবার সকল রাস্তা ও সড়ক লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সেখান থেকে শরীয়তি আইনের জন্য মুহুমুহু শ্লোগান দিতে দেখা যায়।

তিনি আরও বলেন, মাওলানা ! এ শরীয়তি সম্মেলনে এমন, এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখলাম যা বর্ণনাতীত। এমন চোখ দেখিনি যা অশ্রুপূর্ণ ছিল না। শরীয়তি আইনের জন্য এমন আবেগ অনুরাগ অভূতপূর্ব এবং তা সত্যি ভুলবার নয়। সোয়াত থেকে আগত এক ব্যক্তি বলেন, সোয়াতে সর্বত্র এতো অধিক সংখ্যায় জামায়াতের পতাকা উত্তোলন করা হয় যে, তা

www.pathagar.com

দেখে সরকারের টনক নড়ে যায়। সরকারের পক্ষ থেকে পতাকা নামিয়ে ফেলার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সোয়াতের কথা উঠতেই মাওলানার মনে পড়ে তার এক মরহুম সহযোগীর কথা। মাওলানা বলেন, এক আল্লাহর বান্দাহ এখানে এ কাজ শুরু করেন। তিনি সবরকম যুলুম-অত্যাচার, বিপদ-মছিবত সহ্য করে গেছেন। কিন্তু যে কাজকে আল্লাহর কাজ মনে করে তিনি শুরু করেছিলেন তার থেকে তিনি পিছপা হননি কখনো। আজ আপনারা সেখানে যে কাজ দেখছেন, তার মধ্যে মরহুম তাজুল মুলুক সাহেবের পরিশ্রমও শামিল ছিল।

(২০ নভেম্বর-১৯৭৬)

একটি যুবকের প্রশ্ন-মাওলানা ! কিছু লোক বলে যে, সফরে কসর নামাযের অনুমতি সেই যুগের জন্য ছিল যখন মানুষ উট ও ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করতো। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন তো লোকে সাধারণত ট্রেনে-বাসে ভ্রমণ করে। এতে এতোটা সুযোগ-সুবিধা থাকে যে, কসর নামাযের অনুমতির সুযোগ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। বরং উচিত পুরা নামাযই আদায় করা। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর-বাসে ভ্রমণ যে কেমন তা তো সকলের জানা আছে। রেল গাড়িতে ভ্রমণ সহজ এবং সুবিধাজনক। এজন্য যারা বলেন যে, নামায কসর পড়ার পরিবর্তে পুরা পড়া উচিত, তারা হয়তো কখনো থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করেননি। এতে তো কোনো কোনো সময়ে এতো ভিড় হয় যে, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হয়ে পড়ে। যদি তাঁদের ধারণা এও হয় যে, গাড়ি স্টেশনে দাঁড়ালে পুরা নামায পড়ে নেয়া যায়, তো এটাও বাস্তবে সম্ভব নয়। অবস্থা এমনও নয় যে, নামাযের ওয়াক্ত মুতাবেক গাড়ি এ ষ্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যায়। কিন্তু এসব কথা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিন যে, ভ্রমণে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন এই যে, যে সুযোগ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহকে দিয়েছেন, তা কেড়ে নেয়ার অধিকার কার আছে ? আল্লাহ তা'আলার কি জানা ছিল না যে, এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ উট ও ঘোড়ার পরিবর্তে ট্রেন, বাস, বিমান প্রভৃতিতে ভ্রমণ করবে ? আসলে কসর নামাযের সম্পর্ক ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধার সাথে নয়, বরং ভ্রমণের সাথে। ভ্রমণকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু কাজ সমাধার জন্য মানুষ বাড়ি থেকে বের হয়। ভ্রমণকালে সে প্রত্যেক কাজ দ্রুততার সাথে করতে বাধ্য হয়। কোনো কোনো সময়ে এক একটি মুহূর্তও মূল্যবান হয়ে পড়ে। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, কিছু কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখেও

www.pathagar.com

চলে আসতে হয়। এক সফরের অবস্থা অন্য সফর থেকে ভিন্ন হয়। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা, দ্রুততা, পেরেশানী অথবা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার মতো অবস্থা—এই হলো সাধারণ সকল সফরের অভিজ্ঞতা। যানবাহনের ধরন পরিবর্তনে এসবের উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। সফর সকল অবস্থাতেই সফর।

প্রশ্ন–তাহলে সফরে সুযোগ-সুবিধা পেলেও কি সফরের মুদ্দৎকালে নামায কসরই পড়তে হবে ?

উত্তর–এর গুরুত্বটা এভাবে অনুবাধন করুন যে, একটি হাদীস আছে, এক ব্যক্তি নবী সা.-কে কসর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সদকা। তোমার ইচ্ছা হয় তো সে সদকা প্রত্যাখ্যান কর। নবী করীম সা.-এর এ এরশাদ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার দেয়া সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করা পসন্দনীয় কাজ নয়।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমরা আজাদ কাশ্মীরের প্রত্যন্ত এলাকার লোক। সেখানে কিছু লোকের সাথে আপনার কিছু বই নিয়ে বিতর্ক হয়। তারা ইতিহাস, তাফসীর এবং ফেকাহ সংক্রান্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এ ধরনের বিতর্কে কোন্ কোন্ বই থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ?

উত্তর–আপনারা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের বইয়ের দুটি খণ্ডই পড়ে দেখুন। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বই সম্পর্কিত বিতর্কের ব্যাপারে মালিক গোলাম আলী সাহেবের বই পড়ুন।

প্রশ্ন–মাওলানা ! কারবালার ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত কোনো প্রমাণ্য বই পাওয়া যায় কি না ?

উত্তর–জি হাঁ। এ বিষয়ে মুফতি কেফায়েতুল্লাহ সাহেবের বই আছে। নাদওয়াতুল মুসান্নেফীন এবং আকবর শাহ খান নাজীব আবাদী সাহেবের গ্রন্থাবলীও আছে।

নামায, রোযা, যাকাত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন মাওলানাকে করা হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে সাধারণ মাসয়ালা-মাসায়েলের বই পুস্তক থাকা দরকার। এ ব্যাপারে তিনি সাধারণত মুফতী কেফায়েতুল্লাহর 'তা'লীমুল ইসলাম' এবং মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের 'আসান ফেকাহ' দুটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেন।

****

www.pathagar.com

পানির কল ব্যবহার করা হলো তারপর ভালো করে বন্ধ করা হলো না—এ জিনিসটা মাওলানা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। ৫/এ যায়লদার পার্কে অযুর জন্য যেসব পানির কল (Tap) লাগানো আছে, তা ব্যবহার করার পর ভালোভাবে বন্ধ করার জন্য মাওলানার বিশেষ তাগিদ আছে। কল খারাপ হলে সাথে সাথে মেরামত করিয়ে নেন।

মাওলানা বলেন, লোকদের ধারণা নেই কল ঠিক মতো বন্ধ না করলে যে পানির কত অপচয় হয়। ব্যবহারের পর কলের মুখ ভালো করে বন্ধ করা উচিত।

একবার নামাযের পর মাওলানা সাক্ষাৎকারীদের দিকে যেতে যেতে দেখেন যে, একটি কল থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। একে তো হাটতে মাওলানার হাটুতে ব্যথা হয়। তথাপি নিজ হাতে কলটি বন্ধ করে তারপর সাক্ষাতকারীদের মধ্যে গিয়ে বসেন।

একটি যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা ! পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কখনো কি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা আপনার সাথে সাক্ষাত করেন ? পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে তাদের সাথে আপনার কি কোনো আলাপ আলোচনা হয়েছে ?

উত্তর–কায়েদে আজম মরহুমের সাথে তো আমার সাক্ষাত হয়নি। তবে মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রায়ই আমার সাথে দেখা করতেন। যখন তাঁদের সাথে আমার কোনো সাক্ষাত হয়, তখন আমি তাঁদেরকে একথা বলি যে, দু'টি জিনিসের প্রতি আমার বিশেষ লক্ষ আছে। একটি এই যে, পাকিস্তান হয়ে গেলে সেখানে যেন ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। কারণ, একমাত্র এর দ্বারাই পাকিস্তানকে জীবন্ত ও কায়েম রাখা যাবে। দ্বিতীয় জিনিস যা আমার সামনে ছিল তা ভারতের ঐসব কোটি কোটি মুসলমান যারা ভারত বিভাগের পরও সেখানে রয়ে যাবে। যে আন্দোলনই এ দু'টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে তা তাদেরকে উপেক্ষা করতে পারবে না। আলাপ আলোচনার সময়ে মুসলিম লীগ নেতাদেরকে আমি একথা বলেছিলাম যে, ভবিষ্যতে দু'রকম অবস্থাই হতে পারে। এক এই যে, মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের এ সংগ্রামে ব্যর্থ হবে এবং ভারত বিভক্ত হবে না। দ্বিতীয়ত ভারত বিভক্ত হবে এবং মুসলিম লীগের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে। প্রথম অবস্থায় অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগের আর কোনো স্থানই থাকবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় ভারতের সমাজ জীবনে মুসলিম লীগ কোনো প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে

www.pathagar.com

টিকে থাকবে না এবং মুসলমানদের জন্য কিছু করাও তার পক্ষে সম্ভব না। এ উভয় অবস্থাতেই এ উপমহাদেশে এমন একটি ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন যা একদিকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সুশৃংখল ও অবিরাম সংগ্রামসহ সামনে অগ্রসর হবে অপরদিকে সে একটি পৃথক শক্তি হিসেবে কোটি কোটি মুসলমানকে নৈরাশ্য থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং তাদেরকে ভারতের কুফরী পরিবেশে নিজেদের সত্যিকার ইসলামী ভূমিকা পালন করার জন্যে তৈরী করবে। আমি সে সময়ে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, জামায়াতে ইসলামীও যদি এই চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে অন্যান্য দলের মতো ঐভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে উপরোক্ত দু'টি কাজ করার জন্যে কোনো শক্তিই ময়দানে থাকবে না। পরবর্তীকালের ঘটনাপুঞ্জি একথা প্রমাণ করে যে, আমার এ অভিমত ভিত্তিহীন ছিল না।

মাওলানার নিকটেই বসে ছিলেন একজন অতি বয়স্ক মুসিলম লীগ কর্মী। তিনি বলেন, জনাবে আলী, পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে আপনার বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধাদি আমাদের বড় কাজে লেগেছে। বিশেষ করে আপনার 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত' কংগ্রেসের প্রতারণামূলক জাতীয়তার মতবাদ খণ্ডন করার জন্যে অকাট্য হাতিয়ার ছিল। আমরা এ বইখানা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ভারতের সর্বত্র ছড়িয়েছি।

প্রশ্ন–মাওলানা ! আপনার কি কোনো রেকর্ড আছে যে, এ বইখানি পাঠান কোট থেকে কত পরিমাণে বাইরে পাঠিয়েছেন ?

উত্তর–সে সময়ে এসব প্রবন্ধাদি সারা ভারতে ছড়াবার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়াও বিভিন্নভাবে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়। যতোটা আমার মনে আছে আমাদের পাঠান কোট লাইব্রেরী থেকে প্রায় ৪৫ হাজার বই বাইরে পাঠানো হয়।

মদ্যপানের ধ্বংসকারিতার ওপর আলোচনা চলতে থাকলে মাওলানা ব্যক্তি জীবনে তার ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার বিশ্বব্যাপী অন্যায়-অনাচারেরও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মদ সারা দুনিয়ায় যে বিপর্যয় ছড়িয়ে রেখেছে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তার ধ্বংসকারিতা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে পড়বে। অবস্থা এই যে, বড় বড় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মদের নেশায় চূর হয়ে বিশ্ব যুদ্ধগুলোর নির্দেশ দিয়েছে এবং অসংখ্য মানব সন্তানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। মদের নেশায় মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে মানুষ মদের বর্ণনাতীত ধ্বংসকারিতা লক্ষ করলে সহজেই ইসলামী শরীয়তের নির্দেশাবলী ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

জনৈক ব্যক্তি একটুখানি থেমে ও ধীরে ধীরে বলেন–

প্রশ্ন–মাওলানা ! আমরা ইসলামী আন্দোলনে বাস্তবে কোনো অংশগ্রহণ করি না। অবশ্যই এ আমাদের কাপুরুষতা। কিন্তু যারা এর বিরোধিতা করে তাদেরকে আমরা বাধা দেই এবং যতদূর সম্ভব মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করি। আমাদের মতো লোকের জন্যে আখেরাতে কোনোরূপ প্রতিদান বা সওয়াবের আশা করা যায় কিনা ?

উত্তর–এ এমন এক যুগ যে, এ যুগে যারা 'হকের' বিরোধিতা করে না তারাও তার প্রতিদান পাবে এবং যে যতটুকুই 'হকের' সহযোগিতা করে সে তার ততোটুকু সওয়াব ইনশাআল্লাহ পাবে।

প্রশ্ন–(জনৈক পৌঢ়ব্যক্তি) মাওলানা ! আমরা কি এখানে স্বচক্ষে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন দেখতে পাবো ?

উত্তর–এ ভবিষ্যদ্বাণী করার নয়, অবিরাম সংগ্রাম করার ব্যাপার। সংগ্রাম করতে থাকুন এবং সাফল্যের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকুন। বরং খাঁটি নিয়তে এ দোয়া করুন–হে আল্লাহ! স্বচক্ষে দেখার জন্য বেঁচে থাকি আর না থাকি, তুমি তোমার এ যমীনে তোমার ইসলামী নিজামের দৌলত দান কর। (৩১শে ডিসেম্বর–১৯৭৬)

১৯৬৭ সাল

৫/এ যায়লদার পার্কে ৫জুন (১৯৬৭) বিকালের আলোচ্য বিষয় ছিল মধ্যপ্রাচ্য। এ হচ্ছে ইসরাঈলের সশস্ত্র আক্রমণের প্রথম দিন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. সমবেত লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে যা কিছু বলেন, তার থেকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির একটা সার্বিক ও পূর্ণাংগ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। মাওলানা বলেন ঃ

ইসরাঈল তার এ যুদ্ধে তার সেনাবাহিনীকে তিন অংশে বিভক্ত করেছিল। প্রত্যেক অংশ স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার লাভ করেছিল। অর্থাৎ তাকে এ এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, সে তার আপন ফ্রন্টে ইচ্ছা করলে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ তিন অংশের মধ্যে একটি ছিল

www.pathagar.com

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মুকাবিলার জন্যে, দ্বিতীয়টি জর্দান ও সৌদি আরবের জন্যে এবং তৃতীয়টি ছিল সিরিয়া ও ইরাকের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবার জন্যে।

এ যুদ্ধে সামরিক কলা-কৌশলের দিক দিয়ে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল জর্দান সীমান্তে। কারণ সিরিয়ার শুধু একটা ক্ষুদ্র অংশ ইসরাঈল সীমান্তের সাথে মিলিত। মিসরের জন্যও যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিল সাইনা উপত্যকা। এখানে জনবসতি ছিল খুবই কম। এদিকে জর্দানের সাথে ইসরাঈলের গোটা পূর্ব সীমান্ত মিলিত ছিল এবং জর্দানের কয়েকটি জনপদ ও শহর তাদের দেশের এ দীর্ঘ সীমান্তের সাথে ছিল ওতোপ্রোত সংলগ্ন। (Contiguous) আল খলীল, যেখানে হযরত ইব্রাহীম আ.-এর মাজার অবস্থিত, সীমান্ত থেকে মাত্র তিন মাইলের ব্যবধানে। বায়তুল মাকদেসও একেবারে সীমান্তের উপরে অবস্থিত। জর্দান নদী, যা ইসরাঈল এবং জর্দানের দুই সীমান্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, কোথাও সংকীর্ণ হয়ে একেবারে আমাদের দেশের নর্দমাগুলোর মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসরাঈল উপর থেকে গোলাবর্ষণ করে জর্দানের কয়েকটি জনপদ উড়িয়ে দিতে পারে। এ হলো চিত্রের এক দিক। দ্বিতীয় দিক এই যে, জর্দান সেনাবাহিনী আরব লেজিয়ন নামে খ্যাত, সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও আরব দেশগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তার এ বৈশিষ্ট্যের জন্যে ইসরাঈলের সেনাবাহিনী তাকে বড্ডো ডরায়। গত নভেম্বরে এ সেনাবাহিনী বীরত্বের সাথে ইসরাঈলের প্রচণ্ড আক্রমণ যেভাবে প্রতিহত করেছে তাতে তাদের সমর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

আকাবা উপসাগর অবরোধের অবস্থা এই যে, এ উপসাগর যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেখানে সমুদ্র পথের প্রায় মাঝখানে একটি ছোট দ্বীপ আছে। এ দ্বীপ থেকে সৌদি আরবের তীর পর্যন্ত সমুদ্র খুব অগভীর এবং পানি অল্প হওয়ার কারণে এর ওপর দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারে না। জাহাজ শুধু ঐ অংশ দিয়ে চলে যা এ দ্বীপ এবং মিসরের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত। কিন্তু এ অংশটি মাত্র বারো শ' ফুট চওড়া যার জন্য এর অবরোধ অতি সহজ। শুধু তীরে কামান বসিয়ে পুরোপুরি অবরোধ করা যায়। আকাবা উপসাগর কোনো আন্তর্জাতিক সমুদ্র নয়, বরং আরব দেশগুলোর সীমার মধ্যে । সে জন্যে তারা অবরোধ করার পূর্ণ অধিকার রাখে।

সাইনা উপত্যকার ব্যাপার এই যে, এতে জনবসতি খুবই কম। কিন্তু সামরিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব অনেক। আল্লাহ না করুন, ইহুদীরা যদি এটাকে হস্তগত করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের অর্থ হবে এই যে, সুয়েজ খালের গোটা পূর্ব তীর ইসরাঈলের হস্তগত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত ঃ তারা আকাবা উপসাগরের

www.pathagar.com

অবরোধ খতম করে দিবে। তারপর তারা সুয়েজ খালের পরিবর্তে নিজেদের প্রস্তাবিত খাল খনন করতে সক্ষম হবে। সর্বশেষ ক্ষতি যেটা হবে, তাহলো এই যে, ইসরাঈল হেজাজ ভূখণ্ডের মুখোমুখী এসে দাঁড়াবে।

****

এদিন মাগরিবের নামাযের পর মাওলানা সকলের সাথেই রেডিওর খবর শুনেন। খবর শুনার পর কারো কোনো নতুন করে প্রশ্ন করার ছিল না। কিন্তু পরের দিন দুশ্চিন্তার কালো মেঘ মনের আকাশ আচ্ছন্ন করলো। আরব দেশগুলোর যে পরাজয় বরণ করতে হলো এবং ইহুদীরা যেরূপ দ্রুতবেগে মিসর, সিরিয়া ও জর্দানের বিভিন্ন অঞ্চল হস্তগত করলো, তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে মর্মাহত করলো।

৫/এ যায়লদার পার্কে আগমনকারীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কখনো কখনো এমন অবস্থাও হলো যে, লোকজনকে বসতে দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় জামায়াতের চেয়ার, বেঞ্চ শেষ হয়ে গেল। অবশেষে চাটাই বিছাতে হলো। আগমনকারীগণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন।

প্রশ্ন–(জনৈক যুবক) মাওলানা! ইহুদীরা এ যুদ্ধে কত এলাকা দখল করেছে?

উত্তর–সিরিয়া, জর্দান ও মিশরের মোট ২৪ হাজার বর্গমাইল এ চার দিনে ইহুদীরা দখল করে নিয়েছে। অথচ ইসরাঈলের নিজস্ব পরিধি হলো আট হাজার বর্গ মাইল।

এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, ইহুদীরা যেসব এলাকা জয় করেছে, সেখানে তারা অধিবাসীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। যাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করছে, স্বয়ং তাদের দ্বারা কবর খনন করানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও সকল মুসলমানকে মসজিদে একত্র করে মসজিদে আগুন জালিয়ে দেয়া হচ্ছে। আগুন মসজিদের চার ধারেই লাগানো হচ্ছে যাতে কেউ জীবিত না থাকে।

প্রশ্ন–ইহুদীরা ঘোষণা করছে যে, তারা মসজিদুল আকসা ভেঙ্গে ফেলে তার ওপর তাদের ইবাদাতগাহ বানাবে।

উত্তর–দোয়া করুন, যেন এমনটি না হয়। আল্লাহ আমাদের মদদ করুন এবং তারা তাদের কুকর্মে ব্যর্থ হোক।

প্রশ্ন–মাওলানা! দোয়ার দ্বারা কি এমন বিপদ কেটে যেতে পারে?

www.pathagar.com

উত্তর–একজন মুসলমানের যদি আর কিছু করার শক্তি না থাকে, তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, সে আল্লাহর কাছে দোয়াও করবে না। তারপর এটাও বুঝতে হবে যে, আমাদের সকলের জন্য মসজিদুল আকসা ধ্বংস করার কথা মামুলি কথা নয় যে, আমরা বিনা উদ্বিগ্নতায় একথাটা বলাবলি করব। এ তো এমন এক বিষয় যা চিন্তা করলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মাওলানা পুনরায় বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যা কিছু হয়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু ঘটনা যা চিন্তা করলে রাতে ঘুম আসে না। জর্দানে যেসব অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সেসব আমার আপন চোখে দেখা। জর্দানের পূর্ব সীমান্তের ওপর দিয়ে একটি সড়ক বায়তুল মাকদেস পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। এ সড়কের ওপর হযরত মায়াজ বিন জাবাল রা, হযরত আবু ওবায়দাহ বিন জাররাহ রা, হযরত শরজিল বিন হাসনা রা এবং হযরত জেরার বিন আজুর রা.-এর মাজারগুলো বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত। আজ সেসবের উপর দিয়ে মুসলমানদের উদ্বাস্তু কাফেলাগুলো সেসব অঞ্চল ছেড়ে পালাচ্ছে যে অঞ্চলগুলো আমাদের ঐ সকল মনীষীগণ বর্ণনাতীত জান কুরবান করে হস্তগত করেছিলেন।

প্রশ্ন–মাওলানা ! ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছে যে, মধ্যপ্রাচ্য আরবদের সামরিক শক্তি একেবারে নির্মূল করে দেয়া হয়েছে। এখন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র পাকিস্তান এবং তুরস্ক দু'টি দেশ আছে যারা ইসরাঈলের সামরিক শক্তি নির্মূল করার শক্তি রাখে।

উত্তর–আমার মনে হয় এটা তাদের পক্ষ থেকে অংগুলি নির্দেশ করা হচ্ছে যে, এখন মুসলমানদের মধ্যে তুরস্ক এবং পাকিস্তানই দু'টি দেশ অবশিষ্ট আছে। তাদেরকেও শায়েস্তা করা হোক। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে এসব স্তববাক্যে না ভুলে তাদের এ অংগুলি নির্দেশের জন্যে সজাগ এবং অধিকতর মজবুত হওয়া দরকার।

সৌদি আরব থেকে আগত একজন বলেন, আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় আমি সেখানে ছিলাম। এ যুদ্ধে সৌদি আরবের যে অবস্থা হয়েছে তার অনুমান এর থেকে করা যায় যে, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈনিকগণ প্রত্যাবর্তন করা শুরু করলো, তখন এক পর্যায়ে মক্কা রেডিও ঘোষণা করলো যে, জেদ্দা, তাবুক এবং মদীনার হাসপাতালগুলোর কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এ ঘোষণার দ্বারা জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, সৌদি

www.pathagar.com

আরবের আহত সৈনিকদের সংখ্যা এতো বেশী যে, রিয়াদের হাসপাতাল-গুলোতে তাদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না।

প্রশ্ন–মাওলানা! শুনেছি যে, ইহুদীরা ইসরাঈলের এক এক ইঞ্চি ভূখণ্ডের ইতিহাস লিখা শুরু করেছে।

উত্তর–ইহুদিরা শুধু ইসরাঈলের নয় বরং নীল থেকে ফোরাত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের ইতিহাস লিখছে। আমি তাদের প্রকাশিত এটলাস চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। এতে তারা তাদের পুরা ইতিহাস লিখেছে। এমনকি প্রত্যেকটি স্থানের এতটা বিশদ বিবরণ দিয়েছে যে, এক হাজার বছর আগে তার এই নাম ছিল, একশ' বছর আগে এই নাম এবং বর্তমানে এই নাম। প্রত্যেকটি স্থানের এসব কথা এটলাসে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ শুধু এটলাসে লিখে রাখাই হয়নি, বরং ইসরাঈলের ইহুদীদেরকে এগুলো মুখস্থ করানো হয়েছে।

স্থায়ী সেনাবাহিনীর ট্রেনিং এর সময় এবং রিজার্ভ বাহিনীর রিফোশার্স কোর্সের সময় তাদেরকে বলে দেয়া হয়–নীল নদ থেকে শুরু করে ফোরাত নদী পর্যন্ত এবং মদীনা ও এস্কেন্দ্রার মধ্যবর্তী সমগ্র ভূখণ্ড তোমাদের মীরাস।

এভাবে তাদেরকে এ সমগ্র অঞ্চলের এক একটি ভূখণ্ডের ভূগোল মনে করিয়ে দেয়া হয়। এ কারণেই যখন ইসরাঈল, মিসর, সিরিয়া এবং জর্দানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে তখন সিকিউরিটি ফোর্স কিছু না বললেও প্রতিটি ইহুদী সৈনিক জানতো যে, তারা কোন কোন স্থানের ওপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অমুক শহর, গ্রাম অথবা মহকুমা কতদূর এবং পথে কোন্ কোন্ স্থান আসবে সব তাদের নখদর্পণে।

প্রশ্ন–মনে হচ্ছে ইসরাঈলের জনবসতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুরাদস্তুর সংগঠিত করা হয়েছে।

উত্তর–তাদের সংগঠনের অবস্থা এই যে, যখন ইহুদীরা জানতে পারে যে, এখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ হবে তখন রিজার্ভ ফোর্স তাদের কাজের সময়ে নিজেদের রেডিও কাছে খুলে রেখে দেয়। যখনই সামরিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কারো কোড নাম ধরে ডাকা হয় (রিজার্ভ ফোর্সের প্রত্যেক সিপাই এর একটা কোড নাম রাখা হয়)। তখন রিজার্ভ ফোর্সের সেই সৈনিক, তা সে ট্রাক্টর ড্রাইভার হোক, মিলের শ্রমিক হোক, স্কুল শিক্ষক হোক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, টেলিফোন অপারেটর এবং যাই হোক না কেন, তৎক্ষণাৎ তার কাজ ছেড়ে আপন ইউনিটের দিকে রওয়ানা

www.pathagar.com

হবে। তার জন্য বেবী ট্যাক্সি, কার, জীপ, লরী, ট্রাক, মিল্ক ক্যারিয়ার অথবা মোটর সাইকেল-ওয়ালাকে শুধু বলবে যে, তাকে ইউনিটে পৌছাতে হবে। তখন তাকে তৎক্ষণাৎ তার গন্তব্য স্থানে পৌছিয়ে দেয়া হবে। এভাবে রিজার্ভ ফোর্সের এ সৈনিক সেখানে পৌছামাত্র ফার্স্ট কলেই (First Call) দেশের আড়াই লক্ষ সৈনিক ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের নিজ নিজ ইউনিটে পৌছে যায়। একজন রিজার্ভ সৈনিকও অনুপস্থিত থাকে না।

প্রশ্ন–(একজন অতি বিস্ময়ে প্রশ্ন করে) মাওলানা ! এদের মধ্যে এতোটা প্রেরণা কিভাবে সৃষ্টি হলো ?

উত্তর–কোনো জাতিকে একনিষ্ঠ ও কর্মতৎপর করার জন্যে প্রয়োজন হয় একটি সুস্পষ্ট জাতীয় লক্ষ্যের। এ লক্ষ্যের অভাবে বিরাট বিশাল জাতি একটা মেষপালের মতো হয়। আজ ইহুদীদের সামনে এ লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে, তোমাদেরকে 'হায়কালে সুলায়মানী' নির্মাণ করতেই হবে। আর নীল থেকে ফোরাত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড হস্তগত করতে হবে। এ হলো তোমাদের ন্যায়সংগত অধিকার। প্রতিটি ইহুদী এ প্রেরণা নিয়ে কাজ করছে। তাদের সংকল্প হলো, আমরা আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করবই এবং 'হায়কালে সুলায়মানী' তৈরী করবই করব।

প্রশ্ন–ইসরাঈলের শাসন পদ্ধতি কোন ধরনের, গণতান্ত্রিক না এক নায়কের মতো ?

উত্তর–তাদের শাসন পদ্ধতি গণতান্ত্রিক। এতোখানি গণতান্ত্রিক যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধের কিছু পূর্বে প্রধানমন্ত্রী এশকলের চরম বিরোধী এবং সেখানকার বিরোধী দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, যুদ্ধ তো এখন নিশ্চিত। আমি দেখতে চাই যে, আপনি যুদ্ধের যে ব্যবস্থাপনা করেছেন তা সন্তোষজনক কিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ আপনার এবং এর সেনাবাহিনীও আপনার। আপনি আপনার সন্তুষ্টির জন্যে সবকিছু জেনে নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একথা বললেন না, আপনি তো বিরোধী দলের নেতা। অতএব আপনি এ দেশের শুভাকাঙ্খী হতে পারেন না। আপনার এসব জানার কি অধিকার আছে ?

এ সময়ে মাওলানা কিছু কাগজপত্র দস্তখত করে পুনরায় বলেন ঃ

আসলে ইহুদী জাতিকে যে জিনিস ধ্বংসের সম্মুখীন করবে তাহলো তাদের চিরন্তনের কৃতঘ্নতা। দুনিয়ায় তাদের মতো অকৃতজ্ঞ-বিশ্বাসঘাতক জাতি আর কেউ হতে পারে না। একমাত্র মুসলিম শাসনেই তারা অধিকতর

www.pathagar.com

শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। কিন্তু মুসলমানদেরই প্রতি সবচেয়ে বেশী অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে। দুনিয়ার সকল স্থানেই তারা অসদ্ব্যবহার পেয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তারা যে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে তা সুবিদিত। হিটলার তাদেরকে যেভাবে নির্মূল করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ কার জানা নেই? একমাত্র মুসলমানদের দেশেই তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পেরেছে। সুলতান সলিম যখন জানতে পারলেন যে, বায়তুল মাকদেসে 'হায়কালে সুলাইমানীর' একটি প্রাচীর অবশিষ্ট রয়েছে এবং তা জীর্ণ-শীর্ন অবস্থায় পড়ে আছে, তখন তিনি কেউ কিছু না বললেও তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ইহুদীদের জিম্মায় দিয়ে দেন। ইহুদীরা তাদের ইতিহাসে একথা লিপিবদ্ধ করেছে। সেই প্রাচীরটি এখন 'গিরয়া' প্রাচীর নামে খ্যাত।

প্রশ্ন–মাওলানা ! সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুদ্ধে ইহুদীদের এমন ক্ষিপ্ততার কারণ কি?

উত্তর–ইহুদীরা এ যুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যাকে ব্লিজক্রিগ (Blitzcrige) বলা হয়। এ পদ্ধতি হলো এই যে, প্রথম আক্রমণ এমন প্রচণ্ডভাবে করা হবে যেন দুশমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, যেন দ্বিতীয় আক্রমণে তারা আর দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে ইহুদীরা কয়েক বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ছাপ্পান্নর যুদ্ধের পর ইসরাঈলের মুশে দায়ান একটি বই লিখেন। তার মধ্যে তিনি এ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্যে কয়েকটি অতিরিক্ত দফা প্রণয়ন করেন। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর সেই বই এরা কেউ খুলে পড়ে দেখেনি।

প্রশ্ন–ইসরাঈলেও কি আরব মুসলমান বাস করে?

উত্তর–জি হাঁ। এ যুদ্ধের পর ইহুদীরা বলে, তাদের (মুসলমানদের) জন্যে আমাদের বড়ো দুশ্চিন্তা ছিল যে, তারা তাদের দ্বীনি ভাইদের পক্ষে কিছু না কিছু হৈ চৈ শুরু করবে। কিন্তু তাদের পূর্ণ আনুগত্যে আমরা খুব খুশী হয়েছি।

প্রশ্ন–এর কারণ কি মাওলানা?

উত্তর–গোলামী জিন্দেগী বহু গুণাবলী শেষ করে দেয়। তাছাড়া ইহুদীরা বিশেষ করে ঐ সব আরব রাষ্ট্রের সাথে এমন উৎপীড়নমূলক আচরণ করেছে যে, ভীতি ও সন্ত্রাস তাদেরকে অন্য কোনো প্রকার চিন্তাই করতে দেয় না।

মাওলানা একটু নীরব থাকার পর বলেন, ইহুদীদের সংকল্প পূর্বেও কারো অজানা ছিল না এবং এখনো নেই। সৌদি আরবের এক ব্যক্তির

www.pathagar.com

সাথে আমার আলাপ হয় যিনি ছিলেন গাজ্জার অধিবাসী এবং সেখান থেকে এসে এখন সৌদি আরবে বসতি স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, ছাপ্পান্ন সালে যখন ইহুদীরা গাজ্জা আক্রমণ করে তখন তারা আমাদেরকে তাদের অনুসন্ধান কাজের কেন্দ্র বানায়। তারা বার বার আমাদেরকে ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করতো এবং আমরা একথা জেনে বিস্মিত হতাম যে, তারা আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তাদের অধিকাংশ প্রশ্ন ছিল নবী করীম সা.-এর এবং সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর যুগ সম্পর্কিত। অবশেষে আমি একজন ইহুদীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা এসব জানতে চাও কেন ? সে বললো, আমরা তোমাদের বিরাট বিজয়ের কারণগুলো জানতে চাই। আর এটাও জানতে চাই যে, তোমরা নিজেরা সে সম্পর্কে কতটা ওয়াকেফহাল।

এ ঘটনা বর্ণনার পর মাওলানা বলেন, আপনারা এখন মুসলিম বিশ্বের ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণের বিশদ বিবরণ যদি পর্যালোচনা করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, তারা ইসলামী ইতিহাস থেকে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা কতখানি উপকৃত হয়েছে। তারা সর্ববৃহৎ বিমান আক্রমণ ভূমধ্য সাগরের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে করেছিল। ইতিহাস বলে যে, সাধারণভাবে ব্যবহৃত পথ বাদ দিয়ে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে নবী করীম স. মুজাহিদগণকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনতেন। তারপর যে আকস্মিক আক্রমণের (Surprise Attack) সুযোগ ইহুদীরা গ্রহণ করছে তার দৃষ্টান্তও নবী করীম স.-এর যুদ্ধে পাওয়া যায়। মুসলিম মুজাহিদ এমনভাবে অকস্মাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছতেন যে দুশমন হতভম্ব হয়ে পড়তো।

****

আমরা আপনাদেরকে যে কথাটি বলতে এসেছি তা হলো এই যে, আমরা ইরাক নিবাসী আরব নই। বরং আমরা ইরাকের মুসলমান। আমরা এখানে আমাদের মুসলমান ভাইদের কাছে এসেছি।

উপরোক্ত মন্তব্য করেন প্রতিনিধির সদস্যগণ যাঁদের সম্মানে ৫/এ যায়লদার পার্কে অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। এ অভ্যর্থনার আয়োজন করেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। দিনটি ছিল বর্ষার। বৃষ্টি একটু থেমে গেলে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ সাহেবের ইমামতিতে আছরের নামায হয়। মাওলানা হাঁটুর বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে ক'দিন থেকে মিয়া সাহেব ইমামতি করছেন।

www.pathagar.com

আছর নামাযের পর ইরাকী প্রতিনিধির সদস্যগণ তাঁদের পাকিস্তানী ভাইদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দেয়া শুরু করলে আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে পড়ে। আকাশের মেঘের সাথে সরে পড়ে মনের আকাশের সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মেঘমালা। ইরাকী প্রতিনিধি বলেন ঃ

এ যুদ্ধ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের মায়া মরীচিকার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। আজ আমরা অনুভব করছি যে, সাইপ্রাস সমস্যা ফিলিস্তিন সমস্যা থেকে পৃথক নয়, ফিলিস্তিন সমস্যা কাশ্মীর সমস্যা থেকে পৃথক নয়। এ সমস্যা তুরস্ক, আরব ও পাকিস্তানের সমস্যা নয়, বরং এসবই মুসলমানদের সমস্যা। একমাত্র একটি বিরাট ইসলামী ব্লকই এসব সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

শ্রোতাদের কণ্ঠ থেকে বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল 'জাযাকাল্লাহ' (আল্লাহ আপনাকে প্রতিদানে ভূষিত করুন।) ৫/এ যায়লদার পার্কে বিরাট দূরত্বে অবস্থিত দু'টি দেশের মুসলমানদের প্রাণে স্পন্দন চলছিল একই সাথে একই ধরনের এবং সম্মানিত মেহমান তাঁর ভাষণে বলছিলেন ঃ

আজ বিভিন্ন পন্থায় এবং বিভিন্ন বেড়াজালে আবদ্ধ করে আমাদেরকে গায়রুল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। আমরা মনে করি যখন কেউ আমাদেরকে সোস্যালিজমের দিকে ডাক দেয়, তখন তা গায়রুল্লাহর দিকে আহ্বান হয়ে পড়ে। কারণ সোস্যালিজম এমন কোনো জীবন বিধান নয় যা কুরআন মজীদের আলোকে তৈরী করা হয়েছে। এভাবে যদি কেউ জাতীয়তাবাদের দিকে দাওয়াত দেয়, সেটাও হয় গায়রুল্লাহর কাছে মাথা নত করারই দাওয়াত। কারণ ইসলাম আমাদের মুসলমান হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে না।

শ্রোতাদের চোখে অশ্রু টলমল করছিল যখন ইরাকী প্রতিনিধি শায়খ আবদুল আযীয আল বদরী বলেছিলেন ঃ

এক সময়ে আমরা সকলে মিলে এক মিল্লাত ছিলাম। আমাদের এক হওয়ার বুনিয়াদ ছিল কালেমা-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আমাদের সুখ-দুঃখ ছিল এক ও অভিন্ন। আমাদের একে অপরের সমস্যা ছিল আমাদের সকলের সমস্যা। অন্যরা যখন এসব দেখলো তখন তারা আমাদের মধ্যে আঞ্চলিকতা, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের ফেৎনার বারি সিঞ্চন করলো। আমাদেরকে বলা হলো–তোমরা আরব, তোমরা ইরানী, তোমরা তুর্কী, তারপর আমরা হয়ে গেলাম আরব, ইরানী, তুর্কী। অন্যেরা যা চেয়েছিল আমরা তাই হয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য তাই পূরণ হলো যা অন্যেরা চেয়েছিল।

www.pathagar.com

এ ছিল একটি মিল্লাতের আসহাবে কাহাফের মতো ঘুম থেকে জেগে ওঠার নির্দেশ এবং এ ছিল একথারই সাক্ষ্য যে, ইসলামের পথে চলার যে মন-মানসিকতা তা প্রাচ্যে হোক, প্রতীচ্যে হোক এবং যেখানেই হোক না কেন, তা চিন্তা করে একই রঙে, একই ঢঙে। ইরাকী প্রতিনিধির অন্তর পাকিস্তানী মুসলমানদের পক্ষ থেকে অগাধ ভালোবাসার অনুভূতিতে হচ্ছিল প্রতিবিমুগ্ধ। ওদিকে বিদেশী মেহমান বলেই চলেছেন–

আমরা দেশে ফিরে গিয়ে আপনাদের ভাইদের বলবো, আমরা এসেছি পাকিস্তান থেকে যেখানে মিল্লাতে ইসলামীয়ার এমন এক অংশ বাস করে যারা ইসলাম পিপাসু এবং যারা বিশ্বাস করে যে, মুসলমানদের পথ দেখাতে পারে একমাত্র ইসলাম। আমরা ইরাকের মুসলমানদেরকে একথাও বলবো যে, পাকিস্তানের মুসলমান তোমাদের সাথে এজন্য আছে যে তারা একই মাত্র সম্পর্কে বিশ্বাস করে এবং তাহলো ইসলাম।

মাননীয় অতিথি তাঁর ভাষণে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বড়োই আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেন–

আমরা আল উস্তাজ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং তাঁর জামাতের প্রতি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁরা ফিলিস্তীন এবং মধ্য প্রাচ্যের জন্যে যা কিছু করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠান শেষে শায়খ আবদুল আযীয আল বদরী, আল উস্তাজ মুহাম্মদ আল আলুসী এবং অন্যান্য ইরাকী নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত এ প্রতিনিধিদল ভ্রাতৃত্ব ও একাত্মতার পরিবেশে ৫/এ যায়লদার পার্ক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

একটি যুবকের প্রশ্ন–মাওলানা ! এ প্রতিনিধিদল কি অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও যাবে ?

উত্তর–জি হাঁ। এখান থেকে আফগানিস্তান, ইরান এবং তুরস্কে যাবে।

প্রশ্ন–তাঁরা কি ইরাকের সরকারী প্রতিনিধি, না বেসরকারী ?

উত্তর–আপনারা তাঁদেরকে আধা সরকারী প্রতিনিধিদল বলতে পারেন। তাঁরা অবশ্যই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে ইরাক থেকে রওয়ানা হবার সময় ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে ইরাকী দূতাবাসগুলোকে তাঁদের জন্যে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাদানের নির্দেশ দেয়া হয়। এতে করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা আধা সরকারী প্রতিনিধিদল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–ইরাকী প্রতিনিধিদলের ৫/এ যায়লদার পার্কে পৌছার পর জানা গেল যে, তাঁদের জন্যে এখানে সরকারের পক্ষ থেকে যে কর্মসূচী তৈরী করা হয়, প্রতিনিধিদল তার কিছু পরিবর্তন করেছেন।

উত্তর–জি হাঁ।

প্রশ্ন–আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে ইরাকী প্রতিনিধিদল আপনার নিকটে আসার অনুমতি কি করে পেলেন ?

উত্তর–তাঁদেরকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা তো অনেক করা হয়েছিল। কিন্তু এ সব আল্লাহর বান্দাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমরা চিন্তাও করতে পারি না যে, আমরা পাকিস্তানে আসব আর মাওলানার সাথে দেখা না করে চলে যাব।

ইরাকী প্রতিনিধিদল বিদায় নেয়ার পর পরই সকলের দৃষ্টি পড়লো সদর ফটকের দিকে। দুজন সাথীসহ লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেতরে আসছেন সাইয়েদ আযহাব হাসান যায়দী। মাওলানা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। যায়দী সাহেব সেই পাঁচ জন আলেমের একজন যাঁদেরকে ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপারে আইয়ুব সরকার গ্রেফতার করেন। তিনি একটি মোটর দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর এই প্রথম অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন।

ইরাকী প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান সকল দলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। পাকিস্তান মুসলিম লীগের মিয়া আমীর উদ্দীনও তশরীফ আনেন। যায়দী সাহেবের আগমনে প্রতিনিধিত্ব পূর্ণ হয় যদিও তিনি বিলম্বে পৌছেন।

১৯৭৭ সাল

জনাব যুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরুদ্ধে পাকিস্তানে গণ আন্দোলন চলাকালে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিরুদ্ধে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়। এক অতি নাটকীয় অভিনয়ের মাধ্যমে মাওলানাকে গ্রেফতার এবং শাস্তি দেয়ার পাকাপোক্ত পরিকল্পনা তৈরী করে কাজ শুরু করা হয়।

এ ঘৃণ্য নাটকের অবতারণা হয় ২৫ মার্চ থেকে। এ দিক থেকে পাঞ্জাব পুলিশের ক্রাইমস ব্রাঞ্চ এমন সব যুবকদের গ্রেফতার করা শুরু করে যারা মাওলানার সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব ইসলামী

www.pathagar.com

জীবন বিধানকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। গ্রেফতারের পর তাদেরকে শাহী কেল্লায় আটক করা হয় এবং এখানে তাদের ওপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন শুরু করা হয়। এই নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বারো বছরের বালক থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। তাদেরকে ছাদে উপুড় করে লটকিয়ে বেদম প্রহার করা হতো, উলংগ করে উত্তপ্ত বালুর ওপরে চিৎ করে শোয়ানো হতো, বিভিন্ন ধরনের কিল-ঘুষি-লাথি মারা হতো। কারো কারো দেহে ইলেকট্রিক শক দেয়া হতো। কারো কারো আঙুলের নখ উপড়ে ফেলা হতো। তাছাড়া হরদম অশ্লীল গালাগালিও করা হতো। তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হতো একথা বলার জন্য যে, মাওলানা মওদূদীর কথা মতো তারা বোমা তৈরীর কাজ করে। তাদেরকে বলা হতো ঃ

"আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দেব। তখন হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে যাবে। এসব নির্যাতন মারপিট সব বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এতোটুকু বল যে, মাওলানা মওদূদী বোমা তৈরীর জন্যে আমাদের অর্থ জোগান। শুধু এতোটুকু বল যে, মাওলানা মওদূদী এবং মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ (মিয়া সাহেব তখন জেলে) এসব বোমাবাজি করাচ্ছেন। শেষ কথা এটা বলে দাও যে, মাওলানা মওদূদী বোমার বিভিন্ন ডিজাইন দেখে ভালো ভালোগুলো পছন্দ করে দিয়েছেন এবং সেভাবে আমরা তৈরী করছি। এসব বললেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, তোমাদের আহত স্থানের চিকিৎসা করা হবে। অনেকে আমাদের কথা মেনে নেয়ার পর মুক্তি পেয়েছে। তোমরা কেন তোমাদের নিজেদেরই সাথে দুশমনি করছ ? স্বীকার কর এবং এক্ষুণি জামা-কাপড় পরে বাড়ি চলে যাও।"

দিনের পর দিন তাদের ওপর নির্যাতন বেড়েই চললো। কিন্তু মিথ্যার সামনে তারা মাথা নত করলো না।

জনাব ভুট্টোর এ জঘন্য ও ঘৃণ্য নাটকীয় অভিনয় শুরু করার পর একবার তিনি ৫/এ যায়লদার পার্কে মাওলানার সাথে দেখা করতে আসেন। সত্যিই যদি এ স্থানটি বোমা তৈরীর কারখানা হয়ে থাকতো, তাহলে তিনি এখানে আসেনইবা কি করে ? কারণ প্রকৃত সত্য তো তাঁর জানা ছিল। ব্যাপার হলো এই যে, এসব জানা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষ থেকে এ বর্বরতা চলছিল।

অপরদিকে এক পক্ষ ধৈর্য ও সহনশীলতার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে চলেছিল। তাদের এ অসীম ধৈর্য শাহী কেল্লার ষড়যন্ত্রবিশারদদের স্বপ্ন ধুলিসাৎ করছিল।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং দেশের ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যতের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী যুবকদের এ অভূতপূর্ব

www.pathagar.com

ভূমিকা ক্ষমতাসীনদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিচ্ছিল। কারণ তারা ছিল বহুগুণে শক্তিশালী ওসব কল্পিত বোমা থেকে, যা স্বার্থান্ধ বিশেষজ্ঞগণ তৈরী করার কল্পনায় বিভোর ছিল। এখন তারা দেখলো যে, ৫/এ যায়লদার পার্কে কিছু বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এখন এ নতুন নাটকেরই অভিনয় করতে হবে।

এ কাজের জন্যে সতেরো এবং আঠারো মে'র মধ্যবর্তী রাত নির্ধারিত করা হয়েছিল। ১৭ মে'র সকালে 'দৈনিক ইমরোজ' বোমা আবিষ্কারের প্রাথমিক সংবাদ পরিবেশন করে বলেন যে, শীঘ্রই এক অতি চাঞ্চল্যকর রহস্য উদঘাটিত হতে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সকল প্রকার প্রস্তুতি নেয়া হলো। টিভি, রেডিও ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরকে জানানো হলো যে, আজ রাতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার চিত্র গ্রহণ করতে হবে।

যায়লদার পার্কের বাইরে ইছড়া মোড়ে পুলিশের ভিড় জমেছে। রাত সাড়ে দশটার পর কাজ শুরু হলো।

এক সাম্রাজ্য বিজয়ের কল্পিত উল্লাস নিয়ে কিছু অচেনামুখ বার বার ৫/এ যায়লদার পার্কের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। সদর ফটকের ওপর দিয়ে ভেতরে বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারছে। আবার কি মনে করে পেছনে হটছে। এসব অচেনা মুখগুলো যখন বার বার আসা-যাওয়া করছিল, তখন তারা দেখলো যে, মাওলানার ছেলে এবং অন্যান্য যুবকেরা জেগে জেগে পাহারা দিচ্ছে। কুচক্রীগণ এক এক করে সাইকেলে, অটো রিকশায়, পুলিশ ভ্যানে করে লোক পাঠালো। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করার সাহস ও সুযোগ কারো হলো না। রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এ অভিনয় চলতে থাকলো। বারোটা সাইত্রিশ মিনিটে ইমরোজের সংবাদদাতা চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ৫/এ যায়লদার পার্কে এসে কিছু না দেখে নিরাশ হলো। কিন্তু দেখলো ৫/এ যায়লদার পার্কের দেয়ালে মিথ্যা ষড়যন্ত্র ও কল্পিত ঘৃণ্য নাটক সত্যের ঘাত-প্রতিঘাতে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। এখানে সে দেখতে চেয়েছিল প্রলয় সৃষ্টিকারী বোমার আবিষ্কার। কিন্তু এখানে তো এমন বোমাই তৈরী হয় যা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের আকারে বিশ্বমানবতার অন্তর রাজ্য জয় করার বিরাট শক্তি রাখে।

বারোটা একচল্লিশ মিনিটে মাওলানার পুত্র হোসেন ফারুক মওদূদী মার্শাল ল' অথরিটি সেকশন ২-এ সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, পুলিশ আমাদের বাড়ী থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের জন্য আসছে। আমরা চাই যে, পুলিশ আসার আগেই সেনাবাহিনীর লোক এসে আমাদের বাড়ির

www.pathagar.com

তালাশীর কাজ সম্পন্ন করুন, যাতে করে কোনো মিথ্যা মামলার (Fraud Case) সুযোগ না থাকে।

হয়তো তাঁর এ টেলিফোন টেপ করা হতে পারে এটা চিন্তা করে হোসেন ফারুক বলেন, আমি নিজেও টেপ করছি।

অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো–আপনি কি করে জানলেন যে, বেসামরিক প্রশাসন বিভাগ এ ধরনের মিথ্যা মামলা সাজাবার কাজ করছে?

হোসেন ফারুক–এখানে তার সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান। তাছাড়া অনেক তথ্য আমাদের জানা আছে।

জবাব এলো-আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি।

প্রায় এক ঘন্টা পরে দেখা গেল যে ৫/এ যায়লদার পার্কের বাইরে ভিড় কমতে থাকলো। সকাল হওয়ার বহু আগেই লোকের ঘোরাফেরা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন জামায়াতে ইসলামী পাঞ্জাবের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আশরাফ বাজওয়া এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। সরকার পক্ষ থেকে তার কোনো জবাব দেয়া হয় না।

কিন্তু মাঝে মধ্যে রাত করে অচেনা মুখের সন্দেহজনক আনাগোনা চলতেই থাকে। ২৮ এবং ২৯ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে আগের মতোই কুচক্রীগণ আর একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এ দিকে সরদার আবদুল কাইয়ুম খান, সাইয়েদ আলী মর্দান শাহ এবং পীর সাহেব পাগাড়োর বিবৃতি সরকারকে খুবই বিব্রত করে রেখেছিল।

তিরিশ মে মাওলানা মওদূদী স্বয়ং এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"আমার বাড়ি কয়েকদিন পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। এ সম্পর্কে দৈনিক জং-এ আযাদ কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইয়ুম খানের এবং নওয়ায়ে ওয়াক্তে পীর সাহেব পাগাড়োর বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর লোকে আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করছে যে, ব্যাপারখানা কি। এ জন্যে সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে।

বিগত প্রায় আড়াই মাস থেকে অবিরাম বিভিন্ন স্থান থেকে যুবকদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে একথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, আমি তাদেরকে বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্র করে দিয়েছি। অথবা সংগ্রহ করার নির্দেশ তাদেরকে দিয়েছি। কিছু যুবকের পকেটে জোর করে ডলার ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর টেনে বের করে তাদের কাছ থেকে জবরদস্তি

www.pathagar.com

এ স্বীকৃতি নেয়া হচ্ছে যে, এসব ডলার তাদেরকে আমি দিয়েছি। আমার জানা মতে এ ব্যাপারে দু'শতাধিক যুবককে আটক করে রেখে তাদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি বিরাট দল কোনোরূপ মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছে এবং পুলিশ তাদের ওপর নির্যাতন করতে করতে হাঁপিয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে যাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে, তাদের কাছে যেভাবে নাজী জার্মানী এবং কমিউনিষ্ট রুশ জবরদস্তি স্বীকৃতি নিয়ে থাকে, সেভাবে পুলিশ লিখে নিয়েছে। তারপর পুলিশ এবং সি আই ডি আমার বাড়ি ঘেরাও করা শুরু করে। সম্ভবত তাদের প্রচেষ্টা এই ছিল যে, আমার বাড়িতে কোনো প্রকারে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা রেখে দিয়ে মিথ্যা মামলা সাজাবে। কিন্তু এতেও তারা সফলকাম হতে পারেনি। এ জন্যে এখন পর্যন্ত তারা আমাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। আমি জানি না কতদিন এ অভিনয় চলতে থাকবে। তবে তারা যতোদিন খুশি তাদের এ অভিনয় চালু রাখতে পারে এবং আমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায় তো তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। এ এক আজব কথা যে, জনাব ভট্টো পিপিপি কর্মীদেরকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছেন। পিস্তল, স্টেনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড প্রচুর পরিমাণে তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এসব তারা হাজার হাজার লোকের সামনে দিবালোকে ব্যবহার করছে ; কিন্তু তাদের ব্যাপারে কোনো তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি যে, এসব অস্ত্রশস্ত্র তারা কোথায় পেল। কিন্তু এসব অস্ত্র যখন তারা জনগণের ওপর প্রয়োগ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে পুলিশ তাদেরকে আশ্রয় দান করে যাতে করে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারে। তাদের কাছে শুধু বৈধ অস্ত্রশস্ত্রই নেই বরং বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর আছে। সরকারের অনুগ্রহে তারা এসব লাভ করছে এবং জনগণের উপর তা প্রয়োগ করছে।

এ ধরনের পরস্পর বিরোধী দু'টি পলিসি দেশে চলছে। যারা কোনো দিন হিংসাত্মক কাজ করেনি বরং এসব প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে তাদের ওপর মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। পক্ষান্তরে যারা কার্যত হিংসাত্মক কাজ করছে এবং সরকারের দেয়া অস্ত্রের দ্বারাই করছে, তাদেরকে আইনের উর্ধ্বে রাখা হয়েছে।"

এ বিবৃতির পর সরকার বিব্রত হয়ে পড়ে। ২ জুন ইসলামাবাদ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে একটি প্রেস নোট জারী করা হয়। ঐ দিনই মাওলানা তার জবাবে এক বিবৃতি দেন। এতে করে প্রেসনোটের গুমর ফাঁক হয়ে পড়ে। মাওলানা বলেন ঃ

www.pathagar.com

"আমার আগের বিবৃতিতে বলেছিলাম যে, পিপিপি-কে পিস্তল, স্টেনগান এবং বোমা প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং তারা লাহোর, মুলতান, শিয়ালকোট, হায়দারাবাদ, লায়লপুর, করাচী, পেশাওর, পিণ্ডি এবং অন্যান্য বহুস্থানে হাজার হাজার লোকের ওপর প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে এসব ব্যবহার করছে এবং পুলিশ তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে। এর কোনো জবাব সরকারী প্রেসনোটে দেয়া হয়নি। আমার অভিযোগ মিথ্যা হলে তার প্রতিবাদ করার সাহস সরকারের নিশ্চয়ই থাকতো। হাজার হাজার লোক চাক্ষুস সাক্ষী রয়েছে যে, এসব তারা বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করেছে। এখন এ অভিযোগগুলো যদি সত্য হয় যে জন্য সরকার তার কোনো জবাব দেননি, তাহলে সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, দেশের আইন কানুনে দু'টি পৃথক দলের মধ্যে এ তারতম্যের স্থান কোথায় যে, এক পক্ষের ওপর আইন প্রয়োগ করা হবে এবং অপর পক্ষকে আইনের উর্ধ্বে রাখা হবে ? এমন কোনো আইন আছে কি যার বলে একটি দলকে অস্ত্রশস্ত্র যোগানো হবে এবং অপর দলের ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে তাদেরকে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে আবদ্ধ করা হবে ?

আসলে সরকার আমার এ বিবৃতির সত্যতা স্বীকার করছেন যে, আজ পর্যন্ত দু'শয়ের অধিক যুবককে অস্ত্র ও বোমা রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু আমার একথার কোনো জবাব দেয়া হয়নি যে, তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে জবরদস্তি অপরাধ স্বীকার করানো হয়েছে অথবা বিবৃতির ওপরে জবরদস্তি স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে, যে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। এ ধরনের বল প্রয়োগে স্বীকৃতি গ্রহণ করা আইনের দৃষ্টিতে কতটুকু মর্যাদাকর তা প্রত্যেক আইনজীবির জানা আছে। সরকারের যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে তারা ঐ সব লোকের মামলা হাইকোর্টে পেশ করুন। তাহলে দেখতে পাবেন যে, আদালতের রেকর্ডে পুলিশের কোন্ কোন্ ধরনের নির্যাতনের কাহিনী রয়েছে এবং তার ফলে এসব নিরপরাধ মজলুমের স্বীকৃতির কোন্ রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়ে।"

মাওলানার বিবৃতির পর সব চুপ-চাপ। ক্ষমতাশীনদের বলার কিছুই ছিল না। এখন প্রশ্ন এই যে, এসব অভিযোগ যদি এতোই অবান্তর, তাহলে এ নাটকীয় অভিনয়ের প্রয়োজনটা ছিল কি ?

পরিস্থিতির চড়াই উৎরাইয়ের ৫/এ যায়লদার পার্কের বিকালের আসর যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রশ্ন—ভুট্টো সাহেব বলেন, আইনের শাসনের জন্যে তাঁর যা কিছু দরকার তা তিনি করবেন।

www.pathagar.com

উত্তর–আইনের তো তিনি নিজেই বারোটা বাজিয়েছেন। জনতার ওপরে যে হারে গুলী চালানো হচ্ছে এবং ছত্রভংগ করে দেয়ার পরিবর্তে যে ভাবে গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে তা কি আইনের শাসন? মহিলাদের মাথার চুল ধরে সড়কে টানা-হেচড়া করা কি আইনের কোনো অংশ নাকি? কুলটা স্ত্রীলোকদেরকে পুলিশের ইউনিফরম পরিয়ে ভদ্র মহিলাদের হামলা করানো, তাদেরকে চেইন দিয়ে মারা, তাদের পরনের কাপড় ছিঁড়ে অশ্লীল গালাগালি করা ইত্যাদি কি আইনের শাসন ? কোন্ আইনে আছে যে, আপনি আপনার দলের লোকদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তাদেরকে মানুষ হত্যার জন্যে লেলিয়ে দেবেন ? হত্যাকারীকে স্টেনগান দেয়া কি আইনের দাবি? তারপর কোন্ আইন একথা বলে যে, দেশকে গৃহযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে.? আসলে আইনের শাসনকে ভুট্টো সাহেব এখানে যেভাবে ধ্বংস করেছেন কোন সভ্য জাতি তা চিন্তাও করতে পারে না। এ দেশে আজ আইন ভংগের অপরাধী জনগণ নয়, সরকার নিজে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! একটা কথা ছড়ানো হচ্ছে যে, ভুট্টো না থাকলে দেশ চলবে না। তিনি ছাড়া আর কারো মধ্যে কোনো যোগ্যতাই নেই। তাঁকে সরিয়ে দিলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

উত্তর–প্রত্যেক ডিক্টেটর এ ধরনের প্রচারণা অত্যন্ত 'জরুরী' মনে করে। এটাই তাঁর দূরভিসন্ধির সাক্ষ্য দেয়। যে ব্যক্তি চায় যে, জাতি যেন তাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে না পায়, সে ব্যক্তি জাতির জন্য কখনোই কোন আন্তরিকতা পোষণ করে না।

প্রশ্ন–এ ধরনের শাসকগণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথাও বলেন। তাঁদের কথা এই যে, দেশের মধ্যে আসল জিনিসই হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অন্য সব ফাও।

উত্তর–বিপদ এই যে, তাঁরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অর্থই বুঝেন না। তাঁদের নিকটে এক ব্যক্তির শাসনই হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। আমরা মনে করি স্থিতিশীলতা সেখানে হয় যেখানে ন্যায় বিচার হয়। অত্যাচার, অবিচার কোনো দেশকে স্থিতিশীলতা দান করতে পারে না।

প্রশ্ন–মাওলানা ! যে দ্বন্দ্ব আমাদের এখানে বর্তমানে চলছে তাকে কি ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব বলা যায় ?

উত্তর–না। আমি তা মনে করি না। তাকে নেকী এবং বদীর দ্বন্দ্ব বলা যেতে পারে। আমি আমার বক্তৃতায় এটাকে কল্যাণ ও অকল্যানের দ্বন্দ্ব বলেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন–একে কি হক এবং বাতিলের সংগ্রাম বলা যায় ?

উত্তর–জি-হাঁ।

প্রশ্ন–কিছু লোক আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে জনগণকে ক্ষমতার উৎস বলেন এবং এ ধরনের অন্য কথাও বলেন। যখন কেউ বলে ইসলাম আমাদের দ্বীন; কিন্তু তার সাথে সোস্যালিজমকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করে, তখন সে কি ইসলামকে অপূর্ণ হওয়ার ঘোষণা করে না ? এটা কি কুফর নয় ?

উত্তর–এ ইসলাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতারও কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন–এমন লোকদের এ মুনাফেকীর একটি যুক্তিও তো হতে পারে ?

উত্তর–মুনাফেকীর যুক্তিও হতে পারে ; অজ্ঞতাসুলভ উক্তিও হতে পারে। এটা জরুরী নয় যে, কুফর মনে করেই এসব কথা বলা হয়।[১]

প্রশ্ন–মাওলানা ! এসব লোক যেভাবে এ দেশ শাসন করেছেন এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের ভূমিকা ও চরিত্র যা ছিল, তা দেখে তাঁদের সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পোষণ করেন ?

উত্তর–আমি তাঁদেরকে অমুসলিম মনে করি না। অবশ্যই একথা বলি যে, তাঁরা ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করেন না। এবং এটাই হচ্ছে তাঁদের বড়ো জুলুম—নিজেদের ওপরেও এবং শাসক হিসেবে এ দেশের ওপরেও। এসব লোক তাঁদের পরকাল খারাপ করছেন এবং দুনিয়াতে তাঁদের যে পরিণাম হবার তা দুনিয়া দেখতে পারে। আজ পর্যন্ত এ দেশে এ ধরনের শাসকদের পরিণাম ভালো হয়নি যারা এখানে ইসলামী জীবনব্যবস্থার পথ রোধ করার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকেই তার নিজের পতন নিজ চোখে দেখে গেছে।

প্রশ্ন–মাওলানা! আমাদের সমাজে সাধারণত অজ্ঞতা খুব বেশী দেখা যায় এবং এসব কতক রসম ও রেওয়াজের আকারে সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে। প্রশ্ন এই যে, এসব অজ্ঞতার খপ্পর থেকে এ সমাজকে কি করে রক্ষা করা যায় ? এসব বিদ্যমান থাকতে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কিভাবে চলবে ?

উত্তর–ইসলামী রাষ্ট্র এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, দাওয়াত ও তবলীগের সকল পন্থা অবলম্বন করবে। সে তার রেডিওর সাহায্যে কাজ নেবে

১. মাওলানার জবাব কত সুন্দর, সুস্পষ্ট ও উদারতাপূর্ণ।সংকীর্ণচেতা কাটমোল্লাদের মতো কাউকে কাফের-মুনাফেক নামে আখ্যায়িত করা ছিল মাওলানার রুচি ও স্বভাবের বিপরীত। চরম নির্যাতন-নিষ্পেষণেও মাওলানার মানসিক স্থৈর্য ও ভারসাম্য কণামাত্র বিনষ্ট হয়নি।–সম্পাদক

www.pathagar.com

এবং তার টিভিও শিক্ষা প্রশিক্ষণদানের কাজে অংশ নেবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আপনি দেখুন যে, আমাদের সমাজে দিন-রাত হত্যাকাণ্ড চলছে। মানুষকে এমনভাবে হত্যা করা হয় যেন সে মানুষ নয় পশু। আমরা এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করব। তাদেরকে বলব যে, একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এতো বড়ো অপরাধ যে, হত্যাকারীর দুনিয়াই নষ্ট হয় না, তার আখেরাতও সে নষ্ট করে। আমরা তাকে এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর সাবধানবাণী শুনিয়ে দেব। তার সামাজিক ক্ষতি তুলে ধরব। পরিবারসমূহ ধ্বংস করাতে তার কি প্রভাব তা বলে দেব। আমাদের বিশ্বাস যদি আমাদের সমাজকে এভাবে ইসলামী শিক্ষা মুতাবেক তরবিয়াত দেয়া যায়, তাহলে তার বিরাট সুফল দেখা দিতে পারে। শুধু তালিম ও তরবিয়াতের ব্যবস্থাই হবে না, ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ সুবিচার হবে এবং কোনো ব্যক্তিই সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবে না। হত্যাকারীর প্রভাব প্রতিপত্তি তার কোনো কাজে আসবে না। যে সমাজে অপরাধী শাস্তি থেকে রেহাই পায় না, সেখানে অপরাধ অবশ্যই কমতে থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্র কখনো লোকের হাতে স্টেনগান প্রভৃতি দিয়ে অন্যের ওপর হামলা করার উস্কানী দেয় না। সে এক দিয়ানতদার রাষ্ট্র হয় এবং স্বীয় শাসন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে একে অপরকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করার পথ অবলম্বন করে না।

প্রশ্ন–মাওলানা! পি এন এ ক্ষমতায় এসে দেশে যদি ইসলামী শাসন জারী করে তাহলে তারপর জামায়াতে ইসলামী কায়েম থাকার প্রয়োজন শেষ হবে না কি?

উত্তর–জি না। দু'টি বিষয় এমন যা একথাকে সুস্পষ্ট করে দেয় যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রয়োজন ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এক তো এই যে, এ দেশে শুধু ইসলামী শাসন কায়েম করাই নয়, তাকে কায়েম রাখতেও হবে। আপনি কি অনুমান করতে পারছেন না যে, দেশের ভেতর এবং বাইরে এমন সব লোক এবং এমন এমন শক্তি আছে যারা এখানে ইসলামী শাসন কায়েম হওয়ার সম্ভাবনা দেখে দাঁত পিষছে? এসব লোকজন এবং এসব 'ইজম' পরে নীরবে বসে থাকবে না। বরং বিরোধিতা এবং শত্রুতার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করবে না। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাদের এখানে শুধু ইসলামী শাসন কায়েমই করতে হবে না, তাকে কায়েম রাখার জন্যও সংগ্রাম করে যেতে হবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য শুধু এ দেশেই নয়, সারা দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করা। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী

www.pathagar.com

সাহিত্য দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষকে ইসলামী শিক্ষার সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করছে। প্রকৃত কথা এই যে, জামায়াতে ইসলামীর কাজ সংক্ষিপ্ত নয়। তাকে বহু কিছু করতে হবে। দোয়া করুন যেন সে হর-হামেশা এ পথে অবিচল থাকতে পারে যে পথে প্রথম দিন থেকে চলে আসছে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! যে সংগ্রামে আমরা এখন অংশগ্রহণ করছি, তাকে কি 'জিহাদ' বলা হবে ?

উত্তর–প্রতিটি সংগ্রাম যা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা জিহাদ। এভাবে যে কেউই আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার এবং এ যমীনে ইসলামী জীবনবিধান কায়েমের নিয়তে এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে, সে যদি এ পথে মৃত্যুবরণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে শাহাদাত লাভ করবে। সে হবে শহীদ এবং আল্লাহর নিকট সে তার এখলাস এবং শাহাদাতের প্রতিদান পাবে। এ স্বয়ং আল্লাহর ওয়াদা।

****

সাতাত্তরের জুন ধীরে ধীরে শেষ হতে চলেছে।

পিণ্ডিতে জাতীয় ঐক্যজোট এবং সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনার জন্য উভয় পক্ষ একত্র হয়েছেন। সারা দেশের এমনকি গোটা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে তাদের ওপরে। নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা মেনে নেয়ার পরই এই আলোচনা বৈঠক বসেছে।

এদিকে ৫/এ যায়লদার পার্কের বিকালের আসরে প্রশ্নোত্তরপর্বও চলছে।

প্রশ্ন–মাওলানা ! জনাব ভুট্টোর কথা তো এ ছিল যে, যদি নতুন করে নির্বাচন করার দাবি তিনি মেনে নেন, তাহলে ৭ মার্চের নির্বাচনে যে দুর্নীতি ও কারচুপি হয়েছে তাও তাকে মেনে নিতে হয়। এ জন্যে এ দাবি তিনি কখনো মেনে নেবেন না।

একথায় মাওলানা একটু হেসে ফেলেন। স্বয়ং প্রশ্নকর্তারও এ অনুভূতি ছিল যে, তাঁর জবাব হচ্ছে ঐ বিরাট আন্দোলন যা বিগত আশি দিন একটানা চলে আসছে। তার এক একটি দিন একথারই প্রমাণ যে, এ দেশের স্বার্থ, এ দেশের কল্যাণ এবং এ দেশের অধিবাসীর জীবনের মুকাবিলায় জনাব ভুট্টোর কোনো জিনিসের প্রতি যদি ভালবাসা থাকে তাহলে সে তার

www.pathagar.com

আপন গদি। অন্যদিকে আন্দোলন এতটা বিরাট ও ব্যাপক যে, সফলতার দ্বারপ্রান্তে না পৌঁছে ক্ষান্ত হবে না।

পিণ্ডিতে আলোচনা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংখ্যক লোক ৫/এ যায়লদার পার্কে এসে পড়ছে। দেশের পরিস্থিতির এমন কোনো দিক নেই যা এ বিকালের আসরে আলোচনার বস্তু নয়। করাচির জনৈক কয়েদী ঝিলাম জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ী যাবার আগে যায়লদার পার্কে পৌঁছেছে। জফর, জামাল, বেলুচ বান্নু জেল থেকে এসেছেন। একখানি 'কার' পেশাওর থেকে এসে সবেমাত্র দাঁড়ালো। 'কার' থেকে নামছেন আরবাব মুহাম্মদ সাঈদ, গোলাম আব্বাস এবং তাঁদের সাথী। লাহোরের হৃদয় বিদারক কাহিনী শুনাচ্ছেন মুহাম্মদ রফীক আশরাফী এবং শেখুপুরার কার্যবিবরণী পেশ করছেন নযীর আহমদ। মাওলানা স্নেহমাখা দরদ দিয়ে শুনছেন সব কথা। তারপর বলেন, আমার হাজার চোখ ও কান আছে।

পালোয়ান আবদুস সাত্তার তাঁর আত্মকাহিনী শুনাচ্ছেন এবং অপরের যুলুম নির্যাতনের মর্মন্তুদ বিবরণও শ্রোতাদের সামনে রাখছেন। মিয়াওয়ালী জেলের দুঃখের কাহিনী শুনাচ্ছে সেখান থেকে আগত একজন। লাহোর লাল কেল্লার চার ধারের দেওয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত চীৎকার হাহাকার যেন মূর্তিমান হয়ে হাজীর হয়েছে এ বিকালের আসরে। একজন ঝুঁকে পড়ে হাফেজ আবদুর রহমান নামে একটি যুবকের আঙ্গুলের মাথায় চুমো দিচ্ছে, যে আঙুল থেকে তার গোটা নখটা নির্মমভাবে উপড়ে তুলে নেয়া হয়েছে। একটি যুবক তার এমন এক সাথীর চিঠি পড়ে শুনাচ্ছে যাকে গ্রেফতার করার পর নিরুদ্দেশ করা হয়েছিল। পনেরো দিনের পর জানা গেল তাঁকে একটি বেগার ক্যাম্পে (Concentration Camp) পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি কাহিনী লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক।

যুলুম নির্যাতনের এমন ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে যা কোনো একটি সভ্য সরকারের অধীন চিন্তা করা যায় না। এ যুলুম অবাধে চলেছে মসজিদে, রাজপথে, জেলের অন্ধকার কুঠরিতে। ট্রেন, বাসের যাত্রীদেরকে গাড়ী থামিয়ে নির্যাতিত করা হয়েছে। যাত্রীদের দেখে জল্লাদরা চীৎকার করে বলতো, তোমরা পিণ্ডি যাচ্ছ, লং মার্চের শরীক হতে যাচ্ছ? নিচে নাম, তোমাদেরকে লং মার্চ শিখিয়ে দিচ্ছি। এসব লোমহর্ষক কাহিনী শুনতে শুনতে মাওলানার হৃদয় জর্জরিত হলো। তিনি চোখ বুজে যেন কোনো এক ভিন্ন জগতে বিচরণ করছিলেন। এক সময়ে বলে উঠলেন, এসব কাহিনী বিনষ্ট হতে দেবেন না। এক একটি ঘটনাপূর্ণ তথ্যাদিসহ, স্থান ও দিন তারিখসহ লিখে রাখুন।

www.pathagar.com

এসব পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে। এভাবে এ শাসনামলের শাসকের নাম যেন ইতিহাসে এক কলংক হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

মাওলানা আরও বলেন, এ জাতি খুন দিয়ে তার তওবা পুরো করেছে। কালোর কোটে থেকে আগত জনাব জামিল আহমদ রানা বলেন, মাওলানা ! এমন সময় কি আসবে যখন আমরা এসব যালিমদের হিসেব-নিকেশ নিতে পারবো ?

মাওলানা—ইনশাআল্লাহ সে দিন আসবে এবং অবশ্যই আসবে। বহুৎ জলদী আসবে।

****

সীরাতে সরওয়ারে আলম।

সীরাত পাক লেখার কাজটা বহু প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছিল। শুধু দেশ থেকে নয়, বিদেশ থেকেও এমন কেউ মাওলানার সাথে দেখা করতে আসেনি যে সীরাতে সরওয়ারে আলম সমাপ্ত হলো না বলে উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা প্রকাশ করেনি। মাওলানা বলেন, সকল অবস্থাতেই তিনি সীরাত লেখার কাজ করে চলেছেন। দু'খণ্ড সমাপ্ত হওয়ার পর ছাপার জন্যে প্রেসে রয়েছে। মক্কী যুগ লেখা শেষ হয়েছে এবং মাদানী যুগের জন্যে লেখা পড়া ও তথ্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে।

আলীগড় থেকে আগত জনৈক ভদ্রলোকের এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, মাদানী যুগ লেখার কাজ এক বছর ধরে করছি। আরও কয়েক মাস লাগবে। যদিও ঠিক করে বলতে পারি না, তথাপি আমার ধারণা 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' চার খণ্ডে সমাপ্ত হবে।[১]

আর এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, মাদানী যুগ যখন সামনে এলো তখন অনুভব করলাম যে, এখন সর্বপ্রথম হাদীসের বইগুলো পড়াশুনা করা দরকার। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত বুখারীর শরাহ দু'টি ওমদাতুল কারীর পনেরটি এবং ফতহুল বারীর তেরোটি খণ্ড আমার পড়াশুনায় রয়েছে। শরহুস সুন্নাহও পড়ে নিয়েছি। এখন যে মাদানী যুগ লেখার প্রস্তুতি নিয়েছি তা আমার সম্পূর্ণ নতুন লেখা হবে।

১. সীরাতের মাদানী যুগ লেখা হয়নি। মৃত্যু এ কাজের প্রতিবন্ধক হয়েছে। তবে মাদানী যুগের জন্যে সকল প্রস্তুতি করা হয়েছিল মৃত্যুর আগের মুহূর্তগুলোতেও মাওলানা একাজ করছিলেন—শুধু সীরাত লেখার জন্যে কলম ধরতে বাকী ছিল।

www.pathagar.com

মাওলানা আরও বলেন, আমি দোয়া করছি এবং আপনারাও করুন যাতে করে আল্লাহ তাআলা আমার এ কাজ পুরো করে দেন। কাজ অতি বিরাট। এক মহাসমুদ্র চোখের সামনে রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলেই এ কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

এ সময়ে মাওলানার স্বাস্থ্য এ চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে চলছিল। হাঁটু এবং জোড়ায়-জোড়ায় বেদনা চলেছে। এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, অধিকাংশ সময়ে আমি বসেই 'আত্তাহিয়াতু' পড়ি। অনেক সময়ে বসে 'আত্তাহিয়াতু' পড়ার চেষ্টা করলে বেদনা শুরু হয় এবং নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা হয়। এজন্য চেয়ারে বসেই 'আত্তাহিয়াতু' পুরো করে নেই যাতে একাগ্রতায় কোনো বাধা না পড়ে।

মাওলানা আর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, অবস্থা এমন যে, চলাফেরা করতে বড় কষ্ট হয়। এক মিনিটের বেশী দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। কয়েক কদমের বেশী হাঁটতে পারি না। মনে হচ্ছে আমার উপর মালিকের এই হুকুম—বসে বসে কাজ করে যাও। এখন এই যে, আমার কষ্ট, তা একে আমার গোনাহের কাফফারা মনে করি।

তারপর মাওলানা বলেন, তাঁর যদি ইচ্ছা এই হয় যে, আমার দুনিয়ার হিসেব-নিকেশ এখানেই চুকে যাক, তাহলে সেটা আমার বড়ই সৌভাগ্য হবে। তারপর যখন তাঁর দরবারে পৌছব তখন যেন তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাই। আমীন, আমীন, আমীন।

****

৪ এবং ৫ জুলাই এর রাত ছিল এক দীর্ঘ রাত। এ এমন এক রাত যখন সরকার এবং পি, এন, এ'র মধ্যে আলাপ-আলোচনা এক নাটকীয় ভংগীতে চলছিল। আর এই আলাপের সুযোগে জনাব ভুট্টো তাঁর দলকে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করে দেশকে এক খুনের দরিয়ায় নিমজ্জিত করার সকল প্রস্তুতি করে ফেলেন। এসব অবস্থা সম্পর্কে সেনাবাহিনী ছিল পুরোপুরি ওয়াকেফহাল। তারা যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা যদি আর একটি রাতও বিলম্ব করতো তাহলে তারা নিজেদের দৃষ্টিতেই অপরাধী হতো।

ভুট্টো সরকারকে খতম করে দেয়া হয়েছে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

www.pathagar.com

জুলাইয়ের পাঁচ এবং ছয় তারিখে ৫/এ যায়লদার পার্কে আগমনকারীদের প্রশ্ন বেশী ছিল না। একটি প্রশ্ন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা হলো— মাওলানা! এ তো সব কি করে হলো ?

জবাব–আমি প্রায়ই বলতাম যে, প্রত্যেক ডিক্টেটর এ ধরনের সকল পথ বন্ধ করে দেয় যেদিক থেকে তার বিপদের আশংকা হয়। শুধুমাত্র সেই পথ সে বন্ধ করতে পারে না যে পথ তার পতন ঘটাবার জন্যে আল্লাহ্ রেখেছেন।

মাওলানা আরও বলেন, যে ব্যক্তি কিছুতেই সঠিক পথে আসে না এবং দেশ ও জাতিকে ক্রমাগত অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে এমন লোক তার পতন নিজের চোখেই দেখতে পায়। এ দেশে এ পতন দেখেছেন গোলাম মুহাম্মদ, দেখেছেন ইসকান্দার মীর্জা এবং দেখেছেন আইয়ুব—ইয়া হিয়া খান, এখন এ দৃশ্য দেখার জন্যে শুধু বাকী রয়েছেন জনাব ভুট্টো। একটি যুবকের প্রশ্ন.....মাওলানা ! আপনার' আজকার পয়গাম কি ?

উত্তর – فاعتبر یااولی الابصار

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

www.pathagar.com